সঙ্গীত-সুধা-সিন্ধু।

অর্থাৎ

নানা সঙ্গীত-শাস্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণ ও ঐতিহাসিক রহস্য
সম্বলিত সঙ্গীত বিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ।
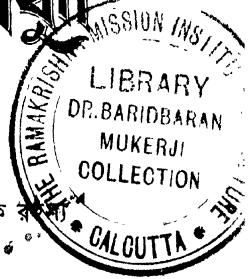
গীততরঙ্গ-প্রথমাংশ।

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
কর্ত্তৃক সংশোধিত।

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।
(মৃজাপুর ২০ নং, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

কলিকাতা।

[illegible] নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট "রাধারমণ যন্ত্রে"
শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

গীততরঙ্গ প্রথমাংশের ঐতিহাসিক সূচী।

প্রথম লহরী।

দ্বিতীয় লহরী।

তৃতীয় লহরী।

চতুর্থ লহরী।

পরিশিষ্ট।

সাধকগণের জীবনী।

অবতরণিকা।

শিশুর্ব্বেত্তি পশুর্ব্বেত্তি বেত্তি গীতি রসং ফণী।
হরির্ব্বেত্তি হরোবেত্তি নারদো বেত্তি বা নবা॥

স্বর শাস্ত্রং।

সঙ্গীত রস যে কি? তাহা শিশু জানে, পশু জানে, বিষধর ফণী জানে, হরি জানেন এবং হরও জানেন কিন্তু নারদ জানিতেও পারেন নাও জানিতে পারেন।

সঙ্গীতের মত চিত্তবিনোদনকরী বিদ্যা আর পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা সংসাধিত হয় না এরূপ বিষয় জগতে অতি অল্পই আছে। সংগীতে উৎকট রোগের প্রতিকার করে, জীবকে উন্মত্ত করে, পাষাণহৃদয় গলাইয়া দেয়, মৃতকে জীবিত করে, নির্ব্বাপিতঅগ্নি প্রজ্বলিত করে, প্রজ্বলিত অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে, জীবজন্তু এমন কি সর্পকেও বশীভূত করে, সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করে, বিষণ্ণবদন প্রসন্ন করে কারণ, ইহা ষড়্‌রসের (১) উত্তেজক অর্থাৎ মানবশরীরে যে শৃঙ্গার রস, রৌদ্ররস, করুণরস, ভয়ানক রস, অদ্ভুতরস ও হাস্যরস আছে, সংগীত এই ষড়্‌রসকেই উদ্দীপিত করিতে পারে। এজন্য সংগীতের মত মোহিনীবিদ্যা আর ত্রিসংসারে নাই। ইহা যে কেবল মোহিনীবিদ্যা তাহা নহে, ইহা একপ্রকার যোগসাধন। শব্দব্রহ্মের সাধন

---

(১) শৃঙ্গারং শিরসি জ্ঞেয়ং ক্রোধমাজ্ঞাপুরে তথা।
বিশুদ্ধাখ্যে তু করুণাং হৃদি ভীষণমেব চ॥
মণিপূরেঽদ্ভুতং হাস্যং স্বাধিষ্ঠানে প্রকীর্ত্তিতম্॥

তন্ত্রম্।

কথিত আছে যে, মস্তকে সহস্রারে শৃঙ্গার রস, ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে রৌদ্ররস, কণ্ঠে বিশুদ্ধচক্রে করুণরস, হৃদয়ে অনাহত চক্রে ভীষণরস, নাভিমূলে মণিপুরচক্রে অদ্ভুতরস, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানে হাস্যরস অবস্থিত হইয়াছে।

সংগীত দ্বারাই হইয়া থাকে। ইহা বেদের অন্তর্গত বিষয়, সংগীত ব্যতীত বেদপাঠ হয় না, এজন্য ইহা অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে, বেদ যেরূপ অপৌরুষেয় অর্থাৎ বেদের যেরূপ কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই ইহাও তদ্রূপ। কারণ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে,—

"নহি কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পা... ন্তরে॥"

পরাশর।

বেদের কেহই কর্ত্তা (২) নাই, সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মা বেদকে স্মরণ করেন মাত্র। ঐরূপ মনু প্রতিকল্পারম্ভে ধর্ম্মস্থাপন জন্য বেদোক্ত ধর্ম্মকে স্মরণ করেন।

পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ বেদের স্মরণকর্ত্তা, দেবাদিদেব মহাদেব সেইরূপ সংগীতের প্রকাশকর্ত্তা। নাদ—সংগীতের ভিত্তিমূল, যোগসাধন দ্বারা নাদকে বিন্দুতে সংযুক্ত করিতে হয়। মূলাধারস্থিত নাদ (৩) রূপা কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারস্থিত বিন্দুরূপ পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে পারিলেই যোগসিদ্ধ হয়। ষট্‌চক্র ভেদ করিতে না পারিলে যোগ সিদ্ধ হয় না সুতরাং কেহ প্রাণায়াম দ্বারা কেহ বা স্বর সাধন দ্বারা চক্র সকল ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীকে পরমশিবে যোগ করতঃ সিদ্ধি লাভ করেন। কুলকুণ্ডলিনীই বাগ্দেবী, কারণ, বাগুৎপত্তি সময়ে কুণ্ডলিনী হইতে প্রথমতঃ একটী সত্ত্বময়ী শক্তির উৎপত্তি

ইহা ব্যতীত আরও বীভৎস, বীর, শান্তি ও ভক্তি প্রভৃতি রসের উল্লেখ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) বেদ কাহারও কর্ত্তৃক সৃষ্ট কি না এবিষয়ে বিস্তর বাদ ও প্রতিবাদ মৎকৃত আত্মতত্ত্ব দর্শনের ১১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) বিন্দুঃ শিবাত্মকং বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্ম্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥

সারদাতিলকম্।

বিন্দু-পরমশিবস্বরূপ ব্রহ্মজ্যোতি, বীজ-শক্তিস্বরূপা প্রকৃতি। নাদ—বিন্দু ও বীজ রূপ শিবশক্তির সমবায় অর্থাৎ সংমিলন দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হইবার কারণ উপস্থিত হয়, ইহা সর্ব্বপ্রকার আগমশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

হয়, সেই শক্তি রজোগুণে অনুবিদ্ধা হইলেই "ধ্বনি" শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, পরে ধ্বনি তমোগুণে অনুবিদ্ধ হইলেই "নাদ" রূপে পরিণত হয়। ঐ নাদ তমোগুণান্বিত হইলেই "নিরোধিকা" নামে অভিহিত হয়, পরে উহাতে রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাচুর্য্য হইলেই "অর্দ্ধেন্দু" নামে উক্ত হয়। এই অর্দ্ধেন্দুর পরিণামে "বিন্দুর" উৎপত্তি হয়। ঐ বিন্দু মূলাধারে পরিপুষ্ট হইলে "পরা" লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানে উত্থিত হইলে "পশ্যন্তী" হৃদিস্থানে অনাহত চক্রে উত্থিত হইলে "মধ্যমা" এবং কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধচক্রে উত্থিত হইলেই "বৈখরী" নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই বৈখরী হইতে আবার কণ্ঠতালু দন্ত ওষ্ঠ মূর্দ্ধা ও জিহ্বার সাহায্যে বিবিধপ্রকার বর্ণময় বাক্যের উৎপত্তি হয়। এই বাক্যগুলি বিশুদ্ধচক্র স্থিত স্বরসংযোগে গীত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধচক্রই সপ্তস্বরের আধার যথা—

"তত্র প্রণব উদ্‌গীথ হুং ফড়্‌ বষড়থ স্বধা।
স্বাহা নমোঽমৃতং সপ্তস্বরা৹ ষড়্‌জাদয়ো মতাঃ॥"

হংসোপনিষৎদীপিকা।

অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রের ষোড়শদলের এক একটী দল ক্রমে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, এই সপ্তস্বর ও প্রণব, হুঁ, ফট্‌, উদগীথ, বষট, স্বধা, স্বাহা, নমঃ ও অমৃত সমুদায় এই ষোড়শপ্রকার পদার্থ বিদ্যমান আছে।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে সংগীত যোগসাধনের অন্তর্গত বিষয়, দেবাদিদেব মহাদেব সর্ব্বপ্রথমে এই যোগের সাধন করিয়াছিলেন। পৃথিবী সৃষ্টিকালে আদ্যাশক্তি পরা প্রকৃতির আদেশে দেবাদিদেব মহাদেব শিঙ্গাডমরু বাজাইয়া নৃত্য গীত করিয়া বিষ্ণুকে দ্রব করিয়াছিলেন। ঐ সময় মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচ রাগ এবং পার্ব্বতীর মুখ হইতে এক রাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপরে পিতামহ ব্রহ্মা ঐ ছয়টী রাগ ছয় ঋতুর অনুগামী করিয়া অর্থাৎ বসন্তে—বসন্ত, গ্রীষ্মে—পঞ্চম মতান্তরে দীপক, বর্ষায়-মেঘ, হেমন্তে-শ্রী মতান্তরে মালকোশ, শরতে-ভৈরব ও মতান্তরে হিন্দোল শিশিরে-নটনারায়ণ রাগের আলাপ করিবার ব্যবস্থা করিলেন, পরে প্রত্যেক রাগের ছয় ছয়টী ভার্য্যার সংগঠন করত সংগীতের অধ্যাপনা করিয়া ভরত নারদ রম্ভা হুহু ও তুম্বুরুকে সংগীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভরত নারদ [illegible] সংগীত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন এবং ভরত উক্ত রাগিণীগণের

পুত্র ও পুত্রবধূরূপে আটচল্লিশটী উপরাগ—রাগিণীর সৃষ্টি করেন। হূহূ এবং তুম্বুরু গন্ধর্ব্বদ্বয় কণ্ঠে এবং যন্ত্রে ক্রিয়াসিদ্ধাংশ শিক্ষা দিতেন। রম্ভা স্বর্গ-নর্ত্তকী হইয়া নৃত্যাদি শিক্ষা দিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব-গণ ও পরিশেষে মানবগণও সংগীতের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। নারদ বীণা বাজাইয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে গান করিয়া লোক সকলকে মোহিত করিয়া বেড়াইতেন। গন্ধর্ব্বগণ এই বিদ্যার বহুল চর্চ্চা করিয়াছিলেন বলিয়া সংগীত অদ্যাপি গান্ধর্ব্ববিদ্যা বলিয়া উল্লিখিত হয়। মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি স্বর্গবিদ্যাধরীরা উৎকৃষ্টা নর্ত্তকী বলিয়া খ্যাত হইয়াগিয়াছেন এবং ইহারা মুনি ও ঋষিদিগের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইতেন। কম্বল ও অশ্বতর নামক নাগদ্বয় কুবলয়াশ্বের পত্নী মৃত মদালসাকে সংগীত দ্বারা জীবিত করিয়াছিলেন। পিঙ্গলনামা সর্প সংগীত দ্বারা গরুড়ের হাত হইতে আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধে ভগবতীকে জয় করিবার জন্য দামামা ভেরী বেণু বীণা ইত্যাদি বাজাইয়া যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা করিয়াছেন। সত্যযুগে এইরূপ বহুল সংগীত [illegible] প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রেতাতে রামরাবণের যুদ্ধ বর্ণনাতে ও শ্রীরামচন্দ্রের সভায় লবকুশের রামায়ণ গানে সংগীত চর্চ্চার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে সমস্ত বৃন্দাবন ক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল এবং রাসলীলাকালে ষোড়শ সহস্র গোপিনীরা প্রত্যেকে এক একটী রাগ বা রাগিণীর সৃষ্টি করেন। এইরূপে অসংখ্য রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাণ শাস্ত্রে চতুঃপঞ্চাশৎ কোটি রাগ রাগিণীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন একজন অত্যুৎকৃষ্ট নর্ত্তক ও গায়ক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, পাণ্ডবেরা যখন বিরাট রাজ্যে এক [illegible]বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করেন তখন অর্জ্জুন বৃহন্নলারূপে বিরাটরাজের [illegible]গীত বিদ্যালয়ের একজন প্রধানতম অধ্যাপক ছিলেন। তৎপরে [illegible] প্রস্থে যুধিষ্ঠির রাজা হইলে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরাও গান বাদ্য ও নৃত্য করিয়া [illegible]ইত। কলিতে জলপ্লাবনের বহুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ ২০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে [illegible]মর প্রপৌত্র জুবাল হার্পের সৃষ্টি করেন এবং তাহা বাজাইয়া উপাসনা [illegible] এবং অন্যান্য মঙ্গলকার্য্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তৎপরে [illegible] ইউরোপের মধ্যে অতি প্রাচীন, তৎকালে মিনিষ্ট্রেল অন্ধ হোমার হা[illegible]ইয়া গ্রীকদিগকে ১১৮৩ পূঃ খৃঃ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। কেহ

হ বলেন যে নীল নদ প্লাবিত হইলে অনেক মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে ক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সেই সময় মারকিউরী নামক দেবতা একটী ক কূর্ম্মপৃষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যগত শুষ্ক শিরাগুলি বাজাইয়া গান করিয়াছিলেন বং তাহা হইতে তিনি লায়র নামক বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি করেন। পরে তাহা ইতে হার্পের সৃষ্টি হয়।

১৩০০ পূঃ খৃঃঅব্দে প্রাচীন ইহুদীয়েরা যখন মুসার অধীনে মিশর হইতে ায়ন করে তখন গান করিতে করিতে গিয়াছিল।

৩৩০ পূঃ খৃঃ অব্দে পারস্য জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট স্রিপলীসে সস্ত্রীক হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলে মহাসমারোহে গান দ্য ও নৃত্য হইয়াছিল।

২১৪ পূঃ খৃঃঅব্দে পিউনীক যুদ্ধে হানিবল আশিটী হস্তী লইয়া রোমরাজ্য ক্রমণ করিলে রোমকেরা গানবাদ্য ও ভেরী বাজাইয়া হস্তীদিগকে ভয় র্শনপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিয়াছিল।

৫০ পূঃ খৃঃঅব্দে ক্লিওপেট্রার সময়ে মিশরে সংগীতের বহুল চর্চ্চা হইয়াছিল।

৭২৬ খৃঃঅব্দে কালিফ ওমারের সভায় একজন পারসীক গায়ক গীত ইয়া চারি জন বন্দীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

৮৩৬ খৃঃঅব্দে কালিফ হারুণ অলরসীদ নৃপতি সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি রয়াছিলেন।

১০১৭ খৃঃঅব্দে গিজনীর পাতসাহ মাহমুদ্ সাহার কনোজ আক্রমণ কালে ায় ৬০০০০ গায়ক বংশের বাস ছিল এবং গানবিদ্যা তাহাদিগের ব্যবসা ল। ঐ সময়ে সোমনাথ তীর্থে মহাদেবের তুষ্টিসাধন জন্য ২০০ শত সরকারী য়ক সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত।

১৩০০ খৃঃঅব্দে ভারতবর্ষে আলাউদ্দীন পাতসাহের রাজত্বকালে নায়ক াপাল পাষাণ দ্রব করিয়াছিল। বৈজুবাওরা অনেক বন্য মৃগদিগকে কালয়ে আনয়ন করিয়াছিল।

১৩৯৮ খৃঃঅব্দে তৈমুর যখন ভারতে মনুষ্যমুণ্ড কাটিয়া পর্ব্বতাকার রিয়াছিল তখন দৌলত নামক এক ব্যক্তি গান করিয়া ঐ ভীষণকা বৃত্তি করিয়াছিলেন।

১৫০০ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীযুৎ চৈতন্যদেব সঙ্গীত সাহায্যে কীর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা দেশকে উন্মত্ত করিয়াছি

১৫৫৬ খৃঃব্দে আকবর পাতসাহের রাজত্বকালে রাজা বাজবাহাদূর ও মিয়া তানসেন দীপক রাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল। গায়িকা রূপবতী ও তানসেন-কন্যা সরস্বতী মেঘরাগে বৃষ্টি করাইয়াছিল।

১৭৫৬ খৃঃব্দে যখন বাঙ্গালার নবাব সিরাজদ্দৌলা বয়স্যগণ পরিবৃত্ত হইয়া গান করিতেন তখন উদ্যান পার্শ্বে দুইটী গণ্ডার আসিয়া গান শুনিত দুর্বৃত্ত সিরাজ ঐ গণ্ডারদ্বয়কে গুলি করিয়া মারিয়াছিল।

ফরাসী বিপ্লবের সময় মার্সেলিস্ হিম্ নামক গীত শ্রবণ করিয়া সকলে যুদ্ধার্থ তরবারি ধারণ করিয়াছিল।

ডেনমার্কের নৃপতি চতুর্থ হেনেরী সংগীত শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া তিন চারি ব্যক্তির প্রাণসংহার করিয়াছিলেন।

ফ্রান্সরাজ্যে এক ব্যক্তি বীণাবাদ্য শ্রবণ করিয়া উন্মাদ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল।

এই সকল ঘটনাবলীতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সকলদেশেই সংগীত চর্চ্চা চি কালই আছে। যখনই যে স্থলে দৈব কার্য্য, রাজকার্য্য, সাধারণ কার্য্য, সাম জিক কার্য্য কি কোনরূপ গার্হস্থ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় তখনই সঙ্গীতে প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়, কেননা চিত্ত বৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে মোহিত করিতে, আকর্ষণ করিতে ও উৎফুল্ল করিতে সঙ্গীতের মত ক্ষমত কাহাতেও নাই। দৈবকার্য্য অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ ও দেব দেবীর পূজোপলক্ষে সমারোহ কাণ্ড উপস্থিত হয় তাহাতে নৃত্য গীত ও বাদ্য না থাকিলে কাহার উল্লাস হয় না। রাজকার্য্য অর্থাৎ কোনরূপ রাজাজ্ঞা ঘোষণা করিতে হইলে কোনরূপ মহাসভা আহ্বান করিতে হইলে, শত্রু বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করি হইলে সংগীতের সাহায্য ব্যতীত কখনই সম্পন্ন হয় না কারণ, রণক্ষেত্রে অ গজ রথ ও পদাতিদিগের সঞ্চালন শব্দ, মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি ও অস্ত্রাদিনিক্ষেপে অশনিপাত সম শব্দ, সৈনিকবর্গের কোলাহল শব্দ, ও রণশায়ী যোদ্ধৃগণে ভীষণ আর্ত্তনাদ শব্দ যখন একত্রিত হইয়া মৃত্যুকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলে তখ সংগীতই যোদ্ধাদিগের অন্তঃকরণে বীররস সেচন করিতে থাকে। তাহা না হইলে কাহার সাধ্য সেই ভীষণ স্থলে ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে? বা তিষ্ঠিয়া কার্য করিতে পারে? অর্থাৎ পারে না। সামাজিক কার্য্য ও গার্হস্থ কার্য্যও ঐরূপ অর্থাৎ অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হরিসভা, হরিনাম সংকীর্ত্তন, কথক ও রামায়ণাদি গান সংগীত ব্যতীত কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কা

সংগীত যেরূপ চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে শুষ্ক বক্তৃতায় কখনই সেরূপ পারে না। এমত যে খলজাতি সর্প, সেও মধুর ধ্বনি শ্রবণে নিস্তব্ধ হইয়া থাকে এজন্য সাপুড়ীয়ারা তুবড়ী নামক বেণুযন্ত্র বাজাইয়া দর্শকদিগকে সর্পক্রীড়া ও নানা প্রকার সর্পকৌতুক প্রদর্শন করায়। সংগীতের এরূপ বলবতী মোহিনী শক্তি আছে যে, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়; যথা—প্রান্তর মধ্যে বেণুস্বর শ্রবণ করিলে ভূচর ও খেচর জন্তুগণ স্বরাভিমুখে ধাবিত হয় একারণ ব্যাধগণ বনমধ্যে জাল পাতিয়া শশক মৃগ ও পক্ষী সকল ধরিবার জন্য অদ্যাপি সুমধুর বংশীধ্বনি করিয়া থাকে। এরূপ শুনা যায় যে, আরব দেশীয় বণিকেরা আফ্রীকার প্রশস্ত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া, পণ্যদ্রব্য সমভিব্যাহারে দেশান্তর গমনাগমন কালে পণ্যভারবাহী উষ্ট্র সকলকে ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একপ্রকার সুস্বর গান করিয়া থাকে। এরূপ একটী প্রবাদ আছে যে, বেহাগ রাগিণীর সুস্বর শ্রবণে মোহিত হইয়া একটী স্ত্রীলোক মৎস্য কুটিতে কুটিতে আপন ক্রোড়স্থিত শিশু সন্তানকে কুটিয়া ফেলিয়াছিল, এজন্য দিবাভাগে বেহাগ আলাপ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর একটী প্রবাদ আছে যে, বসন্ত রাগ আলাপে শুষ্কতরু মঞ্জরিত হয়, মেঘরাগ আলাপে বারিবর্ষণ হয়, দীপক রাগ আলাপে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, ও মালকৌশরাগে প্রস্তর দ্রব হয় ইত্যাদি বহু বার্ত্তা প্রচলিত আছে।

অন্যান্য দেশাপেক্ষা ভারতবর্ষীয় সংগীতের প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সার উইলিয়ম জোন্স, উইলার্ড এবং মার্কস্ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, ইউরোপীয় সংগীত কণ্ঠসংগীতে অদ্যাপি ভারতবর্ষকে জয় করিতে পারে নাই। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কতিপয় স্ত্রীলোক একজন ভারতবর্ষীয় ভ্রমণকারীর মুখে আমাদিগের খেয়াল চতুরঙ্গ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে ভারতের গানের সহিত ইউরোপীয় গানের তুলনা হয় না। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশীয় সংগীত কেবল বীর রসের এবং অহং নামক একটী মাত্র রাগের ও অহং—খাম্বাজ নামক একটী মিশ্র রাগিণীর অন্তর্গত, কিন্তু ভারতীয় সংগীত ষড়্‌রসের কাহারও মতে নব রসের এবং অসংখ্য রাগ রাগিণীর অন্তর্গত, সুতরাং ভারতীয় সঙ্গীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হইবে কেন?। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সকল যেরূপ নানা মুনির নানা মত, ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রও সেইরূপ নানা মুনির নানা মত, ঐ সকল বিবিধ প্রকার মত মধ্যে চারিটী মত, সর্ব্বপ্রধান যথা—ঈশ্বর মত বা ব্রহ্মার মত, ভরত মত, হনুমন্ত মত এবং কল্লিনাথ মত। এই মত

চতুষ্টয় মধ্যেও ভেদাভেদ আছে, ভরত ও অন্যান্য মতে ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণী, হনুমন্তমতে ৬ রাগ ৩০ রাগিণী মাত্র। কেহ কেহ আবার ঈশ্বর মতকে চারি মতের অন্তর্গত মত না বলিয়া সোমেশ্বর মতকে উক্ত চারিমতের অন্তর্গত বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা ভ্রম সঙ্কুল কারণ, সোমেশ্বর রাগবিবোধ নামক যে সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা পাঠে স্পষ্ট জানা যায় যে, তিনি উক্ত চারি মতের সার সংগ্রহ করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রাগবিবোধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে একজন সংগ্রহকর্ত্তা ব্যতীত আদি গ্রন্থকার ও চারি মতের মধ্যে একটী মতের সংস্থাপক বলা যায় না। ঋষিপ্রণীত মত ভিন্ন অন্যান্য মত অগ্রাহ্য। সোমেশ্বর অত্রি বংশ সম্ভূত ব্রাহ্মণ সন্তান, ইনি ৭০ পূঃ খৃঃব্দে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরাধিপতি মহারাজ রাজপালের সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বিশেষ সঙ্গীত চর্চ্চা ছিল। ইনি সমস্ত সংগীতশাস্ত্র হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া রাগবিবোধ নামে অতি উৎকৃষ্ট সংগীতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান। ইনি ঋষি ছিলেন না সুতরাং তাঁহার নিজের কোন মতও নাই। আদি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রায় সমস্তই লোপ হইয়াছে এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায় সে সমস্তই সংগ্রহ গ্রন্থ। সারঙ্গদেব কৃত—সংগীত রত্নাকর, দামোদর মিশ্র কৃত—সঙ্গীত দর্পণ, সোমেশ্বর কৃত—রাগ বিবোধ, অহবল কৃত—সংগীত পারিজাত, শুভঙ্কর কৃত—সঙ্গীত দামোদর, বীরনারায়ণ কৃত—সঙ্গীত নির্ণয়, হরিভট্ট কৃত—সঙ্গীত অর্ণব, রত্নাবলী ও রাগমালা, পুরুষোত্তম কৃত—সংগীত নারায়ণ, বিশ্ববসু কৃত—রাগার্ণব ও ধ্বনিমঞ্জরী। রাগ সর্ব্বস্ব সার নামে একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ আছে শুনা যায় কিন্তু কাহার কৃত তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। এই সমস্ত গ্রন্থ মধ্যে এক খানিও আদি গ্রন্থ নহে সকলই সংগ্রহ গ্রন্থ। আদি গ্রন্থ মধ্যে ব্যাস প্রণীত—গন্ধর্ব্ব রহস্য, নারদ প্রণীত—পঞ্চম সার সংহিতা, রম্ভা প্রণীত—সঙ্গীত সংহিতা, হূহূ তুম্বুরু প্রণীত হূহূ তুম্বুরু সংহিতা, ভরত কৃত—ভরত সংহিতা, এই সকল গ্রন্থ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য।

আদি সঙ্গীত শাস্ত্রে সঙ্গীতের যেরূপ পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে বর্ত্তমান পদ্ধতির সহিত তাহার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়, কারণ, সংস্কৃত সংগীত শাস্ত্র সম্মত প্রাচীন পদ্ধতি অপ্রচলিত হইয়াগিয়াছে, হেতু এই যে, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ কাল হইতে এদেশে সংগীত চর্চ্চা হীন হইয়া পড়ে, তৎপরে মুসলমানেরা ভারত আক্রমণ করিলে সংগীতের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাৎ—কোরাণ সরিফে সংগীত চর্চ্চা বর্জ্জিত হইয়াছে

একারণ মুসলমানেরা সিরিয়া ও পারস্যের পূর্ব্বতন সঙ্গীত প্রায় সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলে ঐ সময়ে ভারতবর্ষেও ঐরূপ উৎপাতে সংগীত চর্চ্চা এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু সংগীত বিদ্যা সামান্যা নহে এজন্য ইহার মূলচ্ছেদ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ জয় করিয়া মুসলমানেরা ক্রমশঃ আয়েসী হইয়া পড়ে এবং কোরাণ শাস্ত্রের মতে সংগীত চর্চ্চা অতি অপকৃষ্ট ও বর্জ্জনীয় হই-লেও মুসলমান পাতসাহগণ উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ১৪০০ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাঠান বংশীয় দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন পারস্য দেশ হইতে আমীর খসরু নামক এক সংগীতবিৎকে আনাইয়া আপন সভায় তাঁহাকে প্রধান গায়কের পদে নিযুক্ত করেন। ইনিই ভারতবর্ষে প্রথম মুসলমান গায়ক। এই সময়ে দক্ষিণ দেশবাসী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব গোপাল নায়ক নামে এক ব্যক্তি দিগ্বিজয়ী গায়ক ভারতবর্ষের অন্যান্য সমুদায় দেশ জয় করিয়া পরিশেষে দিল্লীর পাতসাহ আলাউদ্দীনের সভায় উপস্থিত হন। উক্ত সভায় আমীর খসরু কৌশল করিয়া নায়ক গোপালকে পরাজয় করেন। নায়ক গোপাল যে সকল রাগ রাগিণী আলাপ করেন আমীর খসরু সেই সকল রাগ রাগিণীর পারস্য ভাষায় এক একটী নাম দিয়া তাহাই আলাপ করিয়া শুনাইয়া দেন এইরূপ নায়ক গোপাল যত রাগ রাগিণীর আলাপ দেখাইয়াছিলেন তৎ-সমস্তই আমীর খসরু পারস্য মতে দেখাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আমীর খসরু অধিকন্তু আরও কয়েকটী রাগিণীর সৃষ্টি করিয়া গাইয়াছিলেন যথা—মহিয়র বা মহির, সাজগিরী, ইয়মন বা ইমন, ওসাক, দেওয়ালী বা ময়াফেক, গণম, জিলফ, ফরগণা, শরফরদা, বাজবীর, ফোরদস্ত, এবং সনম্। এই সকল রাগিণীর সমতুল্য রাগিণী গোপাল নায়ক দেখাইতে পারেন নাই এজন্য তিনি আমীর খসরুর নিকট পরাস্ত হন। কিন্তু বাস্তবিক এই সকল রাগিণী অস্ম-দ্দেশীয় রাগ রাগিণীর ছায়া মাত্র। আমীর খসরু অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি ভারতীয় রাগ রাগিণী লইয়া বারমাসে গান করিবার জন্য বারটী মোকাম অর্থাৎ রাগ এবং চব্বিশটী সুবা অর্থাৎ রাগিণী ও আটচল্লিসটী গুস্যা অর্থাৎ উপরাগ রাগিণী সৃষ্টি করেন। নায়ক গোপাল আমীর খসরুর চতুরালী বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। যদি তিনি একবার বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে আমীর খসরুই পরাজিত হইত। কিন্তু গোপালের দৃঢ় বুদ্ধির অভাবে এই পরাজয় ঘটিয়াছিল। আমীর খসরু যে সকল রাগ রাগিণীর ছায়া অবলম্বন করিয়া গোপালকে পরা-

জয় করিয়াছিলেন তা'হা সমস্তই রাগ-কল্পে দেখাইয়া দিব তাহা হইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। গোপাল নায়ক—গারা, পুরবী, গৌরী, বাসন্তী, টোড়ী, গুণকেলী, ষট্, ও দেশকার প্রভৃতি কতকগুলি রাগ রাগিণী ও ধ্রুপদ গানের সৃষ্টি করিয়া যান তাহাতেই আদি সংগীত হইতে অনেক পার্থক্য হইয়া পড়ে, সেই পার্থক্যের কথা আর এস্থলে উল্লেখ না করিয়া যথা স্থানে তাহা বর্ণিত হইবে। সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তর কথা বলিবার আছে এস্থলে সে সকলের অবতারণা করিতে গেলে মূল গ্রন্থের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে না, এজন্য সে সকল বিষয় বর্ণনা হইতে বিরত হওয়া গেল। এস্থলে কেবল গ্রন্থের উদ্দেশ্য কি? তাহাই বর্ণনা করিয়া পর্য্যাপ্ত করিব।

অস্মদ্দেশে সঙ্গীত শিক্ষার্থিগণের সঙ্গীত বিষয়ে কৌতূহল নিবারণার্থ প্রকৃত উপযোগী গ্রন্থ না থাকাতে আমি প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর বিশেষ অনুসন্ধান, পরিশ্রম, ও অর্থব্যয় করিয়া দেশ বিদেশ হইতে অর্থাৎ—কাশ্মীর, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বেঁওয়া, বেতিয়া, গোয়ালিয়র, বোম্বাই, পুণা, শিবকাঞ্চী, নেপাল, বরদা ও বেনারস প্রভৃতি স্থান সকল হইতে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী গুণিগণের সাহায্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সকল ইতিহাস, উপন্যাস, গীত, ও সঙ্গীত শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা গোপন না রাখিয়া সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করা প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সংগীত-সুধা-সিন্ধু নামে এই বৃহৎ সঙ্গীত গ্রন্থ খণ্ডাকারে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এই সঙ্গীত সুধাসিন্ধু গ্রন্থ ৬টী তরঙ্গে সম্পূর্ণ হইবে। ১ম গীত-তরঙ্গ, ২য় স্বরতরঙ্গ, ৩য় রাগ-তরঙ্গ, ৪র্থ তাল-তরঙ্গ, ৫ম নাচ-তরঙ্গ ও ৬ষ্ঠ প্রকীর্ণ তরঙ্গ। সঙ্গীত শাস্ত্রের ধারানুসারে প্রথমে স্বর তরঙ্গ প্রকাশ করা আবশ্যক, কিন্তু তাহা না করিয়া প্রথমে গীত-তরঙ্গ প্রকাশ করিলাম, হেতু এই যে, বিশেষ পরিশ্রম করিয়া যে সকল গীত উপন্যাস ও ইতিহাসাদি সংগ্রহ করিয়াছি যাহা এ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই তাহা কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া পাছে ব্যর্থ হইয়া যায় এই আশঙ্কায় প্রথমেই গীত-তরঙ্গ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। অন্যান্য তরঙ্গ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। গীত তরঙ্গ অতি বিস্তৃত কারণ, ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত যে কত প্রকার ধরণে প্রচলিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, তথাপি ঐ সকল ধরণ মধ্যে চারি প্রকার ধরণ প্রধান।—হিন্দুস্থানী সংগীত, বাঙ্গালা সংগীত, মহারাষ্ট্রীয় সংগীত, এবং কর্ণাটী সংগীত। এই ধরণ চতুষ্টয় মধ্যে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা সংগীত অতি সুশ্রাব্য। এই গীত-তরঙ্গে হিন্দি ও বাঙ্গালা

ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সে সমস্তই সন্নিবেশিত হইবে এজন্য ইহাকে অংশে বিভক্ত করা হইল। ইহার প্রথমাংশে শ্রীমন্মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া মোগল সম্রাট আকবর সাহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত যাবদীয়, গায়ক, কালওয়াৎ, কাওয়াল, সাধক, সাধিকা, পাতসাহ ও রাজাগণের া, রাগ রাগিণী সম্বলিত ধ্রুপদাদি গীত ও সঙ্গীত রহস্যাদি যতদূর প্রাপ্ত গিয়াছে, তৎসমুদায়ই বর্ণনা করিতে ক্রটী করা হয় নাই। ইহার াংশে পাতসাহ্ জাহাঙ্গীরের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উপরিউক্ত ী মত ধ্রুপদ খ্যাল টপ্পাদি—হিন্দি গীত সম্বন্ধে সকলি যথা ক্রমে বর্ণিত । তৃতীয়াংশে বঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতে নকাল পর্য্যন্ত যাবদীয় ধরণের গীত প্রচলিত হইয়াছে তৎসমুদায়ই ইতিহাস হস্যাদি সহিত ধারাবাহিক বর্ণিত হইবে। গীততরঙ্গ এইরূপে সম্পূর্ণ ব। তৎপরে স্বর-তরঙ্গে—স্বরের উৎপত্তি হইতে উহার প্রয়োগ, বর্ণ, কার ও প্রস্তারাদি সমস্ত বর্ণিত হইবে। তৎপরে রাগ-তরঙ্গে—রাগ াণীগণের চিত্র, উৎপত্তি, জপ, ধ্যান, মন্ত্র, পূজাপদ্ধতি ও সাধনপ্রণালী ত হইবে। তৎপরে তাল-তরঙ্গে—সঙ্গীতের তাল মান, লয়, ছন্দ, গতি ও াদির নিয়ম সকল যথাশাস্ত্র বর্ণিত হইবে। তৎপরে নাচ-তরঙ্গে-অঙ্গ ালন ভঙ্গী, নৃত্যের ধরণ ও হাব ভাবাদি বর্ণিত হইবে। পরিশেষে প্রকীর্ণ ঙ্গ যন্ত্র সংগীতের ঠাট সকল ও যাবদীয় উপদেশ সকলই শাস্ত্র সম্মত বর্ণিত । গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে।

এক্ষণে গীত-তরঙ্গ প্রথমাংশ প্রকাশিত হইল। ইহাতে গন্ধর্ব্ব রহস্য মতে ন্মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য, বৈজু বাওরা ও গোপাল নায়কের সংগীত, তানসেনের দীপক রাগ আলাপে অগ্নি প্রজ্জ্বলন হওয়া, স্বর্গারোহণ কালে তানসেনের হস্ত উত্তোলন ও অন্যান্য ঘটনাবলী যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত াছে এবং বৈজুবাওরা, গোপাল নায়ক, নায়ক ধুন্দী, নায়ক ধীরজ, নায়ক, আমীর খস্রু, কৃষ্ণজীবন, লচ্চীরাম, হরিদাস স্বামী, আনন্দঘন, প্রসাদ মী, চীরঞ্জীবাদি নায়কগণ কৃত গীত এবং মহারাজ মানসিংহ, মহারাজ বাজ হাদুর, খোদাবক্স, মসনদ্ আলী, তানসেন, বাবারাম দাস, সুরদাস, জ্ঞানখাঁ, দরিয়া খাঁ, মাহমুদ খাঁ ও খাণ্ডেরাও এই নবরত্ন কৃত গীত এবং সাধক সুখদা জ্ঞানদাস, মাধোদাস, জানকী দাস, দামোদর দাস, বিঠল দাস, চতুর্ভুজ দা কবীর দাস, প্রেমরঙ্গ, কৃষ্ণরঙ্গ, তানতরঙ্গ, রৈণকরণ, আশকরণ, বংশীধ

জীবন গিরিধর, শ্যামরায় ও মদন রায় প্রভৃতি সাধকগণ কৃত গীত, এবং মহারাণী রূপমতী, মৃগনয়নী, ও মীরাবাই কৃত গীত এবং রাজিয়া রূপবতী ও সরস্বতী কৃত গীত এবং কালওয়াৎ শরৎসেন, সুরতসেন, তরঙ্গসেন, করীমসেন, রাহীমসেন, বিলাস খাঁ ও মহম্মদ গওস প্রভৃতি কালওয়াৎগণ কৃত গীত সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে আর ইহাঁদিগের জীবন বৃত্তান্ত ও অন্যান্য সংগীত সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী সমস্তই যথারীতি বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে পাঠকগণ উহা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলেই আমার শ্রম করা সার্থক বিবেচনা করিব, অধিক বিস্তারেণালম্।

১লা বৈশাখ
১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

শ্রীনীলমণি দেবশর্ম্মা।

সঙ্গীত-সুধা-সিন্ধু।

গীততরঙ্গ-প্রথমাংশ।

ওঁ নমো গণেশায়।

প্রথম লহরী পরিভাষা।

পূর্ণং চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ।
ইদন্তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥

সঙ্গীতসংহিতা।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা চারি বেদের অর্থাৎ ঋক যজু সাম ও অথর্ব্ব বেদের সম্পূর্ণ। সঙ্কলন পূর্ব্বক এই সঙ্গীত নামধেয় পঞ্চমবেদ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামিদমেবৈকসাধনং।
নাদবিদ্যা পরা লব্ধা সরস্বত্যাঃ প্রসাদতঃ॥

সঙ্গীতসংহিতা।

বাগ্‌দেবী সরস্বতীর প্রসাদে এই ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের অদ্বিতীয় সাধনপ এই অসামান্য নাদবিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সুখিনি সুখনিধানং দুঃখিতানাং বিনোদঃ
শ্রবণহৃদয়হারী মন্মথস্যাগ্রদূতঃ।
অতিচতুরসুগম্যো বল্লভঃ কামিনীনাং
জয়তি জয়তি নাদঃ পঞ্চমস্চোপবেদঃ॥

সংগীতভাষ্য।

সুখিগণের সুখের আস্পদ স্বরূপ এবং দুঃখিগণের দুঃখ নিবারণ স্বরূপ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ও মনের পরিতুষ্টিকর স্বরূপ, কন্দর্পের অগ্রবর্ত্তী প্রধান দূত স্বরূপ,

ত্রিবর্গফলদাঃ সর্ব্বে দানযজ্ঞজপাদয়ঃ।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥

সঙ্গীতশাস্ত্রং।

দান যজ্ঞ ও জপাদি কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ফল লাভ হইতে পারে কিন্তু একমাত্র সঙ্গীত সাধন দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে।

শ্রুতিস্মৃত্যাদিসাহিত্যনানাশাস্ত্রবিদোঽপিচ।
সঙ্গীতং যে ন জানন্তি তে দ্বিপাদাঃ মৃগাঃ স্মৃতাঃ॥

সঙ্গীতরত্নাকর।

শ্রুতি স্মৃতি ও সাহিত্যাদি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও যদি সঙ্গীত শাস্ত্রে বুৎপত্তি না থাকে তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তিকে দ্বিপদ পশু কহা যায়।

সঙ্গীতসাহিত্যরসানভিজ্ঞঃ,
খ্যাতঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ।
চরত্যসৌ কিং তৃণমত্তি নো বা,
পরং পশূনামুপবাসহেতোঃ॥

সঙ্গীত মহদধৌ।

সঙ্গীত ও কাব্য রসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে লাঙ্গুল ও শৃঙ্গ হীন পশু কহা যায় পরন্তু তাহারা অন্যান্য পশ্বাদির ন্যায় তৃণাদি ভক্ষণ না করিয়া বিচরণ করিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে অন্যান্য পশুদিগকে উপবাসী থাকিতে হয়। অর্থাৎ তৃণাদিতে কুলান হয় না।

সুচতুর লোকদিগের সাধ্যায়ত্ত স্বরূপ এবং ললনাগণের অতি প্রিয়তম এই নাদ রূপ পঞ্চম উপবেদ জয়যুক্ত হউক।

হর্ষাদি সুখদোধর্ম্মো ধনংকামোনৃপাদিতঃ।
নিষ্কামং তদনুষ্ঠানং মোক্ষস্তস্মাত্তদভ্যসেৎ॥

সঙ্গীত দ্বারা জনগণের আনন্দ ও সুখোৎপাদন জন্য ধর্ম্মলাভ হয়, নৃপতিগণ হইতে অর্থ লাভ হয় এবং অর্থ হইতে কামনা পূর্ণ হয়। আর নিষ্কামভাবে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান. হইতে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। অতএব সঙ্গীত অভ্যাস করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সংগীতকেন রম্যেণ সুখং যস্য ন চেতসি।
মনুষ্যবৃষভো লোকে বিধিনৈব স বঞ্চিতঃ ॥

সঙ্গীত শাস্ত্রং।

রমণীয় সঙ্গীতদ্বারা যাহার চিত্তরঞ্জন না হয় সে মনুষ্যজাত হইলেও তাহাকে বৃষ অর্থাৎ ষাঁড় কহে। সে বিধি কর্ত্তৃক ঐ রসে বঞ্চিত হইয়াছে।

সঙ্গীত লক্ষণং।

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।
গীতবাদ্যোভয়ং যত্র সঙ্গীতমিতি কেচন ॥

গান্ধর্ব্ববেদ।

গীত বাদ্য ও নৃত্য একত্র এই তিনটীকে সঙ্গীত কহা যায়। কেহ কেহ গীত ও বাদ্যকেই সঙ্গীত বলিয়া থাকেন।

গীতবাদিত্রনৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।
গানস্যাত্র প্রধানত্বাৎ তৎ সঙ্গীতমিতীরিতম্ ॥

সঙ্গীতপারিজাত।

গীত বাদ্য ও নৃত্য এই ত্রিতয়কেই সঙ্গীত কহা যায়। কিন্তু গীতের ধান্য হেতু কেবল গীতকেই সঙ্গীত বলিয়া থাকে।

গীতং বাদ্যং ত্রয়ং নৃত্যং নাট্যং তৌর্য্যত্রিকঞ্চ তৎ।
সঙ্গীতং প্রেক্ষণার্থেহস্মিন্ শাস্ত্রোক্তনাট্যধর্ম্মিকা ॥

হেমচন্দ্র।

গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিন প্রকার কার্য্যকে একত্র নাট্য বা তৌর্য্যত্রিক ।। পরন্তু সঙ্গীত, উক্ত ত্রিবিধ নাট্যের প্রধান অঙ্গ বলিয়া দৃশ্য বিষয়ে র্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নৃত্য বিষয়েও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ রাগবিদ্যাবিশারদঃ।
মূর্চ্ছনাশ্রুতিসম্পন্নঃ মোক্ষমার্গঞ্চ গচ্ছতি ॥

বীণাবাদনে সমর্থ, রাগ বিদ্যায় নিপুণ এবং মূর্চ্ছনা ও শ্রুতি সম্পন্ন ্যক্তিই মোক্ষপথে গমন করিয়া থাকেন।

গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং তৌর্য্যত্রিকমিদং মতং।
তূর্য্যশব্দো মৃদঙ্গে স্যাৎ মুরজেঽপি চ দৃশ্যতে॥

সঙ্গীত দামোদর।

গীত বাদ্য ও নৃত্যকে তৌর্য্যত্রিক বলা যায়। তূর্য্য শব্দে মৃদঙ্গ ও মুরজ অর্থাৎ পাখওয়াজ। সুতরাং মৃদঙ্গ বা পাখাওয়াজের সঙ্গতের সহিত নৃত্য গীতকে তৌর্য্যত্রিক বলা যায়।

গীতং।

ধাতুমাতুসমাযুক্তং গীতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তত্র নাদাত্মকো ধাতুর্মাতুরক্ষরসঞ্চয়ঃ॥

সঙ্গীত শাস্ত্রং।

জীবের কণ্ঠ নির্গত ধ্বনির নাম ধাতু অর্থাৎ জীবের স্বরকে ধাতু বলে। আর অ আ কখাদিবর্ণ যোগে বাণী উচ্চারণ করার নাম মাতু। এই ধাতু-স্বর ও মাতু-বর্ণ অর্থাৎ স্বর ও বর্ণ একত্র ছন্দে বন্ধে কণ্ঠ হইতে নির্গত করার নাম গীত। এবং কণ্ঠ স্বর সংযোগে বর্ণোচ্চারণ পূর্ব্বক লয় ও রাগ প্রদর্শন করার নামও গীত।

কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিৎ গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ॥
সর্ব্বেষামেব পুণ্যানামস্তি সংখ্যা যশস্বিনী।
ক্রমাচ্চ গীয়তে যেন তস্য সংখ্যা ন বিদ্যতে॥

বিষ্ণুপুরাণ।

এই ভূমণ্ডলে কাব্যালাপ ও সঙ্গীত এই সমুদায়ই শব্দব্রহ্মরূপ বিষ্ণুর অংশ, তন্মধ্যে এই ভূমণ্ডলে কাব্যালাপ জন্য সমুদায় যশ ও পুণ্যের সীমা আছে, কিন্তু যথারীতি সঙ্গীত সাধনজনিত যশ ও পুণ্যের সীমা নাই।

বাদ্যং।

বাদয়ন্তি ধ্বনয়ন্তি যৎ—

. ততং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকং।
বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্য তালাদিকং ঘনং॥

অমরকোষ।

যন্ত্রাদি দ্বারা ধ্বনি নিঃসারণ পূর্ব্বক লয়াদি প্রদর্শন করাকে বাদ্য বলে। বীণাদি যন্ত্র বাদন শব্দের নাম-তত, মুরজাদি বাদন শব্দের নাম-আনদ্ধ, বংশী প্রভৃতি ধ্বনির নাম-শুষির, কাঁসর করতাল ও মন্দীরাদির বাদ্য ধ্বনির নাম ঘন।

নৃত্যং।

তালমানরসাশ্রয়সবিলাসাঙ্গবিক্ষেপঃ।

মেদিনীকোষ।

তাল, মান, রস, হাব, ভাব ও লয় সহযোগে সবিলাস অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক • ভঙ্গী করার নাম নৃত্য।

দেবরুচ্যা প্রতীতো যস্তালমানরসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসোঽঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

সংগীত শাস্ত্রং।

যাহা দেবতাদিগের প্রীতিকর এবং তাল মান ও রসের আশ্রয়, এরূপ বিলাসযুক্ত অঙ্গভঙ্গী করিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করাকে পণ্ডিতগণ নৃত্য কহেন।

ন ঘৃতে তাদৃশী প্রীতির্নক্ষীরে ন চ গুগ্‌গুলে।
যাদৃশী চৈব গান্ধর্ব্বে মম প্রীতির্ব্বরাননে॥

শিবসঙ্গীত।

হে বরাননে! গান্ধর্ব্ববিদ্যায় তৌর্য্যত্রিকে আমার যেরূপ প্রীতি হয়, সেরূপ প্রীতি ঘৃতে দুগ্ধে বা গুগ্‌গুল্ প্রভৃতিতে হয় না।

গেয়াদুত্তিষ্ঠতে বাদ্যং বাদ্যাদুত্তিষ্ঠতে লয়ঃ।
লয়তালসমারব্ধং ততো নৃত্যং প্রবর্ত্ততে ॥

সঙ্গীত দামোদর।

গান হইতে বাদ্যের উত্থান, বাদ্য হইতে লয়ের উত্থান, লয় হইতে তালের উত্থান এবং তাল হইতেই নৃত্য প্রকাশিত হয়।

গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।
মার্গ-দেশী-বিভাগেন সঙ্গীতং দ্বিবিধং মতম্ ॥ ৩ ॥

সঙ্গীত দর্পণ।

গীত বাদ্য ও নৃত্য এই কার্য্য ত্রয়কে সঙ্গীত কহা যায়। এই সঙ্গীত মার্গ ও দেশী ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে।

গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রিভিঃ সঙ্গীত মুচ্যতে।
তালবাদ্যানুগং গীতং নটীভির্যত্র গীয়তে।
নৃত্যস্যানুগতং রঙ্গে তৎ সঙ্গীতকমুচ্যতে ॥

সঙ্গীত দামোদর।

গীত বাদ্য ও নৃত্যকে অর্থাৎ এই তিন প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান একত্র হইলে তাহাকে সঙ্গীত বলা যায়, যেরূপ নটী-নর্ত্তকীগণ রঙ্গক্ষেত্রে তাল ও বাদ্যানুযায়ী লয়যুক্ত নৃত্য ও গীত করিয়া থাকে সেইরূপ।

গীত বাদ্য ও নৃত্য একত্র তৌর্য্যত্রিক শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ তিন প্রকার কার্য্য প্রণালী দুই ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার ঔপপত্তিক এবং অপর প্রকার ক্রিয়াসিদ্ধ। সঙ্গীতের নিয়মাদিকে ঔপপত্তিক বলে এবং সঙ্গীত সাধনকে ক্রিয়াসিদ্ধ বলে।

দৃশ্য ও শ্রাব্য ভেদে ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীত দুই প্রকার। গীত বাদ্যাদিকে শ্রাব্য এবং নৃত্যাদিকে দৃশ্য সংগীত বলা যায়।

সঙ্গীতং দ্বিবিধং।

মার্গদেশীয়ভেদেন দ্বেধা সঙ্গীতমুচ্যতে।
বেধা মার্গস্য সঙ্গীতং ভরতায়াব্রবীৎ স্বয়ম্॥ ২১॥

সঙ্গীত পারিজাত।

মার্গ ও দেশী ভেদে সঙ্গীত দ্বিবিধ। স্বয়ং ব্রহ্মা ভরত মুনিকে মার্গ সঙ্গীত কহিয়াছিলেন।

মার্গ সংগীত।

ব্রহ্মণোঽধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতং মার্গসংজ্ঞিতং।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্॥ ২২॥

সঙ্গীত পারিজাত।

ভরত ব্রহ্মার নিকট মার্গ নামক সঙ্গীত অধ্যয়ন করিয়া মহাদেবের সমীপে অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

মার্গ-দেশী-বিভাগেন সংগীতং দ্বিবিধং মতং।
স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতলরঞ্জকং॥
নারায়ণেন যৎ সৃষ্টং প্রযুক্তং দ্রুহিণেন চ।
মহাদেবস্য পুরত স্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদং॥
তত্তদ্দেশীয় যা রীত্যা যৎ স্যাল্লোকানুরঞ্জকং।
গীতবাদিত্রনৃত্যানাং ব্যক্তি সাধারণো গুণঃ॥

সঙ্গীত ভাষ্য।

মার্গ ও দেশী ভেদে সঙ্গীত দুই প্রকার। স্বর্গে মার্গ সঙ্গীত ও পৃথিবীতে দেশী সঙ্গীত মন মুগ্ধকর হয়। যে সঙ্গীত নারায়ণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মহাদেব সম্মুখে অভিনীত হইয়াছিল তাহার নাম মার্গ সঙ্গীত। আর দেশ বিশেষের রীতি অনুযায়ী যে গীত বাদ্য ও নৃত্য সর্ব্ব সাধারণের মনমুগ্ধ কর তাহাই দেশী সঙ্গীত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

যদুক্তং দ্রুহিণেনৈব স মার্গ ইতি প্রোচ্যতে।
দেশে দেশে তু সংগীতং তদ্দেশীয়ং বিধীয়তে ॥

নারদ সংহিতা।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে সঙ্গীত উক্ত হইয়াছে তাহার নাম মার্গ সঙ্গীত এবং দেশে দেশে যে সঙ্গীত প্রচলিত হইয়াছে তাহার নাম দেশীয় সঙ্গীত।

দেশী সঙ্গীত।

তত্র দেশস্থয়া রীত্যা যৎস্যাল্লোকানুরঞ্জনম্।
দেশে দেশে তু সঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে ॥ ৫ ॥

সঙ্গীত দর্পণ।

দেশ প্রদেশের রীতি অনুসারে যে সঙ্গীত জনগণের মন মুগ্ধকর তাহাই দেশী বলিয়া প্রচলিত।

দ্রুহিণেন যদন্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতে ন চ।
মহাদেবস্য পুরত-স্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্ ॥ ৪ ॥

সঙ্গীত দর্পণ।

যে সঙ্গীত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ভরত মুনি কর্ত্তৃক মহাদেবের সম্মুখে অভিনীত, তাহার নাম মার্গসঙ্গীত।

যো মার্গিতো বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ।
দেবস্য পুরতঃ শম্ভোর্নিয়তোঽভ্যুদয় প্রদঃ ॥ ২২ ॥

সঙ্গীত রত্নাকর।

যে সঙ্গীত বিরিঞ্চি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ভরত কর্ত্তৃক মহাদেবের অগ্রে অভিনীত এবং নিয়ত মঙ্গলপ্রদ, তাহার নাম মার্গসঙ্গীত।

দ্রুহিণেন যদন্বিষ্টং প্রযুক্তং নারদেন চ।
কল্লীনাথস্য পুরত-স্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদং ॥

সংগীত ভাষ্য।

যে সঙ্গীত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও নারদ কর্ত্তৃক কল্লীনাথ সমীপে অভিনীত তাহাই মুক্তিপ্রদ মার্গসঙ্গীত।

দ্বিতীয় লহরী ঔপপত্তিক বিবরণ।

সঙ্গীতোৎপত্তি।

সংসারদুঃখদগ্ধানামুত্তমানামনুগ্রহাৎ।

প্রভুণা শঙ্করেণাত্র গীতবাদ্যং প্রকাশিতং॥

সঙ্গীতদামোদর।

সংসারদুঃখে দগ্ধ ব্যক্তিগণের শান্তির জন্য এবং সুখী ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ জন্য দেবাদিদেব মহাদেব এই সঙ্গীত অর্থাৎ গীতবাদ্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাদেব কর্ত্তৃক যেরূপে সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছিল সেই কৌশলের নাম শিবতাণ্ডব। শিবতাণ্ডব অর্থে মহাদেবের নৃত্য। কোন সময়ে মহাদেব ডমরু বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে পঞ্চমুখে গান করিয়াছিলেন। সেই গান এবং নাচের নাম শিবতাণ্ডব (১)। শিবতাণ্ডবের হেতু এই যে, একদা কৈলাস শিখরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয় মিলিত হইয়া

---

(১) শিবতাণ্ডব।

একদিন ব্রহ্মলোকে দেবসভা হইল।
মহারুদ্র ঈশ্বরের গুণ গান কইল॥
বাজায়ে পিনাকযন্ত্র নাচয়ে বেতাল।
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী তাল দেই তাল॥
মহেশের গানে মগ্ন হৈল দেবগণ।
বিষ্ণু হইলেন দ্রব তথির কারণ॥
হেন মতে গানবিদ্যা প্রকাশ পাইল।
কলিযুগে নরলোকে অনেকে শিখিল॥

বাঙ্গালা সংগীততরঙ্গ।

সৃষ্টি বিষয়িণী কল্পনা করিতেছেন, এমত সময়ে সহসা আদ্যাশক্তি পরাপ্রকৃতি সেই স্থানে আবির্ভূতা হইলেন। দেবতারা সকলেই তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মহাদেব তাঁহার বিস্তর স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। তখন পরা প্রকৃতি মেঘগর্জ্জন-সম গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

যদি বাঞ্ছসি মাং দেব পরাং ত্রিদশদুর্ল্লভাং।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং কুরু তাণ্ডবনর্ত্তনং॥

গন্ধর্ব্বরহস্য।

হে দেব! আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সমস্ত দেবগণেরও দুর্ল্লভা। যদি তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সমস্ত দেবতাদিগের সমক্ষে তাণ্ডব-নৃত্য অর্থাৎ উদ্ধতভাবে নৃত্য কর।

জাবালিরুবাচ।

শ্রুত্বা পরামুখাম্ভোজাদ্বচনং রোমহর্ষণম্।
নৃত্যং চকার দেব্যগ্রে শিবঃ পরমতাণ্ডবম্॥

গন্ধর্ব্বরহস্য।

পরা প্রকৃতির মুখপদ্ম হইতে এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব সেই দেবীর সম্মুখে অতি উদ্ধতভাবে উৎকৃষ্ট নৃত্যের অভিনয় করিয়াছিলেন। সেই নৃত্য তাণ্ডবনৃত্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

ডমরুং বাদয়ামাস ষড্রাগমধুরান্বিতং।
ষট্‌ত্রিংশদ্রাগিণীসার্দ্ধং চতুঃষষ্টিকলাযুতং॥

গন্ধর্ব্বরহস্য।

মহাদেবের সুমধুর ডমরুধ্বনি হইতে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ও চতুঃষষ্টি কলা (২) অর্থাৎ বিদ্যা আবির্ভূতা হইয়াছিল।

---

(২) চতুঃষষ্টিকলা।

যথা গীতং, বাদ্যং, নৃত্যং, নাট্যং, আলেখ্যং, বিশেষকচ্ছেদ্যং, তণ্ডুল-কুসুমবলিবিকারাঃ, পুষ্পাস্তরণং, দশনবসনাঙ্গরাগাঃ, মণিভূমিকাকর্ম্ম, শয়ন-রচনং, উদকবাদ্যং, উদকঘাতঃ, চিত্রাযোগাঃ, মাল্যগ্রথনবিকল্পাঃ, শেখরা-পীড়যোজনং, নেপথ্যযোগাঃ, কর্ণপত্রভঙ্গাঃ, গন্ধযুক্তিঃ, ভূষণযোজনং,

গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদং।
রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে॥

সঙ্গীত দামোদর।

গীতজ্ঞ ব্যক্তি গীত দ্বারা যদি পরমপদ অর্থাৎ মুক্তিপদ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে রুদ্রের অনুচর হইয়া রুদ্রের সহিত আনন্দ ভোগ করে, তাহাকে আর যমালয়ে যাইতে হয় না।

হইয়াছেন, এই তাঁহার কণ্ঠভূষণ গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তালকেতু তথা হইতে প্রস্থান করিয়া পুনর্ব্বার রাজপুত্র সমক্ষে আসিয়া বলিল, আমার কার্য্য সমাধা হইয়াছে, আপনি এক্ষণে যথেচ্ছাগমন করুন। এদিকে মহারাজ শত্রুজিৎ পুত্র নিধন সম্বাদে মর্ম্মাহত হইয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং মদালসা পতিবিয়োগ-জনিত দুঃখে কাতর হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। কিছুদিন পরে ঋতধ্বজ স্বগৃহে আগমন করিয়া দুর্বৃত্ত দানবের ছলনা বুঝিতে পারিলেন এবং মদালসার শোকে বিহ্বল হইয়া যৎপরনাস্তি পরিতাপ করিলেন। সেই অবধি রাজকুমার ঋতধ্বজ, সমবয়স্ক বয়স্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া সঙ্গীত আলোচনা পূর্ব্বক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সুমধুর স্বরে পঞ্চম নাগ অশ্বতরের দুই পুত্র মোহিত হইয়া প্রত্যহ ছদ্মবেশে সেই স্থানে আগমন করিতেন, ক্রমে রাজপুত্রের সহিত সখ্য ভাব জন্মাইলে তাঁহারা দুঃখ মোচনের নিমিত্ত উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পঞ্চম নাগ শ্বেতাশ্বতর পুত্রদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দিবাভাগে তোমাদিগকে পাতালপুরে দেখিতে পাই না কেন? তোমরা কোথায় যাও? পুত্রদ্বয় পিতৃসমীপে ঋতধ্বজের বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। অশ্বতর এইরূপ রোমহর্ষণ ব্যাপার অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং মদালসার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সঙ্গীতদ্বারা সরস্বতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন আরাধনা করিলে দেবী সরস্বতী প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদান করিলেন যে, তোমরা দুই সহোদরে (অর্থাৎ কম্বল ও অশ্বতর নাগ) সুরজ্ঞ এবং উৎকৃষ্ট গায়ক হও। এইরূপে দুই সহোদরে গান বিদ্যায় নিপুণ হইয়া সঙ্গীত দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া মদালসা পুনঃপ্রাপ্তির বরগ্রহণ করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া দিলেন যে পিতৃশ্রাদ্ধের মধ্যম পিণ্ডটী স্বয়্

গীত প্রশংসা।

পূজাকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানাৎ কোটিগুণো জপঃ।
জপাৎ কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥

সংগীতসংহিতা।

পূজাপেক্ষা একবার ধ্যান করিলে কোটিগুণ ফল লাভ হয় এবং ধ্যানাপেক্ষা একবার জপ করিলে কোটিগুণ ফল হয়। আবার জপাপেক্ষা একবার গান করিলে কোটিগুণ ফল লাভ হয় সুতরাং গানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফলদায়ক কার্য্য আর কিছুই নাই।

গীতেন হরিণা রঙ্গং প্রাপ্নুবন্ত্যপি পক্ষিণঃ।
বনাদায়ান্তি ফণিনঃ শিশবো ন রুদন্তি চ॥

সংগীত দামোদর।

গীতদ্বারা মৃগ পক্ষী ফণী ও শিশু প্রভৃতি সকলেই প্রসন্ন চিত্ত হয়। কারণ, গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া মৃগাদি পশুগণ রঙ্গ স্থলে উপনীত হয়, পক্ষিগণও স্থির হইয়া শ্রবণ করে, বন হইতে ফণিগণ আসিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করে, শিশুগণ সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া আর ক্রন্দন করে না ; ফলতঃ গীতদ্বারা সমস্ত জগৎ (৭) বশীভূত হয়।

ভক্ষণ করিবে তাহা হইলে তোমার কর্ণদেশ হইতে মদালসা যে বয়সে এবং যে চেহারায় মৃত হইয়াছে ঠিক সেই অবয়বে উৎপন্না হইবে। অশ্বতর সেই রূপ কার্য্য করিলে মদালসা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এবং ঋতধ্বজ মদালসাকে প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই সুখী হইয়াছিলেন। অতএব সঙ্গীতের মত অসাধ্য সাধন অন্যান্য বিদ্যা দ্বারা হইতে পারে না।

২৩ অ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

(৭) নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিণাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

সঙ্গীতসংহিতা।

আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না এবং যোগিদিগের হৃদয়েও বাস করি না, আমার ভক্তগণ যে স্থানে গান করে হে নারদ! আমি সেই স্থানেই বাস করি।

গীতলক্ষণ।

মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যকালে কিরূপ ধরণে এবং কোন্ প্রকার ভাষায় যে নাদবিস্তার করিয়া গীত হইয়াছিল তাহা আর এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। অবশ্য কোন না কোন রূপ ধরণে স্বর বিন্যাস করিয়া গীত (৭) হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কারণ, শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইতেছে। যথা—

ধাতুমাতুসমাযুক্তং গীতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তত্র নাদাত্মকো ধাতুর্মাতুরক্ষরসঞ্চয়ঃ॥

সঙ্গীতদামোদর।

জীবের কণ্ঠনির্গত শব্দের নাম ধাতু (৮) অর্থাৎ নাদকে বা জীবের স্বরকে ধাতু বলে। আর বর্ণ অ আ কখাদি অক্ষর, বোল, বাণী উচ্চারণ করণের নাম মাতু। এই ধাতু—স্বর এবং মাতু—বর্ণ, এই দুইটী একত্র সংযুক্ত করিয়া ছন্দো বন্ধে কণ্ঠকুহর হইতে নির্গত করাকে গীত বলা যায়।

---

(৭) সামবেদাদিদং গীতং সঞ্জগ্রাহ পিতামহঃ।
গীতেন প্রীয়তে দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পার্ব্বতীপতিঃ॥
গোপীপতিরনন্তোঽপি বংশিধ্বনি বশঙ্গতঃ।
সামগীতিরতো ব্রহ্মা বীণাসক্তা সরস্বতী।
কিমন্যে যক্ষগন্ধর্ব্বদেব দানবমানবাঃ॥

সঙ্গীতরত্নাকর।

পিতামহ ব্রহ্মা সামবেদ হইতেই গীত অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সমস্ত বিষয়জ্ঞ পার্ব্বতীপতি ভগবান শঙ্করদেব গীত দ্বারা প্রীতি প্রাপ্ত হন। গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণ ও অনন্তদেব বংশীধ্বনিতে তুষ্ট হন। ব্রহ্মা সামগান দ্বারা প্রীতি প্রাপ্ত হন। সরস্বতীদেবী বীণাযন্ত্রে প্রসন্ন হন। অতএব অন্যান্য যক্ষ গন্ধর্ব্ব দেব দানব ও মানবগণের কথা কি? অর্থাৎ সংগীতে সকলেই বশ হয়।

(৮) "ধাতুমাত্রাসমাযোগে গীতমিত্যভিধীয়তে।"

ভরত।

ধাতু এবং মাত্রাযোগে, গীত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তদ্দ্বিবিধং যথা—

নিবদ্ধমনিবদ্ধঞ্চ গীতং দ্বিবিধমুচ্যতে

উক্ত গীত নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে।

অনিবদ্ধ গীত।

অনিবদ্ধং ভবেদ্গীতং বর্ণাদিনিয়মং বিনা।
যদ্বা গমকধাতুভ্জৈরনিবদ্ধং বিনাকৃতং॥

সঙ্গীতদামোদর।

গমক, ধাতু (কণ্ঠস্বর) ও বর্ণাদি নিয়ম (অ, আ, কখাদিবর্ণ) ব্যতীত যে সকল গীত হয় তাহার নাম অনিবদ্ধ গীত।

নিবদ্ধ গীত।

নিবদ্ধঞ্চ ভবেদ্গীতং তালমানরসান্বিতং।
ছন্দোগমকধাতুভ্জৈ-বর্ণাদিনিয়মৈঃ কৃতং॥

সঙ্গীতদামোদর।

তাল মান রস সম্বলিত ছন্দ ও গমক এবং বর্ণাদি নিয়ম যুক্ত যে সকল গীত তাহার নাম নিবদ্ধ গীত।

উক্ত দ্বিবিধ গীত পুনরায় দুই প্রকার হইয়া থাকে যথা—

গীতঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং যন্ত্রগাত্রবিভাগতঃ।
যন্ত্রং স্যাদ্বেণুবীণাদি গাত্রন্তু মুখজং মতং॥

সঙ্গীতদামোদর।

যন্ত্র ও গাত্রভেদে গীত দুই প্রকার হইয়া থাকে। যন্ত্র অর্থাৎ বেণু (বাঁশী) বীণা (বীণ) সেতার, এসরার, বেহালা, রবাব, সুরবাহার, তাউস, জলতরঙ্গ ইত্যাদিতে যে গীতবাদন হয় তাহার নাম যন্ত্রগীত। শ্রুতি আছে যে, প্রাচীনকালে মহর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে গান করিতেন, শ্রীকৃষ্ণদেব বংশীবাদন দ্বারা গান করিয়া শ্রীরাধিকাকে ও গোপিনীদিগকে বহুদূর হইতে আহ্বান করিতেন। আর মুখকুহর নির্গত কণ্ঠস্বর দ্বারা গান করার নাম গাত্রগীত। গাত্রগীতের অপর নাম কণ্ঠসংগীত।

———
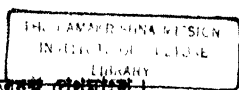
খৃঃ ১২৯৫ হইতে ১৬০৫ পর্য্যন্ত নায়কগণ কৃত ধ্রুপদ।

নায়ক বৈজুবাওরা।

রাগিণী দেশী—তাল সুরফাঁকতাল।

আস্থায়ী—গাও মায়ী সোহেলারা নন্দ মহরকে ঘরে আজ। অন্তরা—যশমতী নিজপতিকোঁ দেখেড়াও জায়ও পুত্র ছবিলেরা। সঞ্চারী—ধাধা কেটেতাক্ ধুমাকেটেতাক্ তাক্‌ধেলাং বাজত মন্দিলেরা। আভোগ—আজ বাধাই ব্রজমে ছাই বৈজু আনন্দ ভৈলেরা॥ নায়ক বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—নয়নন কেনহী পরত কর কমল নয়ন বিন দেখে যদুনাথ ব্রজরাজ। অন্তরা—কালীন্দিকে তীর ভারি ভই ভীর বলবীর বাসুদেব বনওয়ারীকে কারণ তজ দই লোক লাজ। সঞ্চারী—ব্যাকুল মলিন বদন সদনকী সুধী নরহি বুধি হরহরি লিনী কিনী বাবরী শীশ রোন একো কাজ। আভোগ—কাহোকা দের করি হেরি গোরি বীর বৈজুকোঁ বেগ মিলো প্রভু মনমোহন মাধব সুখ নিধাম নিধান শিরতাজ। বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মুরলী বজায় রিঝায় মুখমোহন তেঁ গোপীরি ঝরহি রস তানন সোঁ সুধ বুধ সব বিসরাই। অন্তরা—ধুনশুন্ মন মোহে মগন ভই দেখত হরি আনন। সঞ্চারী—জীব জন্তু পশু পক্ষী সুর নর মুনি মোহে লিয়ে সব প্রাণন। আভোগ—বৈজু বনবারী মুরলী অধর ধারী বৃন্দাবন চন্দ বসকিয়ে শুনতহী কানন॥ বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল। ২২২৩৩

আস্থায়ী—আজ সখি লখি মন মোহনী মূরত মাধুরী সুন্দর চতুর সুজন কানহ। অন্তরা—শীশ মুকুট শ্রবণ কুণ্ডল ঘুঁঘরবারী অলক ঝলক চলত চাল ঠমক ঠমক অধরণ মুরলী বাজাই তান।

সঞ্চারী—ভুলি সুধ বুধ সব গৃহ কাজ ডারদয়ো বিসরি গায়ো খান পান নিরখি মদন মোহন চতুর সুজ্ঞান। আভোগ—বৈজু-বাবরী রাবরী করডারি মোহে নসু হাত আনত্যাগ দইকুল কান॥ বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—প্রথম নাদ মূল তে উচারে তাল বন্ধানসোঁ গাবৈ। অন্তরা—সপ্ত সুর তিন গ্রাম ইকুইস্ মুরছনা বাইস সুরত উন-পঞ্চাস কুট তান নাবৈ। সঞ্চারী—অংশ গৃহ ন্যাস বিকৃত দ্বাদশ ভেদ সোঁ ভরত সঙ্গীত হনুমত জতাবৈ। আভোগ—কহে বৈজু বাবরে শুন হো গোপাল নায়ক এয়সি বিদ্যাসোঁ কোলরে পাহন পিগলাবৈ॥ বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আজ স্বপনমে সাঁবরী সলোনী সুরত দেখি সৈনন করি মোসোঁ বাত। অন্তরা—তবতেঁ মৈ বহুত সুখ পায়ো জাগত ভই প্রভাত। সঞ্চারী—মধুর বচন বোল মদন মন্ত্র পঢ ডারী উন বিন ছিন পলকছু ন সোহাত। আভোগ—বৈজুকে প্রভু ব্রজকী নারী যন্ত্র মন্ত্র লিখি সারী কলন পরত ছিন ঘরি দিন রাত॥ বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—পলক দরীয়াব তুঁ করতার মেরী তুম মুশকল করো আশান। অন্তরা—যেই যেই তক আবৈ মন বাঞ্ছিত ফল পাবৈ তেরিকু দরত কোউন জানে আন। সঞ্চারী—সব ঘট পূরণ পুর রহ তুঁ জীব জন্তু পশু পাঞ্ছী সুরনর মুনি মন ধ্যান। আভোগ—বৈজু প্রভু এক ছিনমে নিহাল করে রাইকুঁ পর্ব্বত পর্ব্বত কুঁরাই করতা অকরতা ভগবান॥ বৈজুবাওরা॥

রাগ ভৈরব—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—এহো জ্ঞান রঙ্গে ধ্যান রঙ্গে আওর বিজ্ঞান রঙ্গ মন রঙ্গে সব অঙ্গন রঙ্গ রঙ্গে। অন্তরা—প্রথম রামকৃষ্ণ রঙ্গে রহীম

করীম রঙ্গে ঘট ঘট ব্রহ্মরঙ্গে রোম রোম তনুরঙ্গে হর রঙ্গ রঙ্গে। সঞ্চারী—জপরঙ্গে তপরঙ্গে তীরথ ব্রত নেম রঙ্গে সর্ব্বমেই কর্ম্ম ধর্ম্ম জগরঙ্গ রঙ্গে। আভোগ—জীব জন্তু পন্নগ পশু এক ঈশ্বর রঙ্গ রঙ্গে সুরনর মুনি সঙ্গ রঙ্গে বৈজু প্রভু কৃষ্ণ রঙ্গ রঙ্গে॥

বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—প্রথম নাদ মূল ওঁ উচার তাল বন্ধান সোঁ গাবৈ যো আবৈ সো সম পবে। অন্তরা—সপ্ত স্বর তিন গ্রাম একইস মুরছনা বাইস শ্রুবত উনপঞ্চাশ কুট তান ভরে॥ সঞ্চারী—উরপ তিরপ লাগ ডাঁট অংশ ন্যাস গ্রহ আতক থাতক স্বরান্তক ওড়র থাড়ব উচরে। আভোগ—কহে বৈজু বাবরে শুনহো গোপাল ইহবিদ্যা অপরম্পার গুণ চরচা সোঁ লরে॥ বৈজুবাওরা।

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সুন্দর মৃগনয়নী কানন শ্রুত মানত পতিসঙ্গ। অন্তরা—ভুজপর শীশ কপোল দশন সব কুচপর কঞ্চুকীতঙ্গ॥ সঞ্চারী—যাকু ন পর যাকু মুখ তম্বোল অধরণ পর টপক তরঙ্গ। আভোগ—ইহ ভাঁতনকে সুখদে সুখলে রঙ্গলাল বৈজুকে লও অঙ্গ॥　　বৈজুবাওরা।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—কেত্তে নাদ কেত্তে বেদ কেত্তে অলংকার, কেত্তে লঘু কেত্তে গুরু কেত্তে মার্গ মুদ্রাসন। অন্তরা—কোন ধরণ পরণ, কোন সুর, কোন তার, যেত্তে মারগ মুদ্রাসন॥ খরজ ঋষভ গন্ধার ধৈবত মধাম অলঙ্কার যে কহি যে মার্গ মুদ্রাসন॥ সঞ্চারী—শুদ্ধ বিকৃত নেম বিরস অতীত অনাঘাত লেত তে কহিয়ে মার্গ মুদ্রাসন। আরোহী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী তে কহিয়ে মুদ্রাসন। আভোগ—উনঞ্চাশ কুট তান নবখন্ধ জানন মন বৈজুকে প্রভো যিন যিন শুনো তিন তিন কো রহো

নসক বর। তে কহিয়ে মার্গ মুদ্রাসন॥ যে হৈ বাণী বেকবর যো গাবে ধ্যায়াবে পাবে তক্ত যুক্ত মুক্তি ভক্তি তে কহিয়ে মার্গ মুদ্রাসন॥ বৈজুবাওরা

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল রুদ্র।

আস্থায়ী—আদি মায়া জগদম্বা অম্বা প্রগট ভয়ো তোসো মহাদেব বিষ্ণু আওর বিধাতা। অন্তরা—তাসো ভয়ে আকাশ পবন পাবক ঔর জল জমীন হোবে বিপুল বনস্পতি গিরি তরুলতা এসি সৃষ্ট রচি লিন্নে সোহি শক্তি কহত। আভোগ—সুরাসুর মুনি যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর সব রটত রহত নিশ দিন ধ্যান করে ভব তার বৈজুকে অপনো নিরমল চরণ কমল ছুই॥ বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থারী—জাগত ভৈঁরো জ্যোতি স্বরূপ কিরণ তেঁ প্রগট্ তিমির ঘট শশী ভয়ো মন্দ। অন্তরা—দিনকর দিন লায়ো সবকে প্রফান কোঁ বঢব কিয়ো আনন্দ। সঞ্চারী—জগচক্ষু জ্যোতি প্রকাশ প্রতচ্ছ দেব জগবন্দ। আভোগ—বৈজু বাবরে রাবরে কহাবত কাটো জনম মরণকে ফাঁন্দ। বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—তু অম্বে আদি ভবানী জগমানী সর্ব্বানী সর্ব্ব কলাদে বিদ্যা বরদানী। অন্তরা—শিব সঙ্গে জগদম্বে অসুর সংহারণ তরণ তারণ তান তাল শুদ্ধ রাগ রঙ্গ অক্ষর দেবানী॥ সঞ্চারী—সপ্ত স্বর তিন গ্রাম একইস মুরছনা উনঞ্চাস কুট তান তিনকে ব্যাওরে জিয়মে আনী। আভোগ—বৈজুবাবর রাবরো সেবক অহ মাঙ্গে নাদ বিদ্যা মূরতবান রাগ মেরে গরেমে সানী॥ বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—জৈ কালী কল্যাণী খপ্রধারিণী গিরিজা ঘন শ্যামা চণ্ডী চামুণ্ডা ছত্র ধারিণী॥ অন্তরা—জগজ্জননী জ্বালামুখী

আদি জ্যোত্ অনন্তা দেবী অন্নপূর্ণা আনন্দী তরণ তারিণী॥ সঞ্চারী—যোগিনী জয় রক্ষাকারিণী বিন্ধ্যবাসিনী ললীতা বহুচরা ভবানী অসুর দলনী মহিষাসুর মারণী। আভোগ—হিমগিরি হিঙ্গুলাজ রাণী কাশ্মীরী সারদা কামরূপ কামাখ্যা কুলজা বৈজু ভক্ত সুখ কারিণী॥　　　　বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্যারে তুঁহি ব্রহ্মা তুঁহি বিষ্ণু তুঁহি রুদ্র তুঁহি শিব শক্তি তুঁহি সুরজ তুঁহি গনেশ। অন্তরা—জলস্থল পবন পাণি তুঁহি তেজ তুঁহি আকাশ তুঁহি অগ্নি তুঁহি জ্যোতি তুঁহি সুরেশ॥ সঞ্চারী—তুঁহি উচ তুঁহি নীচ তুঁহি হৈ সবহীনকে বীচ তুঁহি চন্দ তুঁহি দিনেশ। আভোগ—তুঁহি এক তুঁহি অনেক গুরু চেলা তুঁহি অলেখ বৈজুবাবরো তুঁহি সরদার তুঁহিতে কটত কলেশ॥

বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্রথম উঠ প্রাতহী হরি হরি হরি বোলরে মন মোর আতেহোঁ বৈস্ ফল অষ্ট যাম। অন্তরা—ইহলোক পরলোককে স্বামী বৈকুণ্ঠ হোবৈ বিশ্রাম॥ সঞ্চারী—দীন দয়াল কৃপাল ভক্তবৎসল ভক্তজনন অভিরাম। আভোগ—বৈজুবাবরো রাবরো কহায়কে অব কাহেকুঁ ভটকত চৌরাশী লক্ষ ধাম ধাম॥

বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মোহন জাগে। মনোহর মধুসূদন মদনমোহন মুরারি মাধো মুকুন্দ মন ভাবন। অন্তরা—জাগো জগজন রায় জগত পতি জগ জীবন যদুনাথ যশোদানন্দন জগত সুখ প্রেম বঢাবন॥ সঞ্চারী—জাগী এজু কানহ কুঁবর কেবল কল্যাণ রায় জাগীয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রেমানন্দ পাবন। আভোগ—জগতকে জগৈয়া তুম্ প্রভু বৈজুকে স্বামী বলি রামকৃষ্ণজুকে ভৈয়া পাপন সাবন॥　　　　বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল, চৌতাল।

আস্থায়ী—এ বংশী নাদ সুর সাধকে বজাই প্রবীন কান্‌হ সপ্তসর তান মধুর ধ্বনি। অন্তরা—শ্রবণ শুনত কছু সুধন রহী আলী ভণক পরি মেরে কান শুনি শুনি॥ সঞ্চারী—তন মন রোম রোম ব্যাকুল ভইরি জীতলিয়ে গন্ধর্ব্ব নারদমুনি গুণি। আভোগ—বৈজুকে প্রভু নর নারী পশু পঞ্ছী মোহে অউর মোহে সুরনর মুনি॥ বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মুরলী বজায় রিঝায় লই মুখ মোহন তেঁ গোপীরিঝ রহি রস তাননসোঁ সুধ্‌ বুধ্‌ সব বিসরাই। অন্তরা-ধুন্ শুন্ মন মোহে মগন ভই দেখত হরি আনন॥ সঞ্চারী—জীব জন্তু পশু পঞ্ছী সুরনর মুনি মোহে হরে সবকোঁ প্রাণন। আভোগ—বৈজু বনয়ারী বংশী অধর ধরি বৃন্দাবন চন্দ বসকিয়ে শুনতহী কানন॥ বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—জৈ মাধব মুকুন্দ মুরার মধুসূদন মদনমোহন মনরঞ্জন মনভাবন। অন্তরা—জগতপতি জগন্নাথ জগজীবন জগ বন্দন জগ পাবন জগ প্রগটাবন॥ সঞ্চারী—কৃষ্ণ কেশব করুণানাথ কংসারী কংস কাল কালী নাগ নাথন কামজনাবন। আভোগ—বৈকুণ্ঠ নাথ বিহারী বদ্রীবামন বিষ্ণুবল্লভ বারাঁহ বিঠল বৈজুবাবরে প্রাণ জীবা বন॥ বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্রথম নাম লীজিয়ে প্রাতহী হরি হরি হরি হরি হরি হরি নিশ দিন ঘরি ঘরি পল পল অষ্টনাম। অন্তরা—যশোদানন্দ আনন্দ কন্দ মধুসূদন বাল মুকুন্দ ভক্তবছল জন বিশ্রাম॥ সঞ্চারী—দামোদর দয়া সিন্ধু ভক্ত বৎসল ভগবান বৈকুণ্ঠপতি বৃন্দাবন ধাম। আভোগ—বনয়ারি বৈজু প্রভু বদ্রীনাথ বিঠল বিষ্ণু বামন ব্রজবিশ্রাম॥ বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

অস্থাই—জয় সরস্বতী গঙ্গা গনেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ শক্তি সুরয সর্ব্ব দেব ধ্যাবৈ। অন্তরা—সপ্ত স্বর তিন গ্রাম একইশ মুরছনা উনপঞ্চাশ কুট তান দেহো আবৈ। সঞ্চারী—উরপ তিরপ লাগ্‌ডাট রাগ রাগিণী পুত্রবধ্‌ সহিত কণ্ঠসমাবৈ। আভোগ—কহে বৈজুবাওরে সর্ব্বদেব দয়াকরো রাগ রংগ তান তাল লয় অক্ষর গাবৈ ॥　　বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নায়ক পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীধর মহারাজ। অন্তরা—কৃপাসিন্ধু ভক্তপাল সুখকরণ কৃপাল গরিব (১) নিবাজ ॥ সঞ্চারী—অহবিনতি বন্দন লীজে তেরো অন্ত নহী তুঁ অনন্ত পূজুঁ তোহে বাঁধূঁ ভূজপরজায়ে দুখভাজ। আভোগ—বৈজু প্রভু আদি অলখ অগোচর নিরঞ্জন নিরঙ্কার ভক্ত কাজ কোটী কোটী রূপ ধরে সন্তান শিরতাজ ॥　　বৈজুবাওরা।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—নিরঞ্জন নিরঙ্কার পরব্রহ্ম পরমেশ্বর একহী অনেক হোয় ব্যাপ্যো বিশ্বম্ভর। অন্তরা—অলখ জ্যোত অবিনাশী জ্যোতীরূপ জগতারণ জগন্নাথ জগতপতি জগজীবন জগধর ॥ সঞ্চারী—বাহিমে সব জীব জন্তু সুরনর মুনি গুণি জ্ঞানী নাভ কমলতে ব্রহ্মা প্রগটায়ো ঔশতরূপা মন্বন্তর। আভোগ—কহে বৈজু বহী ব্রহ্ম বহী বিরাটরূপ বহী আপ অবতার ভয়ে চৌবিশ বপুধর ॥　　বৈজুবাওরা।

---

(১) দ্বিপাঠ—কৃপাসিন্ধু ভক্তপাল সুখকর রঙ্গলে মেরিলাজ। সঞ্চারী—অহ বিনতি কবুল কিজিয়ে তুম জগত শিরতাজ। আভোগ—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ্ণ কাজ পূর্ণ করো সরো আচ্ছে কাজ ॥

নায়ক গোপাল।

রাগ দেওস্তী—তাল সুরফাঁকতাল।

আস্থায়ী—শিউ মহাদেব ত্রিশূল পিণাক ধর যাকে জটাজুট মাথে সুরেশ্বরী আইয়া যাকে বিবিধ ভূষণ পাইয়া। অন্তরা—গিরিজাকে মন ভাইয়া ইয়া আইয়া আইয়া পাইয়া॥ সঞ্চারী—এজগদীশ ইয়া লিয়ে বৃথব বাহন অত দিয়াত ততদিয়ে তরেরে আইয়া উত মদন দোহাই আইয়া। আভোগ—গোপাল চতুরঙ্গ অঙ্গে সো সম সুমন নচাইয়া মানক দোহাই আইয়া আই আই আই আই আই অতীত দেই আইয়া॥ নায়ক গোপাল।

রাগিণী জুহী—তাল সুরফাঁকতাল।

আস্থায়ী—দেখিয়েন রে মাঙ্গ তিলক গতিলথ মুখো তমোল ফুলি আহে এ ধারন্তি সার কউসর বেণী আহে। অন্তরা—রবি কানন কুণ্ডল শশীবদনী ত্রিশূল ধরণী করণী সব সুখ ভক্তন কহা। সঞ্চারী—যোগ অযোগ মায়া ত্রিভুবন বরণী পাঁও যেন্ মুক্তি অগাধ গাহা। আভোগ—গোপাল নায়ক বিদ্যা দেনী তু সর্ব্ব-কলা ভবানী আবগাহা॥ নায়ক গোপাল।

রাগিণী ভীমপলস্ত্রী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—দান কর্ণ সমান ভূজপত জ্ঞান বিক্রমজীত জীত গন্ধর্ব্ব বুধ বিধান। অন্তরা—বিভীষণকে দিনহো রাজ, মারে রাবণ লঙ্কা সীতা কাজ রাজা রামচন্দ্র সুজান। আভোগ—ব্রহ্মাপঢ়ে বেদ সুরস কিরণ নাদ কহত গোপাল নায়ক শুনহো সুজান অহবিধ তান মান। নায়ক গোপাল।

রাগ মারবা—তাল সুরফাঁক্‌তাল।

আস্থায়ী—হর চরণ পর চিত ধরণা গুরু স্মরণ কর ভব তরণা। যব জনন জগমে সব সুখ মুকরত নর। অন্তরা—ধ্যান ধরম কৃত মো যজ্ঞ যাগ এতমো সব তীরথ ফিরে ভব দাপর যুগমে

আসন বৈঠে ভগবত নামসে কলিযুগমে। সঞ্চারী—এসো নিকী কলিযুগ চার যুগকো রাজা ভজন করে বাকো হোত সবহি কাজ। আভোগ—কহে নায়ক গোপাল আউর বেদ রাজা বৈজু কহে হামকা প্রভু নামকো মাঙ্গা। নায়ক গোপাল।

রাগিণী টোড়ী—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—গাইয়ে গোপীনাথ নরহরি নাথ নরহরি হরি হরি। অন্তরা—পতিতপাবন নাম শুনি মৈ তবহি অনেক পতিত উদ্ধারে। আভোগ—দীন জন তুম সবহি তারে ভক্ত বিস্তারে আর কোর ইতনি মুনি নায়কগোপাল সকল কাম সুধারে। নায়ক গোপাল।

সুর সপ্তক।

রাগিণী দেশকার—তাল চৌতাল।

ওঁকার বিস্তার অপার। কালী বিন গুণা সঙ্গীত মারগ গিনগে তুমুরা মুরইয়া। ইয়া প্রচণ্ড প্রতাপ পরবর শুদ্ধ মন মন রমণ তকা বিলোপ করত বিরা কর্ম্ম সুধু লোপ মন মন পাঠান্তে নয়না তেইয়া। অজ্ঞান মন মনে নগ করত সগ নাগ হর হর ব্রহ্ম জিনরথ পাল জিন রসনাল তু নয়না ধর চয়না সর্ব্বগোচর কছিতা জ্ঞান অক্ষর যামা মা তিয়াইয়া। সঙ্গীত উপজে উপজে বিচারণ চাতর আইয়া॥ ব্যাপকর ধর অন্তরে রে অন্তরে রে নারদ জগ তুম্বুর বর তোম্ তোম্ সদান্ত লোকে আলা আগে পবন শুন সথি সাধিকা। সর্ব্ব গোচর কথিত জ্ঞান অচ্ছর যামা মা কিয়াইয়া॥ সঙ্গীত উপজে উপজে বিচারণ চাতর আইয়া। ততবিত নওল পরদশ এইয়া ব্রহ্মা ভামন ধরত ধ্যান মস্তি অজ্ঞানকে আবকেল তো নাভি কি জয় নও লাল রেরে রেরে গুণী শুনন রাগন গন্ধর্ব্ব যক্ষ কীন্নর পন্নগা সুথ সধিকা আআ আআ আআ আআ আআ আআ আআ আআ, এইয়ে ইয়ে আমো আমো ওও ওও ওও ওও ওও আই আই আ আআ আআ আআ তেই এই এইয়ে অনুপ মধু লোক বিস্তার। আওন মুখে এ চমৎকার। দেখুন বীর সামশের রাণি বাহাদুর।

সুরসপ্ত সুর ভেদ ঋথভ গান্ধার থরজ মধ্যে ধৈবত পঞ্চম সমযুগ কেইয়া। আরে গ্রাম তিন তার মধ্যে গুঢ় রচনা একইস সৎ মুরছনা বাইস শ্রুতি রাথে মণ্ডলম বিধ গুরুণ সম্পূরইয়া। আর রওর মূল সকল সংসার ব্রহ্ম যতি নাদগুণে সকল সঙ্গীত নানা অরচেতা গুণমঞ্জীত সা নি ধা এয়া রজনী সা নি ধা সো হয় তার ধৈবত লচ্ছনা মঞ্জীত সুরনে ওয়া সোওয়া ইয়া বৃচতে থরজ তার জে আব আব তাবে ভুথনা অগাধ সা নি না ধ্যায়াবে আশু সুসোরালে তান তেতনা গাধ মোইয়া। আনে বানী মে সুরা ভবানী কচট তপ আ ঈ উ ঋ ৯, গর্ত্ত তুঁই ইয়া দাতা বানি দেও পগড় যে চরণ শিউন্ সে সাধে না বাধে না আরে কি এইয়া তিয়াইয়া আমোরিয়া। তো একতে শতধার পন্নম তবন বল্লীকে পুঁড়া কতেতে রেওল ধবলীকে তা মাতা আতা বাণী বা ভ্রম ভয়া আপ ভমম মান্ কা শাশ সাসা সরল আপিকে ধারণ মৈয়া সঙ্গীত উপজে বিচারণ চাতর আইয়া। তিয়ে ইয়ে ইয়ে ইয়ে আ আ আ আ, আআ আআ আআ আআ। (তান তিন আওরৎ)। মুথ পঙ্কজ নাম ভাওরে ভাগ যাগে গজকে আধারে এ দাতা এ পালতা এ পর পুত জন্নম মুথ পম্ মম্ মান্ তুঁহি দাতা ঘোড়স্তা আ গ্রাম রূপম পতিম পতি ধারণ ইয়া তারুণী ইয়া তরুণী সংখ্যা মালা ভূজ বলিদা পিত সথ্যা লতা পূজা মান শিক্ষাকে আতা সকল তকলীত্ করতি কেতি বিনো সুথ দাদা ফল গিতুম সামরো কিরত সুরলে ভামনী ইয়া ভামনী ভূতল ওয়াকে মুথন দেরে তিয়াইয়া তিয়াইয়া তিয়াইয়া আরিয়ে মন ভান পালা, কলা সকলা যুগতি কা চীয়ইয়া। কড়ক মালা প্রজা শ্বেত ভীর প্রচণ্ড চতুরঙ্গ পঞ্চম নামে সোহতা সকলা যুগতি কা চিরইয়া কড়ক ভীর প্রচণ্ড রইয়া রাজা গোপাল দেয় আনন্দন ইয়া মৃদঙ্গ পাল রাজ হায় যাতা সোহতা গোপাল ইয়া মৃদঙ্গ পালরাজা সোহতা আরচিতা সকল সঙ্গীত কণ্ঠাভরণ রইয়া॥ 22233 নায়ক গোপাল।

গোপাল নায়ক কৃত এই সুর সপ্তক অনেক অনুসন্ধান করিয়া মিয়া তান-সেন সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। অত্যুৎকৃষ্ট গায়ক ব্যতীত এই সুর সপ্তক

কাহারও নিকট পাওয়া যায় না। আমি এই সুর সপ্তক অযোধ্যা নিবাসী (হাল সাকিম কলিকাতা) সঙ্গীত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিউনারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।

নায়ক বক্সু।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—পুজরে গনেশকো গুণী। রিদ্ধি সিদ্ধিকে দাতা বিঘন হরণ দূনী। অন্তরা—জিন ধ্যায়াও তিন পায়ও মন ইস্তা ভণী। বক্সুকে প্রভুকো ধ্যাবত সুর নর মুনি॥　　নায়ক বক্সু।

রাগিণী ললিত—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—তাহি কেও না জিযে ধরে এ জাসোঁ, আদ অন্ত নিত্ নিত্ত নেম হাঁয়। অন্তরা—যো কৌ দাত বিধাতা কাহুঁকো দেতাহায় নেচে রস বস নাগর এ। সঞ্চারী—বালা পন তরু নায়ী বিধাপন জিয়ে সমঝ কছু এয়সি প্রিত্ যো করে। আভোগ—বক্সুকো প্রভু দয়াপাল দয়াবন্ত দয়ানিধি কাম দ্বন্দ্ব দুঃখ যাত্ টরে॥　　নায়ক বক্সু।

নায়ক ধুন্ধী।

রাগ আড়ানা—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—ঘনসে ঘনশ্যাম গরজ গরজ কহুঁ অনত যায় বরসে হো তুম। অন্তরা—কহু গরজত কহুঁ নেগেজে নাওৎ কহুঁ লাওয়ত ঝরসে হো তুম্। সঞ্চারী—কাহু সো নয়না সয়না কাহুসে মিঠে বয়না কাহুকে তুম পগ পরসে হো। আভোগ—ধুন্ধীকে প্রভু তুম বহু নায়ক সব বাতন সরসে হো তুম॥ নায়ক ধুন্ধী।

রাগ মালকৌষ—তাল সুরফাঁকতাল।

আস্থায়ী—আওন কাহে সেই আজ হুনা আওয়ে, সব নিশী বিত দেখি শুনিয়ে হায়েরি। অন্তরা—দীপ জ্যোত মশাল হোয়ে বস বাত সখিরী উনি ছুতি নবন্থ থাবে পেয়ারে॥ সঞ্চারী—উড নখ চীন প্রগট দেখিয়েত হিয়ে পীতবসন করোধা পল ঠায়ে।। আভোগ—ধোঁধীকে প্রভু আতহি চতুরা তোম কেন লাগিন লাজ লেখায়ে॥　　নায়ক ধুন্ধী।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আলিরি ভোরহী আয়ে গিরিধারী সঙ্গ সোহে রাধা-প্যারী কুঞ্জভবন বসে রাত। অন্তরা—শ্রীকৃষ্ণরাধিকা সকল সুখ সাধিকা মুদিত পরস্পর মুসি ক্যাত। সঞ্চারী—নীলাম্বর পীতাম্বর সোহে রীড়া খাত খবাবত জাত। আভোগ—ধোঁধিকে প্রভু শ্যামা শ্যাম আবত মানো ঘন দামিনী লখাত॥

নায়ক ধুন্ধী।

রাগ মালকৌষ—তাল তেওরা বা সুরফাঁকতাল।

আস্থায়ী—আমন কহে গে'য় আজহুঁ না আয়ে সব নিশি বিতি মোহে দিননাথ তারে। অন্তরা—দীপক জ্যোৎ মিলন গোত্ চলি আওয়ে কা করিয়ে সখী কিন্ ছুতি বেল মাহায় প্যারে। সঞ্চারী—রতিকে চিহ্ন প্রগট দেখিয়ে ত হাঁয় ইয়া শোভা মুপর বর্ণিনা যাবে। আভোগ—ধুন্ধীকা প্রভু তোম বহু নায়ক কাঁহা পা যায় আয় রচায়ে॥ 22233

নায়ক ধুন্ধী।

রাগিনী গান্ধার—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ মুরারী সোহত মোহন মুরলী মুখধারী। অন্তরা—যব যব বাজাওয়ত তব তব রিঝাওয়ত মোহত সুরনরনারী। সঞ্চারী—হুঁ অতি তকত জকত ওয়ে রঁহি ধুনে শুনি মন মোহা বসন ছাঁড়তেন ওয়ে নাচত গতি হাঁসত দেত হ্যাঁয় তারি। আভোগ—ধুঁধীকে প্রভুকি লীলা কহি না জাত মোর মুকুট বিরাজিত পাতাল লোক তেঁ লেওয়া-য়ত নাগ নাথ কালী।

নায়ক ধুন্ধী।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—এলালা জীয়ো জেলোঁ গঙ্গা যমুনা জল তরুণী ধরণী ধ্রুব তারা। অন্তরা—বেগ বাঢ়ো বাঢ়হো হুঁ বীর ধলট যশমতী পুত তিহারো॥ সঞ্চারী—ভক্ত হেত অবতার লিয়োহৈ মেটনকোঁ ভূবভার। আভোগ—ধোঁধীকে প্রভু তুম চিরজীব ব্রজজন প্রাণ আধারো॥

নায়ক ধুন্ধী।

কলাকলাপদাক্রান্তং নৃত্যন্তং গিরিশং মুনে।
কাশ্যপী কম্পয়ামাস শেষো নতশিরোঽভবৎ॥

গন্ধর্ব্বরহস্য।

হে মুনে! কলানুযায়ী (৩) অর্থাৎ তালে তালে পদবিক্ষেপ করিয়া দেবাদিদেব এরূপ নৃত্য করিয়াছিলেন যে, তাহাতে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল এবং অনন্তদেবের মস্তকও নত হইয়াছিল।

জটাজূটঃ স্খলন্ মূর্দ্ধ্নঃ সপ্তস্বর্গদিবৌকসান্।
তাড়য়ামাস বেগেন তেঽপতন্ ধরণীতলে॥

গন্ধর্ব্বরহস্য।

তাঁহার শিরস্থিত জটাভার স্খলিত হইয়া বেগের সহিত সপ্তস্বর্গ ও তত্রত্য দেবগণকে আঘাত করিয়াছিল এবং সেই আঘাতে দেবগণ ধরণীতলে পতিত হইয়াছিলেন।

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা ততো হরিঃ।
দ্রবীভূতো বভূবাসৌ কৈলাসং প্লাবয়ন্ জলৈঃ॥

গন্ধর্ব্বরহস্য।

ভগবান বিষ্ণু সেই গীত বাদ্য ও নৃত্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়া দ্রবীভূত (৪) হইয়াছিলেন এবং কৈলাসশিখর সেই জলে প্লাবিত হইয়াছিল।

ঐন্দ্রজালং, কৌচুমারযোগাঃ ইত্যাদি চতুঃষষ্টি বিদ্যার বিষয় শ্রীধরস্বামি কৃত ভাগবত টীকায় উল্লেখ আছে।

(৩) কলা অর্থে তাল। যথা—

পাদভাগস্তথা মাত্রা তালপাত কলাবিধিঃ। ৪৩।

সঙ্গীতরত্নাকর।

কলাঃ—শব্দক্রিয়াঃ। পাতাঃ—সশব্দক্রিয়াঃ।

অস্যটীকা।

(৪) শিবসংগীতসংমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গদ্রবোদ্ভবাং।
রাধাঙ্গদ্রবসংসক্তাং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং॥

১০ অ, প্রকৃতিখণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

পূর্ব্বে শিবসংগীত শ্রবণ করিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার অঙ্গ দ্রবীভূত হওয়াতে যে দ্রবময়ী গঙ্গা দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে সেই গঙ্গাদেবীকে নমস্কার।

পরাকটাক্ষমাসাদ্য দেবীং নত্বা পিতামহঃ।
ত্বরা কমণ্ডলৌ বারিপূরিতং বিশদং মহৎ॥

গন্ধর্ব্বরহস্য।

তৎপরে বিধাতা দেবীর কটাক্ষ রূপ ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক অতি সত্বর কমণ্ডলু মধ্যে সেই নির্ম্মল বারি পরিপূর্ণ করিলেন।

নৃত্যাবসানে ডমরুং ননাদ নবপঞ্চধা।
চতুর্দ্দশ স্বরাস্তেন নিঃসৃতা নাদবিন্দুভিঃ॥

গন্ধর্ব্বরহস্য।

সদাশিব নৃত্যাবসানে চতুর্দ্দশবার ডমরুধ্বনি করিয়াছিলেন তাহাতে (ং) অনুস্বর ও (ঃ) বিসর্গ সহিত চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ডমরুধ্বনির বেগজ বেগ হইতে ং ও ঃ উৎপন্ন হয় সুতরাং এই দুইটী বর্ণ স্বরবর্ণ না হইয়াও স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ণযুতাঃ সর্ব্বকামদুঘা মতাঃ।
তেষাং সরস্বতী সাক্ষাদ্দেবতা পরিকীর্ত্তিতা॥

গন্ধর্ব্বরহস্য।

এই সমুদায় স্বরবর্ণ, ক খ প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইয়া পদবাক্য সঙ্গীত ও (গদ্য পদ্যাদির উৎপাদন পূর্ব্বক) সকলের মনোভীষ্ট প্রদান করে। সরস্বতী এই সমুদায় বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া কথিত আছেন।

সা বিদ্যা প্রথমং প্রাপ্তা ঋষিভিঃ সনকাদিভিঃ।
তদন্তে মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ সম্যগাপ্তা তপোবলৈঃ॥
এবং পরম্পরাবিদ্যা চাগতা ধরণীতলে॥

গন্ধর্ব্বরহস্য।

সেই সঙ্গীতবিদ্যা প্রথমে সনকাদি ঋষিগণ তৎপরে তপোবল দ্বারা মুনিগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ পরম্পরা ক্রমে সংগীতবিদ্যা পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে।

সঙ্গীত প্রচার।

সঙ্গীতবিদ্যা প্রথমত দেবাদিদেব মহাদেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপরে ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট সঙ্গীতবিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চ শিষ্যকে উহা উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা—

ভরতং নারদং রম্ভাং হুহুং তুম্বুরুমেব চ।
পঞ্চ শিষ্যাংস্ততোঽধ্যাপ্য সঙ্গীতং ব্যাদিশদ্বিধিঃ ॥

নারদ সংহিতা।

বিধাতা—ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু, ও তুম্বুরু এই পাঁচ শিষ্যকে সর্ব্ব প্রথমে সঙ্গীতবিদ্যা অধ্যয়ন করাইয়া এই বিদ্যা প্রথম প্রচার কবেন।

তৎপরে অনেকেই (৫) সঙ্গীতাধ্যাপক হইয়া সঙ্গীতের প্রকাশক নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যথা—

দুর্গেশ-নন্দী ভরতো দুর্গানারদকোহলাঃ।
দশাস্যবায়ুরম্ভাদ্যাঃ সঙ্গীতস্য প্রকাশকাঃ ॥

নারদপুরাণ।

দুর্গাদেবী,—ভগবতী, ঈশান—মহাদেব, নন্দী, ভরতমুনি, দুর্গা—দুর্গাসুর নারদ ঋষি, মহামুনি কোহল—গন্ধর্ব্ব, দশাস্য—রাবণ, বায়ুরম্ভা—হনুমান প্রভৃতি সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রকাশক।

---

(৫) সদাশিবঃ শিবো ব্রহ্মা ভরতঃ কশ্যপো মুনিঃ।
মতঙ্গঃ পর্ষ্টিগো দুর্গা শক্তিঃ শার্দ্দূলকোহলৌ ॥
বিশাখিলো দত্তিলশ্চ কম্বলোঽশ্বতরস্তথা।
বায়ুর্ব্বিশ্বাবসূ রম্ভাঽর্জ্জুনো নারদতুম্বুরু ॥
আঞ্জনেয়ো মাতৃগুপ্তো বারুণো নন্দিকেশ্বরঃ।
স্বাতির্গণো দেবরাজঃ ক্ষেত্ররাজশ্চ রাহলঃ ॥
দুর্জ্জয়ো নাম ভূপালো ভোজো ভূবল্লভস্তথা।
পরমন্দী চ সোমেশো জগদেকমহীপতিঃ ॥
ব্যাখ্যাতারো ভারতীয়ে লোল্লঠোড্ডটশঙ্কুকাঃ।
ভদ্রাভিনয়গুপ্তশ্চ শ্রীমৎকীর্ত্তিধরোঽপরঃ ॥
অন্যে চ বহবঃ পূর্ব্বে যে সঙ্গীতবিশারদাঃ।
অগাধবুদ্ধিমন্তস্তে যেষাং মতপয়োনিধিম্।
নির্ম্মথ্য শ্রীশার্ঙ্গদেবঃ সারোদ্ধারমিমং ব্যধাৎ ॥

সঙ্গীত রত্নাকর।

গীতমাহাত্ম্যং।

ত্রিবর্গফলদাঃ সর্ব্বে দানযজ্ঞজপাদয়ঃ।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥

সঙ্গীত শাস্ত্র।

দান, যজ্ঞ ও জপাদি দ্বারা ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিন প্রকার ফল লাভ হইয়া থাকে কিন্তু সঙ্গীত দ্বারা চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী ফল লভ্য হয়। অর্থাৎ গীতের মাহাত্ম্য (৬) বর্ণনাতীত।

---

(৬) কৃতিচমৎকৃতয়ে কিমতঃপরং ফণিবরোঽশ্বতরো বত পঞ্চমঃ।
অপি মৃতাং যদবাপ মদালসাং মধুরগীতবশীকৃতশঙ্করঃ॥

সঙ্গীত সম্বন্ধে একটী চমৎকার পৌরাণিক কথা আছে তাহা এই যে, মহারাজ শত্রুজিতের পুত্র কুমার ঋতধ্বজ (কুবলয়াশ্ব) গালব-ঋষির যজ্ঞ রক্ষণার্থ নিয়োজিত হইয়া বজ্রকেতু নামক দানবের পুত্র পাতালকেতুকে বধ করণানন্তর মদালসা নামক স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। মদালসা, দেবলোকে বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা ছিলেন। পাতালকেতু কর্ত্তৃক দানবী মায়া দ্বারা মদালসা অপহৃত হইয়া পাতালপুরে রক্ষিত হইয়াছিল। রাজকুমার ঋতধ্বজ মদালসাকে ঐ পাতালপুর হইতে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। পাতালকেতু রাজকুমার কর্ত্তৃক হত হইলে তাহার অনুজ তালকেতু মদালসাকে নষ্ট করিবার জন্য মুনিরূপ ধারণ করিয়া যমুনা তটে আশ্রম বন্ধন পূর্ব্বক সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। একদা রাজকুমার ঋতধ্বজ (কুবলয়াশ্ব) যমুনা পুলিনে বিচরণ করিতেছেন এমত সময়ে মুনিরূপধারী তালকেতু তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, রাজপুত্র! আমি প্রজাগণের মঙ্গলার্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব কিন্তু দানব ভয়ে তাহা পারিতেছি না এবং আমার দক্ষিণা দিবার ক্ষমতাও নাই, এজন্য তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তোমার কণ্ঠ ভূষণ আমাকে প্রদান কর এবং আমার এই আশ্রম রক্ষা কর; আমি জল মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কয়েক দিবস বেদবিহিত বরুণ মন্ত্র জপ করিয়া তোমার নিকট শীঘ্র পুনরাগমন করিব। রাজপুত্র তাহাই করিলেন। তালকেতু কণ্ঠভূষণ গ্রহণ করিয়া যমুনা জল মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্য দিক, দিয়া উঠিয়া মহারাজ শত্রুজিতের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল—"মহারাজ আপনার পুত্র কুবলয়াশ্ব কোন ঋষির আশ্রম রক্ষার্থে দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া হত

রাগিণী আশাবরী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মপনিধপমগরিসা সারিগ মপধনি সানি পমগরি। অন্তরা—সপ্ত স্বর তিন গ্রাম একইশ মুরছন উনপঞ্চাস কূটতান গাইয়ে॥ সঞ্চারী—আরোহী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী ওড়ব খাড়ব সম্পূরণ। আভোগ—ধোঁধীকে প্রভু তুম বহু নায়ক গুণিয়নকে সঙ্গ গাইয়ে॥ নায়ক ধুন্ধী।

নায়ক ধীরজ।

রাগিণী মধুমতসারঙ্গ—তাল চৌতাল।

ওড়ব ধৈবত্ ও গান্ধার বর্জ্জিত।

আস্থায়ী—গোবিন্দ বনমালী কৃষ্ণ কমল নয়ন কর তারকু রাম কমলবর কেশ কংস কালী। অন্তরা—দামোদর ধরণীধর ধনুক-ধারী গিরিধারী শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম করমে মুরলী অধর ধর গোপীরূপ গোপীনাথ গোপাল। সঞ্চারী—নরহর নারায়ণ নিরঞ্জন নারাওম ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তন পৃথ্বীপাল। আভোগ—শ্রীনিবাস ব্রজবিহারী বৃন্দাবন খেল রসিক ধীরজকে প্রভু নন্দলাল॥ নায়ক ধীরজ।

রাগ বসন্ত—তাল ধামার।

আস্থায়ী—ভাঁওরা ফুলী বনওয়ারী কছুয়া হায় সুধী তোহে কি নাহিরে। অন্তরা—মধুব্রত পায়ে লাজ গুরুজন ত্যাজি খেলতা হায় নর নারীরে। সঞ্চারী।—ঈতে উততে ফুলে সব চৌদিস যাও তাঁহা যাঁহা পঁহু পতি কি ডারী। আভোগ—মেরো কহ তোম্ মান ধীরজ প্রভু দেখ নিপট আমারীরে॥ নায়ক ধীরজ।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সুরজ বংশ নমঃ গুরু ইষ্ট হামারে দশরথ সুত রাজা রাম। অন্তরা—জানকীনাথ নাথন ত্রিভুবন কি মহান সুন্দর শ্যাম॥ সঞ্চারী—লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘন হনুমান জনক সুতাকে পূরণ কাম। আভোগ—ধীরজকে প্রভু অতহা চতুরহো প্রগটে অযোধ্যা ধাম॥ নায়ক ধীরজ।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বিষ্ণু চরণ জল ব্রহ্মাকো কুমণ্ডল শিব জটা রাজত দেবী গঙ্গে। অন্তরা—ভাগিরথী জু সকল জগ তারিণী ভূম ভার উত্তারণী অন ঘন বেলী কটাক্ষণকে তারণ তরঙ্গে। সঞ্চারী—হরিদ্বার প্রয়াগ সাগর বেণী ত্রিবেণী সরস্বতী বিদ্যা দেনী করত দুঃখ ভঙ্গে। আভোগ—ধীরজকে প্রভু তুম রোগ দোষ দূর করো পাপ হরো নিরমল কর ইহ অঙ্গে॥

নায়ক ধীরজ।

নায়ক হরিদাস স্বামী।

রাগ আড়ানা—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—কান্‌হাই গোরস চাহে মোরস ক্যায়সে পায়হো যোরস রাখো মায় পিয়ে কোঁ সোরস দেখন হোঁ না দেহোঁ। অন্তরা—অতহি উমতে আঁওয়তে ঘর হি নিলজ ভায়ো, নীলজ এয়সি বাতঁয় করত আবলো সঁহি আব্ না সঁয় হোঁ। সঞ্চারী—কালহিঁ লেড়্‌কায়ে আবতে তুঙ্গর ভয়ে তাপর বোলী ঠোলী করত গাঢ়ী চোরি এক গাঁওকো বসবো কায়সে পায়হো॥ আভোগ—হরিদাস প্রভু নন্দ যশোদা আগে কয়হোঁ॥

নায়ক হরিদাস স্বামী॥

রাগিণী টোড়ী—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—তান তরযার তাল তিসি পর লিহেঁ ফিরত গুনি সুভট আপনু উন্ মানত যাঁহা তাঁহা জীতত তুরত। অন্তরা—সুর কামান বোলবান ছুটে যেঁউ লাগৎ বিঝৎ জান শভামে বিদ্যাধর যাঁহা জরত। সঞ্চারী—সপ্তক তরকস ওছে শুরৎ নেজা সমান বক্তুর বাজে বানায়ে থাপুয়া তার সোঁ ফুরৎ। একইস বাইস চৌইস আওধ গাঁয়ে ত্যাগকে কণ্ঠ সোঁ উপজে তুরত। আভোগ—হরিদাস ডাগর এঁহি কহত তুম্ শুনহো সুঘর সজ্ঞান অজ্ঞান কি ফৌজ মুরত্॥ হরিদাস স্বামী॥

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—তরৈয়া নাদ মহানন্দকো মুরছনা গমক নীর সুরত অগাধ তানতরঙ্গ তাল তরল বহো অলাপন ওড়ো থাড়ো পূরণ ধার। অন্তরা—আরোহী অবরোহী দোকুল পুব অংশ ন্যাস গ্রহে গৃহ তান তবর স্বরোজ বাদী বিবাদী সিবার। সঞ্চারী—নৌকা আবাজ পর রাগ রাগিণী পথিক চড়ত উতারত গুণীজন বারপার। আভোগ—হরিদাস ডাগুর উত্তম নায়ক ধারু ধুবপদ ছন্দ গুণ বল্লী পত পতার সংগীত গীত অধার॥ হরিদাস স্বামী।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—নন্দনন্দন উঠমোরে প্যারে, যশোদা মাই মাক্ষণ লে ঠাড়ে। অন্তরা—ভোর ভেইল উদত চায় ভানু, তোহার দরশ-বীন্ ক্যায়সে নিকাসি॥ সঞ্চারী—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সনক আদি, প্রাতঃ সব ধ্যান ধরে তোহারি। আভোগ—শ্রীহরিদাস স্বামী জীকো বঙ্কুবিহারী, ছবে নিরখত নহি নর পলকে নহি ছোড়েহো॥

হরিদাস স্বামী।

নায়ক প্রসাদ স্বামী।

রাগিণী ইমন—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—লাল ওরে প্যারি অনেক ভবি রিস রাতি, ধূর ধূর মূব মূর প্রাণ পাঁয়েতে ঝঝতে মোরি কহি না মানি কোট যতন করে হারি। অন্তরা—বোলত নাহি বাইন চেইন, খেলত নেহি নয়ন সেন, কারণ নহি জানে জাতা যোযো মনাউ তেঁয়ো তেঁযো মান মন ঠানে কোট যতন করে হারি। সঞ্চারী—মলীন বসন বীন্ ভুক্ষণ করপর দে কপোল বর বৈঠিহ্যায় মনমারে গিন্ত না কাহু কি কহি ছুঁওত ভোঁও হোঁ তক্ তানে। আভোগ—প্রসাদ নায়ক প্রভু আঁপহি ওঁসর পগ ধরিয়ে প্রিত্বীত দরশায়ে বিনতি বচন শুনায়ে পাঁহে না লপটানো চাহিয়ে উর আনন্ আনে কোট যতন করে হারি॥ প্রসাদ স্বামী॥

নায়ক চঞ্চল শশী।

রাগিণী ইমন বিতাওল—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বর্ণিনো কো অঞ্জন হো বিরাজে লাল অধরণ লাগে অধরণ পর। তাহুমে আতহিঁ উজাগরি কপোলন তট্ অঙ্ক ॥ অন্তরা—পীঠ পাছে বলয়াকর মৃদুকা গড় গেই হো গাঢ় আলিঙ্গন সোহতে মুক্তা মাল উর অঙ্ক ॥ সঞ্চারী—ফুঁন ভাল তিলক দিয়ে ললাট সোঁ লাগো যাউক আওর দোপর বিন্দ আলি কৃষ্ণ সোঁ সুধি পরত পর বঙ্ক ॥ আভোগ—চঞ্চল শশী প্রভু রিঝে ভিজে লাকে সঙ্গ লোঁ আয়ে মেরে ভোঁবে নিশঙ্ক ॥ চঞ্চল শশী ॥

রাগিণী ইমনকল্যান—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—তুহি জ্ঞান ধ্যান, তুহি বিষ্ণু, তুহি বুদ্ধি, তুহি রিদ্ধি, তুহি বোলে চালাওয়ে, তুহি দিন, তুহি রহিন, তুহি গুরু তুহি চেলা। অন্তরা—তুহি আদি, অন্ত তুহি, তুহি জ্যোতি স্বরূপ, তুহি বহুত, তুহি একেলা। সঞ্চারী—তুহি সোনা, তুহি সোনার, তুহি দীপক, তুহি মন্দীর, তুহি রচা বিরিঞ্চি গঙ্গা, তুহি সোঁ মেলা। আভোগ—চঞ্চল শশী প্রভু তেরি কাঁহালো অস্তুত করে ॥ চঞ্চল শশী ॥

নায়ক আনন্দঘন।

রাগ আড়ানা—তাল জলদ তেতালা।

আস্থায়ী—বাওর ভুল না করিয়ে ওয়াসোঁ প্রিত্। অন্তরা—কপটী কানহড়া সনরী নন্দকো হায় ঘর ঘরকো মিত্। সঞ্চারী—জিয়ে ডরিয়ে ওয়াকে ফান্দে না পরিয়ে, সম্মুঝেসে কয়না সায় জানি ওয়াকো রীত। আভোগ—আনন্দঘন মন মোহন প্যারে উনকি অটপটী রীত ॥ আনন্দঘন।

রাগ আড়ানা—তাল জলদ তেলালা।

আস্থায়ী—বহুত বহুত সুখ পাওরি মাই আজ লালন মেরে পাঁও ধরি। অন্তরা—অনেক তাপ তনতে গেও যব ভেঁটো আনন্দ দায়ী। সঞ্চারী—নগ মোচন সোঁ করহোঁ আরতী তন মন ধন সব করহুঁ বধাই। আভোগ—আনন্দঘন প্যারে কি দরশ দেখে মহান নিধি পাই ॥ আনন্দঘন ॥

নায়ক সূরস্বামী।

রাগিণী সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—চক্রকি ধরণ হার গরুড়কি সওয়ার নন্দকি কুঙার মেরো সঙ্কট নিবারো জী। অন্তরা—জমলা অর্জ্জুন তারো গজ গ্রাস উবারো নাগকি নথন হারো হামারো আধারো জী। সঞ্চারী—জলসে কিউ নিহারো শক্রকো গর্ব্ব গারো ব্রজ কি রক্ষা কিহারো বুধ বিচারো জী। আভোগ—ধ্রুপদ সুতা কি বারো নে কহু না লায়ও বারো আব কি উবারো সুর সেবক তেহারো জী ॥ সূরস্বামী ॥

নায়ক বাবা, রামদাস।

রাগিণী রামদাসী মল্লার—তাল রূপক।

আস্থায়ী—কেতক দূর হায় যো মথুরা নগর যাঁহা কানহারী কিও। অন্তরা—যো য়ো সুধী অওত কাহে না পারত আলি জানত মেরো হিও ॥ বাবা, রামদাস ॥

রাগিণী রামদাসী মল্লার—তাল রূপক।

আস্থায়ী—গোমঠ দেখ ভেঁও হঁায় নেহাল সাহেকে দীদার পাঁয়ে ভয়ে কাজ মনকে। অন্তরা—চরণ প্রস্থ ভেও আনন্দ সে কো কহি না জাত ছিন ছিনকে॥ বাবা, রামদাস।

রাগ আড়ানা—তাল কুম্ভ বা ধামার।

আস্থায়ী—আণ্ডি আণ্ডি ডোলে ব্রজ নাগর মধ্যে মাতি বনি সুন্দর। অন্তরা—বাজত বীন মৃদঙ্গ ঝাঁঝ ডফু নৃত্যত রাধা গোরী আপনা মন্দীর। সঞ্চারী—তাতা দাদিঘন ধেত্তাং ধূমকেটে তাক ধেত্তা তাধা সারে গামা পাধা নিসা। আভোগ—রামদাস প্রভু গাওয়ত তারে দানী অন তন দের। বাবা, রামদাস।

নায়ক নূর খাঁ।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্রথম উঠ ভোরহি নাম লেত অলী নবী ফাতমাহঁ হঁসন হুঁসেন নৈন দো জগীক নিস্তার বেকো তিহারী আস।

অন্তরা—নূরকে জহুরতেঁ স্বধা যে মন দীন আজ মেরি দাতা পাতসাহহি দলবলীহো মাঙ্গত গুণ জ্ঞান গুণকি গাস॥
নায়ক নূর খাঁ।

মিয়া তানসেন কৃত ধ্রুপদ।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বানী চারেঁাকে বেওরে শুনলিজে হো গুণীজন তব পাবৈ এহ্ বিদ্যা সার। অন্তরা—রাজা গবরহার ফৌজদার খাওার দিবান ডাগর বক্সী নাওহার॥ সঞ্চারী—অচল স্বর পঞ্চম আউর চল স্বর বাদ করত ঋষভ মধ্যম ধৈবত নিষাদ গান্ধার। আভোগ—সপ্ত তিন অকইশ বাইশ উনপঞ্চাশ কুট তান তানসেনকো আধার॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মুরারে ত্রিভূবন পতে ইন্দ্র সুরপতে শেষ নাগ হৈ ফনপতে। অন্তরা—ক্ষীর উদধি সলিলপতে কৌস্তভমনি রতননপতে দিনকর দিননপতে কমলাপতে॥ সঞ্চারী—শশী উড় গুণপতে হনুমান বলম পত্তে নারদ ভক্তিমপত্তে সাজন মৃদঙ্গ বীণপতে। আভোগ—চির চিরজী রহো সাহ আক্বর নরনপতে তানসেন তাননপতে॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মোসেঁা জেঁ্যা অবধ বদগয়ে সাঁঝকীয়হ আয়ে ভোর ভয়ে। অন্তরা—এসী কো চতুর সুঘর নার জিন তুম বিরমায়ে এসে সুখদয়ে॥ সঞ্চারী—অধরণ অঞ্জন কহুঁ পীক পল কলীক অউরণ সেঁাচিত হিতবহো ভাঁতন লয়ে। আভোগ—তানসেনকো প্রভু বহাহী পাবধারীয়ে যঁহা কিয়েনেহ নয়ে॥
তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্রথম মঞ্জন অঞ্জন করকর পহর চীরচার। অন্তরা—আলীমে দিল লেলে কমল বহু তেহুয়া ভূষণ রূক সুদা কণ্ঠমাল রতন মুক্তনকে হার॥ সঞ্চারী—আহি অতি ভয়োদ্বাদ রূদ্ কটাক্ষ সলামুন অলকে কন নাহত সে পিয় প্যার। আভোগ—তানসেন নগ রতন জটিত সোরহ সিঙ্গার কিয়ে নরলোক ইন্দ্রলোকহু নহী নার॥　　তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্রথম খরজ সাধো ঔর ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ সুরসপ্ত তিন গ্রাম শুদ্ধ অক্ষর প্রমাণগ্রহ সব অপনে মনমে জব সমঝ আবৈ তব গুণিজনসোঁ নাদকো চরচা কীজিয়ে। অন্তরা—একইশ মূরছনা উনপঞ্চাশ কুটতান বাইশ শুরত তেঁ সব অঙ্গন সোঁ গাইয়ে ঠিক তান শুদ্ধ তাল সাঁচো স্মরণ সোঁ স রি গ ম প ধ নি উলট পুলট ফের ফের জাচ বুঝ সমঝ কর ধূরপদকি ধরন বিচার করলীজিয়ে॥ সঞ্চারী—নাদসমুদ্র অপম্পার কহু না পায়ো ওয়াহুকো ভেদ বারণ পার কাহেকোঁ অতরী সনাহক ঘমণ্ড করত হো সব গুণী জন ইহ বিদ্যা অটপটী মহাঘোরণকি বিকট হোত নাদ ঈশ্বররূপী অমৃত রস যিতনা যাকোঁ মিলে তিতনাই পীজিয়ে। আভোগ—চলি দেবী সর * * * বাচার কমর ধরি নাদ সমুদ্রমে পৈঠি ডুবন লগী তব তুবী কাহির দেধরি কৈতরন লগী ঔরন কী কহা গিনতী করীয়ে, মহানাদ তানসেন কহে শুনো বড়ে বড়ে গায়ন সবশেযী ঔম গুরু রীতন মনন করিয়ে জ্ঞান চিত্ত ধরি গরব ত্যাজ দীজিয়ে॥　　তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—তোকোঁ প্যারে পঠহী কি ধোতুঁ আপতে আই মনায়ন। অন্তরা—প্রাণে সুরকে মুখকী বতিয়াঁ এন হোবে রীহোঁনীকে জানত বৈসী তুঁ মোসোরী লাগী বনাবন॥ সঞ্চারী—আ মুখকী অব কানন করহোঁ অনামল পিয়কোঁ

কাহেন পরত তেরী ভোঁহে তনাবন। কহা কহোঁ রাজারাম সোঁতো সীরী পঠাবৈ হমারে গৃহ বনাবন। আভোগ—তানসেন কহে আবত অপনী অউরণকী চিত লাবত মুঁহকি বাত কহ লাবন॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—এরী হোঁ রীঝ দেখ ভেরহী উঠকে প্যারী কজরা রে দৃগ দোকর সোঁ লাগে মলন। অন্তরা—পুনয়া ছবসোঁ এ ড়াত জন্তাত নীর বহোমান কমল মধতেঁ অলক সুত ছুটে লাগে চলন। সঞ্চারী—চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী বিন দেখে ঘরী পল কলম। আভোগ—তানসেনদেখো রিঝ মগন ভয়ে সুন্দর নার অবলন। তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সঘন বন ছায়ো দ্রুম বেলী মাধো ভূবন অতি প্রকাশ বরণ বরণ পুষ্প রঙ্গলায়ো। অন্তরা—কোকলা খঞ্জন কীর কপোত অতি আনন্দকারী চহুঁ ওর ঝর বরষায়ও। সঞ্চারী—সপ্তস্বর তিনগ্রাম একইস মুরছনা উক্ত যুক্ত লাগ ডাঁট কর দেখাও। আভোগ—তানসেন কহে শুন সাহা আক্‌বর প্রথম রাগ ভৈরব গায়ও॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল্।

আস্থায়ী—ভোরহী ভৈরব রাগ আলাপ অহো প্যারে বংশীমে আন্। অন্তরা—খরজ গান্ধার ঋষভ পঞ্চম মধ্যম নিষাদ ধৈবত তান॥ সঞ্চারী—আরোহী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী তাল কাল আউর মুরণ। আভোগ—উরপ তিরপ লাগ ডাঁটু দেশী মারগ তানসেন শুন সাহা আক্‌বর প্রমাণ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্রথম গাও ঠিক তান শুদ্ধ অক্ষরসো কীজিয়ে প্রমাণ। অন্তরা—সুর তাল শ্রুতি গ্রাম মুর্ছনাকী বানীসো করো

গুণিজন গান। সঞ্চারী—আউরকো কহো নগানে হিয়া হট ধরে আহিহৈ অতি মূঢ় জ্ঞান নাদহিকো কর বিনান। আভোগ—মহানাদ সেন কহে গুণকে জানকর এক আদ হোতহৈ তুম বুঝো জান সুজান। তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মহাদেব আদি দেব দেবাদিদেব মহেশ্বর ঈশ্বর হর। অন্তরা—নীলকণ্ঠ গিরিজাপতি কৈলাসবাসী শিব শঙ্কর ভোলা-নাথ গঙ্গাধর॥ সঞ্চারী—রূপ বহুরূপ ভয়ানক্ বাঘাম্বর অম্বর থপর ত্রিশূল কর। আভোগ—তানসেনকো প্রভু দিজে নাদ বিদ্যা সঙ্গত সোঁ গাউঁ বাজাউঁ বীণকর ধর॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—জৈ সুরয জগচক্ষুঃ জগবন্দন জগত্রাতা জগত করতা জগন্নাথ। অন্তরা—আদিত্য সবিতা অরক খগপূষা গভস্তিমান ভানু দিবাকর জগকার জহোয়তেরে হাথ॥ সঞ্চারী—জ্ঞান ধ্যান জপ তপ তীরথ ব্রত সঞ্জম নেম ধর্ম্ম কর্ম্ম সব উদৈ হোয়স নাথ। আভোগ—তানসেননৈ প্রভু কৃপা কিজিয়ে রাগরঙ্গ স্বরণ সোঁ নিশিদিন গাউঁ তেরো গাথ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্রভাকর ভাস্কর দিনকর দিবাকর ভানু প্রগটে বিহান। অন্তরা—তেরে উদৈতেঁ পাপ তাপ ছুটে কর্ম্ম ধর্ম্ম প্রেমনে মহোয় গুরুজ্ঞান উধ্যান॥ সঞ্চারী—জগমগাত জগতপর জগচ্চক্ষুঃ জ্যোতিরূপ কশ্যপ সুত জগৎকি প্রাণ। আভোগ—তানসেন প্রভু উদৈ জগত কপাট খুলত দিজিয়ে বিদ্যা কৃপানিধান॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বাদর উনহ আয়ে সো পিয় বিন লাগে ডরায়ে। অন্তরা—এয়সি অঁধিয়ারী কারী ডর পাব না লাগত জিয়কোঁ ভারীতে স * * * ধ বচন গয়ে হরিনপায়ে। সঞ্চারী—দাহুর

পীক মোর সোয় করণ লাগে বিরহী তন লাগে ছুরায়ে। আভোগ—তানসেনকে প্রভু তুম নিকে জানো ভলী সুধ লিনীসো অজহুঁ ন আওয়ে॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—জৈ গঙ্গা জগতারিণী জগজ্জননী পাপহরণী বেদবরণী বৈকুণ্ঠনিবাসিনী। অন্তরা—ভাগীরথী বিষ্ণুপদা পবিত্রা ত্রিপথগা জহ্নবী জগ পাবনী জগজানী। সঞ্চারী—ইস শীশমধ বিরাজত এই লোক পাবন কিয়ে জীব জন্তু থগ মগ সুর নর মুনি মানী। আভোগ—তানসেন প্রভু অন্তকরে তুঁহি দাতা ভক্ত জননকী মুক্তকী বরদানী। তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী তারমধ তারকা গঙ্গাপূতরী কালিন্দী অহ বিধি ডোরে বনায়কীনী তিরবেণী। অন্তরা—চুটী পোত কণ্ঠ দীপক মুখকী জ্যোৎ হোত তামে গুপ্ত প্রগট সরস্বতী মিলিয়ে নমেনী॥ সঞ্চারী—সুন্দর রূপ অনুপম * শোভা ত্রিভুবন পাপ তাপ হরণী করত সুখচেনী। আভোগ—তানসেনকো করো নিরমল তুঁ দাতা ভক্তজননকী বৈকুণ্ঠকী নীসেনী॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—হৈ কালিন্দী পতি প্রতাপ বড়ে ওধাতরী সরস্বতী মিল ভই ত্রিবেণী। অন্তরা—পিছেতেঁ আবত যমুনা শ্যামরূপ ভরণ ঘোররূপ বরষত পাষাণ তোর গোমানতে চলি জমকে বেণী॥ সঞ্চারী—অরুণ বরণ সরস্বতী গুপ্ত প্রগট হোত চন্দ্রকিরণ জ্যোতি আকাশ পর ছুবতভুজতেনী। আভোগ—তৈসে বন

পাঠান্তর * অনুপম শোভা ত্রিবিধ রজোগুণ সত্বগুণ তামসগুণ রাজত লাল শ্বেত শ্যাম তরণ তারণী মুক্ত দেনী। নিরখতহী আনন্দ হোত তুব দরশ পরশ তহী রূপ অপরং পার কহোলো বখানী তানসেনী॥

বন তেহু মিলন চলি লাল অতি রঙ্গ ভীনি, ভাগীরথী তুঁ রীতগত তারণ সগর উধারণ সাঁ রাণী। দ্বিতীয় আভোগ—সব ভুব পাবন পৈধা রতি রথ প্রয়াগ বেতারী জলোধাপতি ধরণী, তরণী, তোলোঁ উৎপতি নর নারী ব্রহ্মা বিষ্ণু মকর নাহহত করত অস্তুত গাবত ভরনাদ তানসেন গুণী॥   তানসেন।

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—ভোর হী ভৈরব রাগ অলাপ্যোহি প্যারে বংশী আওন। অন্তরা—খরজ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ তাওন॥ সঞ্চারী—আরোহী অবরোহী আস্থাই সঞ্চারী তাল কাল আউর মাওন। আভোগ—উরপ তিরপ লাগ ডাঁট দেশী মাঁরগ তানসেনকে শুন সাহ আক্‌বর অহনিধ মুরলীমে কীনে গাওন॥
তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—এ মেরে ভাগ জাগে পিয় ভোরহু সুধলই। অন্তরা—মৈ ইতনো ভলো মনাব তহুঁ বল মাহো তুম্ পর বল গই॥ সঞ্চারী—অধরণ অঞ্জন মহাবর ভাল মত গত অউর ভেই। আভোগ—তানসেনকে প্রভু ঠাঢে রহো বলৈয়া লেহোঁ কহাঁপ ইতিয় নই॥   তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্রথম উঠ ভোরহী রাধেকৃষ্ণ কহ মনুয়া সোঁ হোবৈ সব সিদ্ধি কাজ। অন্তরা—ইহলোক পরলোককে স্বামী ধ্যান ধর ব্রজরাজ। সঞ্চারী—পতিত উদ্ধারন জন প্রতিপালন দীন দয়াল নাম লেত যায় দুঃখ ভাজ। আভোগ—তানসেন প্রভুকো সুমরো প্রাতহী জগমেরহে তেরী লাজ॥   তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মোহন দৃষ্টিকে আধার তনকোঁ অব রাখলীজিয়ে গোপাল। অন্তরা—নৈন প্রাণ সুখ দিজিয়ে তনত দুখ্ দূর কীজিয়ে এতনী মিনতি মেরি শুনলীজিয়ে হাল॥ সঞ্চারী—

পতিতপাবন করুণাসিন্ধু দীন দুখ ভঞ্জন অনেক রূপ লীলাধারী ভক্তবছল যুগে যুগে ভয়ে কৃপাল॥ আভোগ—মদনমোহন মধুসূদন মুরার গজ সুদামা দ্রৌপদী সহায়কারী তানসেন প্রভু ভক্তপ্রতিপাল॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—এ আজ বাঁশরী বাজাই বন মধ কৌন ঢঙ্গ কৌন রঙ্গ ফুঁকি ফুঁকি। অন্তরা—শুনত শ্রবণ সুধি রহি নহি তন্‌কী ভইহোঁ বাবরী বৃন্দাবন দিশি হৈ রিঝু কিঝু কি॥ সঞ্চারী—ব্রহ্মা বেদ পঢ়ত ভুলে * * * মাধ মাহ ভুলে সুর নর মুনি মোহে দেবাঙ্গনা দেখে লুকি লুকি। আভোগ—সপ্তস্বর তিনগ্রাম একইস মুরছনা * * তানসেন প্রভু মুরলী বাজাবত বোলত মোর কোকিলা কুহু কি কুহু কি॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—লম্বোদর গজ আনন গিরিজা সুত গণেশ এক রদন প্রসন্ন বদন অরুণ ভেশ। অন্তরা—নর নারী গুণী গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ তঁবর মিলি ব্রহ্মা বিষ্ণু আরত পূজবত মহেশ॥ সঞ্চারী—অষ্টসিদ্ধ নব নিদ্ধ মুষিক বাহন বিদ্যাপতি তোহি সুমিরত তিনকো দিত শেষ। আভোগ—তানসেনকে প্রভু তুমহীকুঁ ধ্যাবৈ অবিঘন রূপ বিনায়ক রূপ স্বরূপ আদেশ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—তুম হো গণপত দেব বুধ দাতা শীশ ধরে গজ শুণ্ড। অন্তরা—যেই যেই ধ্যাবৈ তেঁই তেঁই ফল পাবৈ চন্দনলেপ কিয়ে ভুজদণ্ড॥ সঞ্চারী—সিদ্ধেশ্বর নাম তুমারো কহিয়ত যে বিদ্যাধর তিন লোক মধ সপ্তদীপ নবখণ্ড। আভোগ—তানসেন তুমকো নিত সুমিরত সুরনর মুনিগুণী গন্ধর্ব্ব পণ্ডিত॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সাধো বিদ্যাধর গুণ নিধান গুণ দাতা সরস্বতী মাতাকো কর আদেশ। অন্তরা—নমঃ নমঃ রিদ্ধি সিদ্ধিকে

স্বামী সকল বিদ্যা প্রবেশ॥ সঞ্চারী—যো ইনকো ধ্যাবৈ মন ইঞ্ছা ফল পাবৈ দূরহতে তন তেকলেশ। আভোগ—তানসেন প্রভু তুমহীকো ধ্যাবৈ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ॥　　　তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—এগণ রাজা মহারাজা গজানন যে বিদ্যা জগদীশ। অন্তরা—সপ্ত স্বরকোঁ গাউঁ বাজাউঁ সব রাগ রাগিণী পুত্রবধূন সহিত ছতিশ॥ সঞ্চারী—বাইস শোরত একইস মুরছনা উনঞ্চাশ কূট তান আবৈ জগদীশ। আভোগ—তানসেনকোঁ দিজে ছ রাগ ছত্রিশ রাগিণী তাল লয় সংগীত মত সোঁহোয় কণ্ঠ প্রবেশ॥　　　তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—শুভ নথত তথথ বৈঠো রাজত ছাজতহৈ সব মুলুক থলকজে বিধা না কিয়ে সব ছত্র ধরে তে সব লাগে সব সেবা করণ। অন্তরা—ধন ধন চক্র ব্রত নরেশ আকবর দুখ হরণ তানসৈন এসো সুরো পুরো নর নরেন্দ্র নরন।　　　তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সুনজর ভই অপনে প্যারেকী কাহেকুঁ চিহ্ন দুরাবত মোতে তবহী জানি তেরী চতুরাই। অন্তরা—রাতকী জাগি পাগি পীতম সঙ্গমসেঁা ছিপাবত গাত নৈন উনী দেতেরে লেত জম্ভাই॥ সঞ্চারী—সুন্দর মৃগ নয়নী বোলত পীক বৈণী প্যারী রঙ্গ ভরী মূরত মন সমাই। আভোগ—তানসৈন পিয় বস করলীনো ধন্য ধন্য মহারাণী সুখদায়ী॥　　　তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সোহত কামন উত্তম রূপ পহরত সবার চীর ওপ বঢায় কুন্দন অঙ্গ। অন্তরা—টিকে কো কিয়ো অদোত তাতে তিমির ফটো শরণ পরে পাছে শীশ ফুল ধূয় সমান শ্রবণ কুণ্ডল কবরী অচক কটাক্ষ আপজোত বনা রহি দোউ অনঙ্গ। সাঞ্চারী—দৃগ অঞ্জন দিয়ে খঞ্জন বস কর লিয়ে কর দর্পণ হার

সুখ দেত সুখ পাইয়ে অন নিরখে উড় জাতয় বরণন গুণী গাবৈ। আভোগ—মানক হীরা কপোল মুক্তলর মুক্তমাল ভূজ বিনাল কর কমল বাজু বন্দ ফন্দন লটক লটক অলী যুগ সঙ্গ। দ্বিতীয় আভোগ—রামকি রণ উপজো নবল বিচিত্র কঞ্চুকি মধু অতঙ্গ অধর সুন্দর ত্রিবলী তেরে বাট রনন ঝনন ঠনন। তৃতীয় আভোগ—অমৃত লাভ অউর মলী পপীলা রস লেত অত জাত, তানসৈনকে প্রভু সাহ আকবরসোঁ বনারহে জ্যায়সে পার্ব্বতী মহাদেব অরধঙ্গ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—বত ভাঁন উত সাহ আকবর দোদরস যো দেখে সোই হোত পবিত্র ইন্দ আউর জন মন্দ স্মরণকে বর পাবৈ গুপত আনন্দ। অন্তরা—বে তিমির হরণ এ দুঃখ ভঞ্জন তাকি সোঁহে করি য়ত সাহ দিনো মকরন্দ॥ সঞ্চারী—বহু সাহস কিরণ প্রকাশ কিনো অতি বুধ শ্রেষ্ঠ ময়াধর জগবন্দ। আভোগ—তানসেন কহে কহাঁলোঁ অস্তুতি করে কাটন হরে বিকার দুখ দন্দ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—জৈ শারদা ভবানী ভারতি বিদ্যাদানী মহাবাকবাণী তোহি ধ্যাবৈ॥ অন্তরা—সুর নর মুণি মাণি তোহিকোঁ ত্রিভুবন জানি যো জাকি মন ইচ্ছা সোই সোই পূজাবৈ॥ সঞ্চারী—মঙ্গলা বুধদানী জ্ঞানকী নিধানী বিণা পুস্তক ধারিণী প্রথম তোহি গ্যাবৈ। আভোগ—তানসেন তেরী অস্তুতি কহালো বাখানে সপ্ত স্বর তিন গ্রাম রঙ্গ লয় অক্ষর আবৈ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মহাবাক বাদনী সন্‌মুখ হুজৈ অব হুজৈহো। অন্তরা—আহিতে ত্রিভুবন মানি আতে তুঁ ভবানী যো যাকে মন ইচ্ছা সোই সোই পূজেহো॥ সঞ্চারী—রিদ্ধ সিদ্ধ তবহী পাইয়ে মাতঃ যব তব চরণ ছুঁজে হো। আভোগ—তানসেন যহ প্রসাদ মাংগত যহঁ তহঁা রঙ্গ রঙ্গকী করভুজেহো। তানসেন।

* রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সরস্বতী সুপ্রসন্ন হোয় মোকুঁ বাক্‌বাণী। অন্তরা—খরজ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ গুরু আবত তানসানী। সঞ্চারী *—রূপকী নিধানী দয়ানী বিদ্যাদানী জগত জননী সারদা সন্তন মন মানী। আভোগ—তানসেন মাংগে তাল স্বর অক্ষর রাগ রংগ সংগত সেঁ। গাবৈ ইচ্ছা ফল দানী॥ তানসেন।

৩ রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্রথম দান সরস্বতী গণপতি বুধ দাতা। অন্তরা—যাকি কৃপাতেঁঅন ধন লক্ষ্মী পালন করে সব জগত্রাতা॥ সঞ্চারী—যৈ যৈ ধ্যাবত মন ফল পাবত সব গুণীয়নকোঁ দেত বিধাতা। আভোগ—তানসৈন প্রভু যুগযুগ জীবো চরণ কমল রঙ্গ রাতা॥ তানসেন।

রাগিণী নাচারীটোড়ী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—অনুদ্রুত লঘু গুরু প্লুত তাল প্রমাণ। অন্তরা—খরজাদি দৈ সুর সপ্ত আরোহী অবরোহী অংশন্যাস তেনা হুঁতেঁ উপজে মুরছনা তন। সঞ্চারী—গীত ছন্দঃ ধারু ধ্রুপদ সাধো সোধে বানী গাওয়ে কর বিনহি। আভোগ—তানসেনকে প্রভু তোম্ বহু নায়ক সৌ কহাত্তৎ সব্‌মে কলাবন্ত বানী॥ তানসেন।

রাগিণী কেদার—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বনয়ারী বনয়া দীজে চন্দন খেরে বনমালী বনমালা। অন্তরা—কানন কুণ্ডল নেত্র বিশাল রিঝ রিঝ গোপীজন ভৈ

অন্তরা—খরজ ঋষভ গান্ধার ইন ইন স্মরণ সাধে তব রাগ রঙ্গ গুরুপ্রসাদ আবত তানসানী। সঞ্চারী *—রূপকি নিধানী দয়ানী সিংঘলানী মহিষাসুর মর্দ্দনী জগত জননী গুণ নিদয়ানী। আভোগ—তানসেন মাংগে তান তাল সুর শ্রীদুর্গে ভবানী কিজিয়ে দয়া মোঁহে দিন যামী॥

নেহাল ৷৷ সঞ্চারী—মন্দহঁসন রতন ঝলকে চন্দ্র কীরণ ফৈল রহো অদ্ভুত গতি নিরিক্ষত শ্যাম তক্ তক্ রহো গোপী গোয়াল। আভোগ—তানসেনকো প্রভু তুম্ বহু নায়ক কনকলতা ঢিগ্ রহো তরু তমাল ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্যারে তুঁহী ব্রহ্মা তুঁহী বিষ্ণু তুঁহী রুদ্র তুঁহী শক্তি তুঁহী গনেশ তুঁহী শৌরা। অন্তরা—তুঁহী জল তুঁহী থল তুঁহী পবন তুঁহী আকাশ তুঁহী অধুরা তুঁহী পূরা ॥ সঞ্চারী—তুঁহী ছৈল তুঁহী আলাবেলা তুঁহী রোবত তুঁহী হঁসত তুঁহী উঠত বৈঠত চলত তুঁহী ঢুরা। আভোগ—তানসেনকে প্রভু একহী অনেক হোয় জগমে ব্যাপ রহো হো হজুরা ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বাদর উন্হো আয়ে সো পিয় বিন লাগে ডর পায়ে। অন্তরা—একতো অঁধিয়ারী কারী লাগত ডর বন তৈসে হী অবধ বীতন লাগে অজহুঁ ন আয়ে ॥ সঞ্চারী—দাদুর পীক মোর সোর করণ লাগে বিরহী তন লাগে ডরায়ে। আভোগ—তানসেনকে প্রভু তুম্ নীকে জানো ভলী সুধলী নী ভোরে ধায়ে ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সকর গঞ্জ গঞ্জ বকস সেথ ফরিদ আলমগীর রীন্দ এসেকে লিজে নিবাজ রহে জগমে লাজ যায়ে তনতে রঞ্জ। অন্তরা—যেই যেই মাঙ্গীয়ে তেই তেই ফল পাইয়ে তনকো করত দারিদ্র ভঞ্জ। আভোগ—তানসেন কহে এতেহী মাংগতে এ তুম পৈযোহো মদতন পুঞ্জ ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মোসোঁ যে অবধ বদগয়ে সাঁঝকে ভোরহী আয়ে। অন্তরা—এসীকাহু চতুর নার জহাঁ তুম্ রস বসকিয়ে এসে

নেহ নায়ে॥ সঞ্চারী—অধরন অঞ্জন ভাল মহাবর তিন তিলক ঠায়ে। আভোগ—তানসেন প্রভু জাবো জী জাবো নইনার রঙ্গায়ে॥

তানসেন।

রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী হংসগমনী চলিহৈ পূজবন মহাদেব। অন্তরা—করে লিয়ে অগ্র থার পোহপনকে উঁদে হার মুখ দিয় রাজ রায়ে দেবনকে দেব মহাদেব॥ সঞ্চারী—সোলহ সিঙ্গারবন্তীসোঁ আভরণ সজনথ শিখ সুন্দর তাই ছব বরণী ন জাইহৈ নিরমল মঞ্জন কর সেব। আভোগ—তানসেন কহে ধূপ দীপ পুষ্প পত্র নৈবেদ্য লে ধ্যান লগায় হর হর আদি দেব॥

তানসেন।

রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—কৌন সোঁ রীত মানি সাঁচী কহো মন ভাবন। অন্তরা—নিশিকে জাগে অনুরাগে আয়ে হো ঝুকন লাগি তব ঝুম ঝুম আয়েহো মোহে রিঝাবন॥ সঞ্চারী—বচন বনাবত বন নহি আবত কহে দেত নৈন বৈন দরশাবন। আভোগ—তানসেনকে প্রভু বাহী সিধারো যহা সারি রৈণ রহে রাত রণ জগাবন॥

তানসেন।

রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আজ মেরে ভাগ যাগে পিয় ভোর হী সুধ লই। অন্তরা—ইতনি ভই নিহাল পিয় তুম্ পৈ বল বল গই॥ সঞ্চারী—তন মন পুন তুম্ হি নিশি দিন তুমরে রঙ্গ রঙ্গ গই। আভোগ—তানসেন্ প্রভু তুম্ চতুরো শিরোমণি রস বস তিহারে ভই॥

তানসেন।

রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—জিন করো মোসেঁ ঝুঁঠি ঝুঁঠি বতিয়াঁ তিহারী প্রতীত মোহনে কনহী আবত। অন্তরা—বেতো লঙ্গর কানহ নহি ছাড়ে অপনি বান, ভয় বসতি ন কেয়হ জাবত॥ সঞ্চারী—

মেরে প্রত্যক্ষ আয় লাথনসোঁ। হৈ থবাব তপ গপ রস পরশ নিজ চুক ক্ষমা করাবত। আভোগ—বার বাঁর করি সাবন তানসেন এ নাহি সোহাবত॥ তানসেন।

রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—নাদ অগাধ বহোত গয়েহৈ সাধ সুর নর গুণী গন্ধর্ব্ব রচ পচ হারে শুদ্ধ সমার। অন্তরা—কাহুনা পায়ো পার কর কর যাকে বিচার কম্বল অশ্বতর শিব শ্রবণ ধার আঞ্জনী নন্দন কহে উচ্চার সরস্বতী তরণ লাগি হিয়মে দোতুম্বা ডার॥ সঞ্চারী—সপ্ত সুর তিন গ্রাম একইশ মুরছনা বাইশ শ্রুতি উনপঞ্চাশি কুট তান অংশ ন্যাস বিকৃতি ধার। আভোগ—ছ রাগ ছত্তিশ রাগিণী ওড়ব থাড়বকে ভেদ শুধ মুদ্রা শুধ বানী তানসেন করো বিনান জাকো সুঝত না বারাপার॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বেদন দরদ দূর কর হজরত মীরা অবর কহো সুমরণ হজরত ইমাম কামম রসদ সাঁচে হো তুম্ পীর। অন্তরা—যৈ ফল মাঙ্গ সোই ফল পাবৈ রাজপাট সুথত রীর॥ আভোগ—তানসেনকে প্রভু রহিম করম কীজ্যে পাপ নর হত শরীর॥ তানসেন।

রাগিণী কল্যাণ—তাল সুরফাঁক্‌তাল।

আস্থায়ী—মোর মুকুট শীশ ধরে মুরলী অধর ঘরে গৌবনকে আগে পাছে নাচত উত্তম গত। অন্তরা—এরি ধূমতে সুরভীতে রত সপ্ত সুরন বংশী অধর সুধাধর॥ সঞ্চারী—মধুবন তে আবত ধেনু চরাবত গবাল বালসে সঙ্গ ধরে। আভোগ—তানসেনকে তুম্ বহু নায়ক চিতবত চিতহার মোর মুকুট॥ তানসেন।

রাগিণী কল্যাণ—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—আলিরী মেদ মুরলী বাজে নর্ত্তত কুঙর কানাইয়া। অন্তরা—জৈসি নির্ম্মল সরদ, চাঁদনী তৈসে নবল ছবৈয়া॥

সঞ্চারী—সরদ রৈণ জৈসি নিশী পিয়ারো বেল চমলী ফুলি বনৈয়া। আভোগ—তানসেনকে প্রভু বহু মায়ক কর গয়ে অপনি ঢুলৈয়া আলিরী॥ তানসেন।

রাগিণী হাম্বীরকল্যাণ—তাল সুরফাঁক্‌তাল।

আস্থায়ী—সংসার সাগর তরকো নাদ ব্রহ্ম কৌউ পার না পায়ো। অন্তরা—জয়া কণ্ঠ সরস্বতী থাড়ি ন থাড়ি বুধ প্রকাশ কহুঁ গায়ো শুনায়ো॥ সঞ্চারী—উক্ত যুক্ত লোচন লক্ষ্মী ব্রহ্মা বিষ্ণু স্বপন জনায়ো। আভোগ—তানসেনকে প্রভু তুম্ বহু নায়ক ত্রৈলোক্যকি গত পার ন পায়ো সংসার॥ তানসেন।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—রিহুঁ কব দেখোরী অন নৈনন লাগত দরশ পরশ পায় ন থে তব হি মায় ভাগ সুহাগী। অন্তরা—যব্ শ্যাম গবন কিনো ভুল রহিরী মায় কৌন রাখো পায়ন পর পরজাত ঘরি ঘরি পল পল ছন ছন বরথ বরথ শ্যাম মোহে যো ঔসর লাগি॥ সঞ্চারী—দিন দিন সুমরণ করত রৈণ রহত ভোর ভয়ে হো ছত্রগ জগ জাগী। আভোগ—মিয়া তানসেন সাহে জিলাল রমকে রমাল মিল সোহে তব তেজীত্রবকী ফল মোতনতে অন সগী রিহুঁ কবদে॥ তানসেন।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—গণপত গাইয়ে রিঝাইয়ে মন ইচ্ছা ফল পাইয়ে। অন্তরা—যোই যোই ধ্যাবে তেই তেই ফল পাবে গৌরা সুত মহেশ মন মনাইয়ে॥ সঞ্চারী—সুর নর গুণি মুনি গায়ন করত কব পণ্ডিত শুশির শুশিরা মন গজ যশ পাইয়ে। আভোগ—তানসেন তন মন ইঞ্চা পূজাবত চিতা মন বরদাইয়ে গনপত॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সঘন বনছায়ো দ্রুমবেলী মদভাবন মত প্রকাশ বরণ মারণ পোপ রঙ্গ লায়ও। অন্তরা—কোকীলাকি রণ চাত্র গামোর পীক কপোত খঞ্জন সবহি আনন্দ করত চহুঁত্তর রসভর

লায়ও ॥ সঞ্চারী—বাজত কিনরী রবাব বীণ মৃদঙ্গ উপজ তান মান পরমান সরস তীবর পায়ও। আভোগ—কহে মিয়া তান-সেন শুন সাহ আক্‌বর প্রথম রাগ ভৈরব গায়ও ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল তেওরা।

আস্থায়ী—বিদ্যা ধ্যান সরস্বতী মাতা করে হো আদেশ। অন্তরা—নম নম যাকে অষ্টসিদ্ধিকে দাতা কাটত দুঃখ বন্দ হোতে প্রবেশ॥ সঞ্চারী—যো ব্রজন তুম্ হি কো ধাবে দূর হোতে উন্‌কে মন্‌কে কলেশ। আভোগ—তানসেন প্রভু তুম্ হিকো ধাবে যো সবাল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল তেওরা।

আস্থায়ী—তুম্‌হো গণপত দেহো বুধদাতা শীশ নমাহে গজ তুণ্ড। অন্তরা—রিদ্ধ সিদ্ধ নাম ধরিহে তিন্‌হো দেতা বিদ্যা ধন তিন লোকনমে সপ্ত দ্বীপ নব খণ্ড ॥ সঞ্চারী—সোচ করতহৈ সুধ বুধ লিনো চন্দন অবগজা অঙ্গলেপ কিনো। আভোগ—তানসেন প্রভু তুম্ বহু নায়ক কাঁহা মূর্খ কাঁহা পণ্ডিত ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বাজত বীণ রবাব সিতার সারঙ্গ তম্বুরাদি তত বাজে কহিয়ত বীনান। অন্তরা—মৃদঙ্গ ভরুজ মর্দ্দল পুস্কর পথবাজ তবলে খঞ্জিরী ঢোল ঢোলক বিতত জান॥ সঞ্চারী—তাল মঞ্জিরা কঠতাল করতাল ঝাঁঝ ঝন্‌কার ঠোক ঘন মান। আভোগ—মূরলীবংশী শৃঙ্গী সহ নাই মূরছঙ্গ তানসেন শিখরবাজে চারো সান ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল রূপক।

আস্থায়ী—মুরলী বাজাবৈ আপন গাবৈ নৈন ন্যারে নচাবৈ অহ সব্‌হি তিয়নকে মনকোঁ রিঝাবৈ। অন্তরা—দূর দূর আবৈ পাণিঘাট কাহুকে ঘটন দূরাবৈ রসনা প্রেম জনাবৈ॥ সঞ্চারী—মোহন মূরত সাঁবরী সুরত দেখতহি মন লল চাবৈ। আভোগ—তানসেনকে প্রভু তুম্ বহু নায়ক সবহীনকে মন ভাবৈ ॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল সুরফাঁক্তাল।

আস্থায়ী—তুহাঁ ওঁকার মহাদেব শঙ্কর তুম্ সকল কলা পূরণ করত আস্। অন্তরা—নিহ চেহি ধরত ধ্যান সুমরণ কর মন মান দেখত দর্শন গই ত্রাস॥ সঞ্চারী—হরে দুঃখ দন্দ্ব সোহত জটা গঙ্গ রুণ্ড মাল গলসোহে বাঘাম্বর বাস। আভোগ—হর হর করত হরে পাপ মিটে সকল দুঃখ সন্তাপ লহে মন উল্লাস॥ তানসেন সেবক ধ্যাবত মন ইচ্ছা ফল পাবৈ হোয় কৈলাশ নিবাস॥　　তানসেন।

রাগ ভৈরোঁ—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—অনত ঋতু মাস আয়ে পিয় ভোরহী মেরে। অন্তরা—মোহিতো শুধ ভূল গইরী মোহন মুখ হেরে॥ সঞ্চারী—জিয়কী ঔরসোঁ মুহুকি হমসোঁ কহত হৈ টেরে। আভোগ—তানসেন প্রভু তাহিপৈসি ধারীয়ে তু অমন রহো জিন তন নেরে॥

তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল রূপক।

আস্থায়ী—কানহ তেঁ অব ঘর ঝগরো পসারো কৈসে হোয় নিরবারো। অন্তরা—অহ সব ঘেরো করত হৈ তেরো রস অন রস কৌন মন্ত্র পঢ়ডারো॥ সঞ্চারী—মুরলী বজায় কিনী সব বৌরী লাজ দই ত্যাজ অপনে অপনে মৈ বিসারো। আভোগ—তানসেনকে প্রভু কহত তুমহি সোঁ তুম্ জীতো হাম্ হারো॥

তানসেন।

রাগিণী ইমনকল্যান—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—লালন আনতা রত মানে আয়ে হো মোর গৃহ অনসোলে নৈনবান তোতরাত। অন্তরা—অধর অধর ফোকে করত চিতবন চোরী কাহেকো লেজাত ঔর সোহেতর সাত॥ সঞ্চারী—মরগজ পীতাম্বর ঝুলত গরে বনমাল ধিন গুণ উরপর বিরাজত॥ আভোগ—কহে মিয়া তানসেন তুম্ বহু নায়ক সহস্র গোপী এক প্রাণনাথ॥　　তানসেন।

রাগ হিণ্ডোল—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—কাঞ্চন ভরণ হিণ্ডোল পীত বস্ত্র পয়হেরে গুরু শিশ মুখ ঝুলাবত নার। অন্তরা—মন উতঙ্গ চঞ্চল তান লেত ফিরত জাত তত বিতত গাবত ঘন শীখর বাজে॥ সঞ্চারী—গীত প্রবন্ধ ছন্দ ধূয়া মঠত সবকে বোরে নেয়ারে করত সুর। আভোগ—তানসেন রসনা গুণ গাবত ললত রাগকে নিরক্ষ নিরক্ষ জিয়ে বারে ডারো॥ তানসেন।

রাগ হিণ্ডোল—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—চল সখী কুঞ্জধাম খেলত বসন্ত শ্যাম সঙ্গ লিয়ে রাধে নাম রঙ্গ গুণি আগৈরী। অন্তরা—মুক্তাহার রসাল মাল কেতকীকে সুখ জল আউর ন প্রবঠ বনফুলী বন বাগৈরী॥ সঞ্চারী—বোলত কোকীলা কীরত গুঞ্জত ভমর বিথাত সমীর ধীর উডত পরাগৈরী। আভোগ—তানসেনকো প্রভু গ্রীবা মিল খেল করত গাবত হিণ্ডোল রাগ ভর আবত রাগৈরী॥ তানসেন।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আনন্দী অরধঙ্গী অঙ্গ অঙ্গ সংগী এয়াস জৈ হৈ শিব শম্ভু। অন্তরা—নাগ চর্ম্ম ওড়ে এক কর ডমরু এক কর ত্রিশুল সহস ফণী নন্দী॥ সঞ্চারী—অষ্ট যাম স্বামীকুঁ ধ্যান ধরত সুখ পাবে তান তরঙ্গী। আভোগ—কহে মিয়া তানসেন ইয়ে ছব নিরক্ষত সম্পত সুঞ্চত বডে চঙ্গী আনন্দী॥ তানসেন।

রাগিণী কানাড়া—তাল তেওর।

আস্থায়ী—ঘোটা হীরকোদীন চাল তো চন্দ চল দীন চাতুর অতুর ভয়ে তোলে। অন্তরা—অহদধ মঞ্জন মন ভজ লেলে জাত অরিহো বলৈয়া লেহো দেখো অহ তোর কোকর অচরাগহে চীরকো॥ সঞ্চারী—কবহুঁ অটপটী তাতে কহে কহে জাত মোসোঁ কবহুঁ বোলী ঠোলী সিকর মেরো আবত বসন হরণ এক যমুনা তীরকী। আভোগ—তানসেন প্রভু অব কৈয়সে ছুট পাড় জাড় কৌসপে অহ বল দেখো দয়াল বল হীরকী ঘোটা॥ তানসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—জাগত ভয়ে জ্যোতি স্বরূপ কিন্নরকে বর পায়ও সাস তর যতি মির বঠত শশি ভয়ো মন্দ। অন্তরা—দিনকর দিনলে আয়ও সবকে পর পুরকরণ ঘট ঘট ভয়ো আনন্দ॥ সঞ্চারী—সহস্র কিরণ উদিত কিও মুদিত কুমুদিনী প্রফুলিত ভয়ো, কমলিনী অন্ধকার পায়ও পদ। আভোগ—অষ্ট কমল আগম নিগম কহে মিয়া তানসেন দূর কিও দুঃখ দ্বন্দ্ব॥

তানসেন।

রাগ খট্—তাল সুরফাঁক্‌তাল।

আস্থায়ী—কুঞ্জ পহত সোর চন্দ মঞ্জন হেত অবহেত মীম দীপ পস্তগ। অন্তরা—লেহো হেত পাষান সাতী ছাত্র গহেত জননী বালক হেত কৃপণ হেত দ্রব্য কান্তাহেত অনঙ্গ॥ সঞ্চারী—শরীর সুখ হেত, সন্তোষণ মনহেত সাধু হেত অসঙ্গ। আভোগ—কহে মিয়া তানসেন শুনহো গুনী জ্ঞানী সার হেত সংগ॥

তানসেন।

রাগিণী বড়হংস—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—শিব শিব শঙ্কর হর হর মহাদেব তুম্ পরশত দুঃখ দরিদ্র পরহর। অন্তরা—এক্ পবন পল লীলা কণ্ঠ ভরম অঙ্গ ত্রৈলোক্য হর হর॥ সঞ্চারী—অজা জরণ ভেখ হরণ মহাদেব ভরস কঙ্কন কর ধরে। আভোগ—তানসেন লাগি বিনতি করত হাঁায় দুঃখ দারিদ্র পরহর॥

তানসেন।

রাগিণী লচ্ছমীতোড়ি—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সাহে কি বিক্রম দানকো করণ ভোজ সমতোল জ্ঞানী। অন্তরা—বলকো ভীমসেন পৈজনকো পরশুরাম তেজকো প্রতাপ ভানু॥ সঞ্চারী—ইন্দ্রসম রাজা মূরতকো কামদেব এয়সে মহি জগমে হোই। আভোগ—কহে মিয়া তানসেন যুগ যুগ চিরজীব আকবর সাহে॥

তানসেন।

রাগ শ্রী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—শ্রীধর পিনাকধর গিরিধর গঙ্গাধর, মুকুটধর জটাধর আউর হর বংশীধর। অন্তরা—শঙ্খধর ডমরুধর চক্রধর ত্রিশূলধর রাধাপতি গৌরধর নরহর শিব শঙ্কর। সঞ্চারী—সুধাধর বৃষভধর ধরণীধর শশধর চন্দন কি বিভূতিধর তার ঈশ্বর পরমেশ্বর। আভোগ—তানসেনকো দীজে কৃপা কীজে বিদ্যাবর॥ তানসেন।

রাগিণী আড়ানা—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মর্জ্জন করি প্যারী পহিরে নীল সারী, অঙ্গীয়াকি খেঁচি বন্দ টীকা সবারী। অন্তরা—শীশ বেদী শীশ ফূলী বনী চোটী বন্দ ঝোলে অলকা সোহেরে মতীয়ন মাঙ্গে ভারী॥ সঞ্চারী—নাসা বেসর কানন বীর জড়িত রতন হিরণ জ্যোৎ জগ মগাত কণ্ঠ শিরী চন্দ্রহার চম্পাকলী বাঁহ বাজু বাঁধে গজরা চুড়ি হারি। আভোগ—অঙ্গুরী অঙ্গুঠী কটী কিঙ্কিণী পগ নুপুর ঘুঙ্গুরু চলত গতি মরাল, অব ছব দেখে তানসেন প্রভু বলিহারী॥ তানসেন।

রাগিণী গুর্জ্জরী টোড়ী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—নাদ নগর বসায়ে সুরপট মহল ছায়ে উনপঞ্চাশ কূটতান অচ্ছর বিশ্রাম পায়ে। অন্তরা—গীত ছন্দ তত বিতত ডমরুকা ধুন আলাপ তান তালকে কিবাড় খরজ সুরপট জিঞ্জীর ত্রিবট খুঙ্গী তামে ধুরপদ মধ ছিপায়ে। আভোগ—কহে মিয়া তানসেন শুনহো গোপাললাল অর্ব্ব খর্ব্ব কর কর দেখায়ে সুর মিলায়ে কণ্ঠ মিলায়ে আকবর পরথ পায়ে। তানসেন।

রাগিণী গৌড় মল্লার—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—ইন্দ্রহুকি আশ আরি পাপিয়ণকে বাতিয়া দেশে দেশে খবর কারী। অন্তরা—গরজে দামামা বাজে ধুর আনে সানে বানে বদরাকি ফৌজ চরি বুঁদে হুকি তির ভারি॥ সঞ্চারী—দামিনী শীরজক তোপ গোলা বান ছুটে কেঁও করজিয়ে বির-

চিণী বিচারি। আভোগ—কহে মিয়া তানসেন যিনকে পিয়া বিদেশ তিনহো কি জংগ ভারি॥　　তানসেন।

রাগিণী পুরিয়া ধনাশ্রী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—নওরঙ্গী আকবর সাহে জলাল কারী নও নিহাল আয়ে হামারি মায়া কর কর। অন্তরা—তন মন ধন নেও ছাবর করিও আবন পরত পাতি বুঝাবন, প্যারে বলম হো ভুজ বনার ভর ভর॥ সঞ্চারী—আদরসো আদর যাত, আউর সো আউর যাত পরসাদ যুগল অঙ্গ সুবাস সরস ন্যারী॥ আভোগ—কব তানসেন সাকিন আবতহৈ বাত করত যাকে নিডর নিডর অত শরণ॥　　তানসেন।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—কহ জী খরজ কাঁহাতে ঋখব কাঁহাতে কাঁহাতে উপজি গান্ধার। অন্তরা—মধ্যম কাঁহাতে পঞ্চম কাঁহাতে ধৈবত কাঁহাতে, কাঁহাতে নিখাদ সব॥ সঞ্চারী—আরোহী কাঁহাতে অবরোহী কাঁহাতে, মুরছন কাঁহাতে গীত ধরে কাঁহাতে। আভোগ—কহে মিয়া তানসেন যৈ যৈ গুণিজন ইয়াকো করতো নিরধার॥　　তানসেন।

রাগিণী ইমন কল্যান—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—জয় দেবী শক্তি রূপা শারদা ভবানী। অন্তরা—তুঁহি মূল তুঁহি থুল তুঁহি শাখ তুঁহি পত্র তুঁহি ফল। তেরি ইচ্ছা পূরবেকো বাকবাণী॥ সঞ্চারী—তুঁহি জলমে তুঁহি থলমে, তুঁহি ঘাট তুঁহি বাট তেরো নাম লেকে গাঁও। আভোগ—তানসেনকে স্বামী আপনে কৃপা কিজে দিজে স্বর শারদা ভবানী॥　　তানসেন।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—ধৈবত পঞ্চম মধ্যম গান্ধার সপ্তস্বর সোধে সাধি গুণি কোন ধরে রে। অন্তরা—তেরহি অলঙ্কার বসে সরস্বতী সাধে বেদচারি সা রি গ ম প ধ নি সপ্তাঙ্গ সুর ধ প ম গ রি। সঞ্চারী

ত্রিদেব ত্রিবেদ স্মরণ মুদ্রা তাথিয়া তাথিয়া ভনন্তা মহম্মদ। আভোগ—সপ্তস্বর তিন গ্রাম একইস মুরছনা উনপঞ্চান কূট-তান তানসেন বিদ্যা লেই॥ তানসেন।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আনন্দে জগবন্দে ত্রিপুরাসুন্দরী মাত ভবানী দয়ানী দয়া রাখিয়ো সোধে বাণী। অন্তরা—ধন্য ধন্য শঙ্করী শিবানী সর্ব্বকলাময়ী বরদায়িনী দয়াকর মুণ্ডমালী॥ সঞ্চারী—তু মা সর্ব্বসংহারিনী, শম্ভু নিশুম্ভ বিদারিণী রক্তবীজ মারনী আদ্যা-শক্তি রক্তোৎপল নিবাসিনী। আভোগ—ধ্যায়াওতে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র দিকপাল শনকাদি ঋষিগণ তানসেন গাওয়ে তব গুণ বেদ বাখানী॥ তানসেন।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—দিজে দিদার হোবে করায় মনকুঁ তুমহো জগৎকে আধার। অন্তরা—অলখ জ্যোৎ নিরঙ্কার রচো আখল সরদার, ভক্তি মুক্তি দাতা তুমহো মধুসূদন মুরারি। সঞ্চারা—তিহার জগৎ অপারম্পার একহি অনেক হোয়ে ব্যাপো সংসার, তুহি ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারি। আভোগ—তুহি আদি তুহি অন্ত তুহি সব জগ ভরপূর রহো তানসেনকে প্রভু নিরঞ্জন নির্ব্বিকার॥

তানসেন।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল সুরফাঁক্‌তাল।

আস্থায়ী—নমঃ শঙ্করায় গনেশ গণনায়ক কপাল মালা বভূত ভূখন মহাযোগী। অন্তরা—জটাজূট ফণিফণা ধরে গঙ্গাশিরে কল্লোল করে আউর পিণাক ডমরু ধরে গরেরুণ্ড মালা॥ সঞ্চারী—পঞ্চানন পঞ্চীকরণ প্রপঞ্চ হরণ বৃখ বাহন করে ত্রিশূল শশীভালে। আভোগ—সুরাসুর নর মুনি যোগ করে সঘন ভক্তি মুক্তি দয়াল, তানসেন অধীনকে দরশ দিজে কৃপাল।

তানসেন।

রাগিণী ইমন—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—তেরোহি ধ্যান ধরত ব্রহ্মা শিউ ব্যাস বেয়াল নারদ মুনি শনকদিক শেষ রটত নিশ বাসর। অন্তরা—তেরোহি চন্দ সুরয দুর এন ধরৈঁ, মেরগ পঞ্ছী জল স্থলকে আগম নিগমকো কহত নারী নর॥ সঞ্চারী—তেরোহি দীননাথ দীনবন্ধু দিননকে কর্ত্তা হরতা মোসোঁ ভরণ পোথন বিনাশ॥ আভোগ—তানসেন সুখ সম্পদ সঞ্চিত ধন জগন্নাথ জগজীবন জগত তারণ॥

তানসেন।

রাগ গৌঁড়—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আইহে শ্যামসে ঘনশ্যাম উমড ঘুমড আয়ও মন্দ মন্দ মূরলি তান গগণ ঘোর ঘহরাই। অন্তরা ইথ জলধর বুঁদ উথ সোধ বরথাত ইথ চপলাবত পীতাম্বর পহিরাই॥ সঞ্চারী—তা সো মুকত মালা গরে ইথ বগ পাঁতি দেখো উথ ধূর বার ইথ গরজে সব ছাই। আভোগ—ইহ শোভা নিরখত তানসেন প্রভু কৌন অরুণ বরণ বদরতে লাল পাগ পহিরাই॥ তানসেন।

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সাঁইয়াতো না আবে আজ আধিরাত মাঝে মাঝ. সিংহিণী জাগাবে সিংহ কানন ফুকারে। অন্তরা—চন্দন ঘসত ঘস ঘস গই নথ মেরা বাসনা ন পূরত মাসকি নিহারে॥ সঞ্চারী—ধিক ধিক জনম মেরি, জগমে জীবন মেরা কি সুখ লাগাবে নাথ পাকড়ি বেণু বারে বার। আভোগ—হুঞ্জন দিন পতি নয়নে আহু বারি বহে তানসেন অন্তর্য্যামী ধুরপদ ফুকারে॥

তানসেন।

রাগিণী কৌশিককানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মৈ যব দেখোরী গো পালত লাল শ্যাম গোবাল তন মন ধন ইচ্ছা চাবরো করাই। অন্তরা—অতহি স্বরূপ রূপ চন্দা ছুঁসে নিরামল যাকো সুরত দেখো চিত্র লিখ লেয়াই॥ সঞ্চারী—গরে সোহে গুঞ্জমাল উরপর ছবি বিশাল দেখকে রিঝে মগন ভই। আভোগ—তানসেনকে প্রভু তুম বহু নায়ক মুরলী অধরে ধরি মনহো লাগাই॥ তানসেন।

পরিশিষ্ট।

রাগিণী ভূপকল্যান—তাল সুরফাঁকতাল।

আস্থায়ী—আজ জাগ যতন কর পিয়া আজ আই। অন্তরা—বহু বাতন কর মনায়ে লইরি কছু তুমহী পাই॥ সঞ্চারী—নিশ দিন পিয়া আতুর চাতুর উনহী উনকে লেহো রিঝাই। আভোগ রূপমতী আই বাজ বাহাদুর লে কণ্ঠ লগাই অনগজত॥

রূপমতী।

রাগিণী বেহাগড়া—তাল তেওরা।

আস্থায়ী—যৌবন মোহে দিয়েহে যাতে দগা। অন্তরা—কারেরে কাগা চলে ঘর অপনো আয়ে শ্বেত বগা॥ সঞ্চারী—এহ সংসার রৈণেকো স্বপনো যৈসে কুসুম্বা রঙ্গা। আভোগ—রূপমতী পিয়া বাজবাহাদুরকো উনকাহুকো সঙ্গা॥ রূপমতী।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আলাবেলা চাল চলত বন গমন লোক লাজ সভাকি চলে যঁই সো ইন্দ্ররাণী আলোরে। অন্তরা—গগরা ঘুঙ্গুরা বাজে সুমাহুনিক লাগে, ক্ষুদ্র ঘুণ্টিকা বাজত ঠনন ঠনন ঠনন ঠনরে॥ সঞ্চারী—রতন জড়িত মণি কুণ্ডল শোভা করত ঝল মল ভ্রুকুটী কুটিল চপল নয়ন দেখে তেরি হাঁসত। আভোগ—সুরদাস মনহুল্লাস এহি চরণকে আশ, গুণীজন গাওয়ত তানানা তানানা তানানা তানারে॥ সুরদাস।

রাগিণী ছায়নট—তাল ধামার।

আস্থায়ী—কর কান কৈসে করহো অব বিলম রহো কুবরিকে অঙ্গ সঙ্গ হমকে যোগ ধ্যায়ে হো। অন্তরা—মৌর মুকুট মাথে তিলক বিরাজে কুণ্ডল কি ছব অত নেহার হো। সঞ্চারী—বৃন্দাবনমে ধেনু চরাবত মোহন মূরলী বার। আভোগ—সুরদাস প্রভু তুম্হারি দরশকো চরণ লেতো বলিহারি হো॥

সুরদাস।

রাগ নট—তাল ধিমাতেতালা।

আস্থায়ী—বিছুরে দুঃখদিনু হো প্রাণ মেরে আবত বউ নহি লাজ। অন্তরা—যবধূ লালন সঙ্গ খেলন গয়ে অবধূ রহে কীন কাজ॥ সঞ্চারী—পাপী প্রাণ রহে ঘট ভিতর করে চাহত সুখ রাজ। আভোগ—রূপমতী পিয়া হামসে দুখিয়া কহাঁবে বাহাদুর বাজ॥　　রূপমতী।

রাগিণী আলেয়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—যশমতী দুধ মথন করকে বৈঠে বিরধাম আওরে ঠারে হর হাস নেহারে ছাতিয়া ছবি সাজে। অন্তরা—চিত বেনেচিত বহিল ভাঁওয়ে শোভা বাচ কহুঁনা যাওয়ে মণি নগ মন হরণ মোহিনী দিন সাজ। সঞ্চারী—জননী কহে নাচ বালা দেওঙ্গী নবনী তুমে রুণুমে ঝুনুমে পাঁওনে কি বাজে। আভোগ—গাওয়েতে গুণ সুরদাস সুখ বাড়ে ভূ আকাশ নাচেহে ত্রিলোক নাথ মাথন কি কাজে॥　　সুরদাস।

রাগিণী আলেয়া—তাল তেওরা।

আস্থায়ী—তৈজো রাম নাম ঘন লেরে। অন্তরা—জনম জনম টাবয়ো নহি টরো তুয়ো কাঁহা রাড যম করেরে॥ সঞ্চারী—কর সু কর বহার সকল মো তোটয়ো হান পরওরে। আভোগ—হাত নফা সাধুকী সঙ্গত মূল গাঁঠ ন পজয়েরে॥ দ্বিতীয় আভোগ—গৌণ আস বুধ বৈঠো, বিপ্র পরোহিন ভজয়োরে, সুরদাস বৈকুণ্ঠ পেঁঠকে বীচ বিলম্ব নহি করেরে॥　　সুরদাস।

রাগিণী বৃন্দাবনী সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বৃন্দাবনে বৈঠে মগ যোবত হৈ বনবারী সীত মন্দ সুগন্ধ ত্রিবিদ্যা পাবন লম্পট। অন্তরা—শুন শুন বংশীকি ধুন বংশীবট যমুনাকে তট নিপট নিকট নট নাগর বোলত তেহারে॥ সঞ্চারী—ফুলনকী সেজ রচত কুসুমনকী লতা ললত কুঞ্জভবন নন্দরাজা বিহারী। আভোগ—সুরদাস মদন-মোহন তেরোহী ধ্যান ধরত উঠচল উঠচল যোরী রাধে কহা॥

সুরদাস।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বাঁকে বিহারি কুণ্ডল শোভন বঙ্কে মুকুট বঙ্কে পেঁচ বঙ্কে আলকা কপোল বঙ্কে চম্পা কলি হার বঙ্কে। অন্তরা—বাজু বন্দন গলে জড়িত পৌচি বঙ্কে॥ সঞ্চারী—দোনরি তেনরি বঙ্কে পিতাম্বর পহেরে বঙ্কে দেখত শোভা তিনলোক ভুলে। আভোগ—সুরদাস রূপ নিরখি মন মন ভাঁওরত বাঁকে মূরলীমে তান লেত বঙ্কে॥ সুরদাস।

রাগিণী বেহাগড়া—তাল জয়মঙ্গল।

আস্থায়ী—উদোজী তিহারে চরণ লাগতু হৈ একবার কিজে ব্রিজকো ভবর। অন্তরা—এক শ্যাম বিন রাধাজু ব্যাকুল ভই রটত ফিরত যেইসে মৃগকো অহের॥ সঞ্চারী—কর জোরকে বিনতি করতু হ্যাঁয় রাধা আউর ব্যাকুল ভই গোয়াল বাল সববার। আভোগ—গোকুল ত্যাজ মথুরা বসাইহৈ সুরকে প্রেম তিনলোগপত ঢাকর॥ সুরদাস।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—যো আন অঞ্জন দিও রাধ কানৈনকো। অন্তরা—মৃগ মীন হীন দীন গুণ লজতু হৈ খঞ্জন দেখ অদক চঞ্চল সরস শ্যাম সুখ দৈনকো আজ। সঞ্চারী—যোরি তেরো নদারো জচত ভোবে মন মস্ত ফন্দ জুলুফ লট লটকত রহত নহি চৈনকো॥ আভোগ—কংস কংচুকী বান্ধ চক্রম নিরক্ষত আনন উডবত ত্যাজ গয়ো গগণকো॥ দ্বিতীয় আভোগ—প্যারী তেরে চরণ ধরণ কুঙ্কুম পরত কনক কস্তর গবরী সুনীল উপরেনকো। তৃতীয় আভোগ—সুরদাস গিরিধর ঔর চলি গজগত মলুপ মদন গডলৈনকো যে আজ॥ সুরদাস।

রাগিণী দরবারীকানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থারী—রৈণনী দের অজ আয়ে। বিন গুণ মাল বিরাজত উরপর, কঙ্কন পীত লগায়ে। অন্তরা—সারী সুরঙ্গ নীল পীতাম্বর গাঢ়ে রঙ্গ লগায়ে॥ সঞ্চারী—অঞ্জন অধর ললাট বিরাজত, নৈনতে মোল শিবায়ে। আভোগ—সুরদাস কহত মোহে যোহী অচরী তিন তিক কাঁহা লগায়ে॥ সুরদাস।

রাগ ভৈরব—তাল তেওরা।

আস্থায়ী—উরসর বাঁকরে অরনেহ তেল ভরে হরগুণ বাণী জ্ঞান জ্যোতি দীপক বারে। অন্তরা—শুভ বচন বোঢ আচর দে আশুভ মায়া রোক বেহারে॥ সঞ্চারী—রাজস তামস তমহ দূব করে মনএন যৈ উস্‌কা স্বগুণ ভবীথে অন্ধ যারে। আভোগ—সুরদাস মনমোহন ভজিয়ে কর প্রগাসে ঘট ঘট নিহারে॥ সুরদাস।

রাগ বসন্ত—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মাধো ঋতু আই সব বন ফুল ফুটে সেঁ। ফাগুণকে দিন মণি। অন্তরা—কোএলা দামামা বাজাওয়ে মূরলীমে কর লাত্র মদনকি ফৌজ লিয়ে ভ্রমরা ঢেড্‌রা ফিরায়ে॥ সঞ্চারী—গোপ গোপী সব প্রফুল্লিত ভেই হেঁ বসন্তকি লেথক ঘর ঘর পঠাইয়ে। আভোগ—আবির গোলাল কেশর কুঙ্কুম ডারত পরস পর সুরদাস বলে যাঁই॥ সুরদাস।

রাগ খট্—তাল তেওরা।

আস্থায়ী—অরে মন করণি কছু না করি। অত ভজ তেরো বাস ধরি। অন্তরা—নাতুর ভজন না গুরুকি সেবা দিন রজনী সৈহি ভরী॥ সঞ্চারী—কিয়ো নাই স্নান দিয়ো নহি দান সুথমে গ্রাম কলন পরী। আভোগ—কৃষ্ণজীবন লচ্ছীরামকে প্রভূসে হারে তেরি অবধ টরীরে অরে॥ কৃষ্ণজীবন লচ্ছীরাম।

রাগিণী দেওশাক কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আই হোরি খেলনেকো মিলে বনে বনে সুন্দরী নারি। অন্তরা—এক কর ডপ এক মৃদঙ্গ বাজাওয়ত গাওয়ত নাচত দেওয়ত তারি। সঞ্চারী—আবির গোলাল নানা রঙ্গে রুচিসেঁ। মুখ মিডত সামহাল সামহাল। আভোগ—কৃষ্ণজীবন লচ্ছীরামকো দেখো মাই ক্যায়সে চলিহায় ধূম ধামার॥

নায়ক কৃষ্ণজীবন লচ্ছীরাম।

রাগিণী দরবারীকানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—যো নৈন কৈসে বরজো মানে যে হো রিঝে নন্দলাল। অন্তরা—উয়াকো লাজ কুলকারণ কহন সক তু হৈ পাছে হোরী

ব্রজবাল। সঞ্চারী—দরশ পরশ ভয়ে লাল চি ললনা মোরে হো গই বল বল। আভোগ—কৃষ্ণজীবন লচ্চীরামকে প্রভু সঙ্গ রিঝে বুঝে রহি রসকে রহি॥ নায়ক কৃষ্ণজীবন লচ্চীরাম।

রাগিণী বেলাবলী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আজ ফুলি বংশী লেবৈরণ মানো ঘটা উমড়া তারায়ণ এসি লাগি মো মন, আজ। অন্তরা—কর পূতি আলথ নীল ভামে মটকি লাল ডোর পংথ সুরতাল লট ছুটে শ্যাম ঘন আজ॥ সঞ্চারী—অহ আশ্চর্য্য দেখো সখি মৃগ মদ মিড কম লাল এক ঠাওয়ে বনা রহি যৌবন শোভন। আভোগ—চঞ্চল শশী প্রভু কর আদি অন্ত রাখি ভুয়াপতি বনা বনা ধন ধন॥ চঞ্চল শশী।

রাগিণী আড়ানা—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সুন্দর বদন রি সখী সুন্দর শ্যামকো নহি নয়ো মন থাং বয়ো। অন্তরা—হুঁয়ো থাঁড়ি কান আন নিকসে দৌর ঝরোকে হোঁ ইয় বয়ো॥ সঞ্চারী—উনজো চতুর চতুরাই সো কি নিগয়ে দৌড় রহত ন রাবয়ো। আভোগ—বারোরী লাজ বৈরণ ভই মোকো মৈ যোগ বার সুখদাবয়ো॥ দ্বিতীয় আভোগ—চিত বনমে কছু ভেদ ভয়ো হৈ লাগয়ো মন রহত নরাবয়ো। তৃতীয় আভোগ—আশকরণ প্রভু মোহন নাগর হাঁসত হাঁসত রথ হাবয়ো॥ আশকরণ দাস।

রাগ বৃন্দাবনীসারঙ্গ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—অন্ত না পাবত দেব সবহে মুনি ইন্দ্র মহাশিব যোগ করি। অন্তরা—উন বেদ বিরিঞ্চি বিচার রহো হৈ জপ ন ছাড়ো মৈ এক ঘরি। সঞ্চারী—মথুরা জনক প্রভু দীনদয়াল সব সঙ্গত সৃষ্টি নিহাল করি। আভোগ—রামদাস গুরু জগম তারণকো গুরুজন সবার জন্ম মহা ধরি॥ বাবা রামদাস।

রাগিণী রামকেলী—ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—আজ বধাই বেটা ঘর গায়ন গুণী গন্ধর্ব্ব নায়ক দেত। অন্তরা—তত বিতত ঘন সে ধর বাজে বাজাবে নাচত তাতা থই তাতা থই তাতা থই থই গতিলেত॥ সঞ্চারী—শুভ লগন পণ্ডিত

জনম পত্রী নায়ক থট দরশন আশীষ ফুল ফল খেয়োজ্ঞা ক্ষেত। আভোগ—গওসকে আনন্দ আকবর চীরঞ্জীবো ঐসে সুজন মহাজন দীপক উজিয়ার সূচিত॥ মহম্মদগওস।

রাগিণী ধনশ্রী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আলত সুথ পালত সুথ মিত্য সুথ সমরণ নাম গোবিন্দজীকা সদা লিজে। অন্তরা—মোটে কর্মানি পাপ আজী মণ সাধু সঙ্গত মিল মোবা জীজে॥ সঞ্চারী—সমরণ সম্বত অগতি অগোচর পতিত উদ্ধারণ নাম তেরো। আভোগ—সুর স্বামীকে প্রভু অন্তরযামী সর্ব্ব পূরণ প্রভু ঠাকুর মেরো॥ সুরস্বামী।

রাগিণী টোড়ী—তাল সুরফাঁকতাল।

আস্থায়ী—ঘুমে মদমাতি যো নর নিশ দিন তিনকে কাবাহুনা হোত হায় খুমারি। অন্তরা—শতক পেয়ালে বরণ ভর ভর পিয়াকে রসন সওয়াদ লেত ধ্যান ধরত যাকে লাগি রহত তারি॥ সঞ্চারী—তনুকর ভাঁই, মন কর শায়েন, পাঁচো আত্মা অগিণ পরধরি। আভোগ—হরিদাস ডাগুরকে প্রভু ধ্যান ধরত হি শুদ্ধ বুদ্ধ ধরি॥ হরিদাস স্বামী॥

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—কুঞ্জবনমে রচো রাগ বুধ অবগতি লিয়ে গোপাল কুণ্ডলকী ঝলক দেখো কোটি মদন ঠাট কিও। অন্তরা—আদরসে সুরঙ্গ রঙ্গে বাঁশরী ও পায়েরঙ্গ মোহনকে মুকুট পর মেরা মন অটকে ও॥ সঞ্চারী—মোপর ঝনকার গায়ে মধুর মধুরতান লায়ে সপ্তসুর ছায়ো বাকি সুরতকো লটকাও। আভোগ—গৌরী রাও ঐসে ঐসে হোত্ত মোহনকে মুকুট পর শেষনাগ লপটাও॥ সুরৎসেন।

রাগ নট মল্লার—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—নব ভবন নব রাঘব নব বাস নব আশ নই কিরীট কুণ্ডল নই নই হৈ কলঙ্গীরি। অন্তরা—নই হরা বনশীয় নই

নব গেহ, নব ললাপে সোঁ নই প্রীত প্রগট ভই। আভোগ—ছুঁদিকে প্রভু তোম ভয়ো নায়ক শ্যামরো সলোন তোসোঁ রহত উমঙ্গীরি॥ ছুদিখাঁ।

রাগিণী বাহার—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—ফুলী বনরাই সুখদায়ী মন্দ মন্দ চলত পুরবাঁই মোহন মন মাহি। অন্তরা—কেতকী গুলাব মুঙ্গরা, সেঁবতী ঔর বেলা কমল কেওরা আতর সুগন্ধ ভরী সারী॥ সঞ্চারী—ফুল বন বাটী সামরী গোরী আপন আপন কান্তকে মন মাহি। আভোগ—বন্ধুকে প্রভু তোম ভয়ো নায়ক, রীঝ রীঝ কুন্দ লগাই॥ নায়ক বক্সু।

রাগ পঞ্চম—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আজু বন বৈঠে রঙ্গ মহলমে সখি সোঁ বোলাওয়ত রঙ্গ গোলাল। অন্তরা—চুওা চন্দন আতর আউর গজা যুবতী যুগ কর জাল॥ সঞ্চারী—বাজত বীণ মৃদঙ্গ ঝাঁঝর ফল পটার রহে সব খ্যাল। আভোগ—গাওয়ত বক্সু গন্ধর্ব্ব রাগ পঞ্চম পাওয়ত তুরঙ্গ রসকে রসিলে হিরা লাল॥ নায়ক বক্সু।

রাগ বৃন্দাবনী সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—এরি কাহুঁ বগব বসত বন তারিকাহুঁ বন বন আঁথে ন আঁথে ন দিসত। অন্তরা—হতচিতা কর কর পহল মন মোহন তেরি পিছে প্রাণ পরে থান পীসত॥ সঞ্চারী—বিন দেখে জিয়ে আকুল ত জাত গিণত ঘরি পলছন তাপর বিরহ চাহে শ্যামকে হিয়া হিসত। আভোগ—আনন্দঘন রস ঘমডন ঘেরত নিশ দিন যাত এইসী সত॥ নায়ক আনন্দ ঘন।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—এ আজ আওন কিহু আওন কিহু শুভ ঘরি শুভ দিন শুভ মুহুরত লগন সগন করণ যোগ মন ভাওন। অন্তরা—মুদঙ্গী মৃদঙ্গ উমঙ্গ বাজাওত থরর থরর কুকু কুকু কুকু

ধগ ধগ খেলাঙ তাপর তাথেই তাতা বহু ভাতন তিয়া লাগিরি লাল রিঝাওন। সঞ্চারী—উরপ তিরপ লাগ ডাঁট দেশী দেখাওন লেত ওরে মাই চরণ চার বেদ বেদাঙ্গ উসকো ভেদ বতাওয়ে। আভোগ—আয়এ ভায়এ কর কটাক্ষ রিঝাওয়ত ধীরজ প্রভু সপ্ত ধায়ে সঙ্গীত ন এ প্রবন্ধ মাধব অনুপম ভাব বতাওন ॥

নায়ক ধীরজ।

রাগ শঙ্করা—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—এহি নাদ আদ অগোচর নিরমল নিরগুণ গুণ নিগুর্ণকে প্রতিপাল। অন্তরা—এহি নাদ অলঙ্কার অবগত আপনা শীশ ঠানে ছত্রিশ ডাড়ী বাঁদে আয়ও হ্যায় গোপাল। সঞ্চারী—এহি নাদ যাঁসো প্রণব প্রগট ভয়ো ভক্ত বচন এহি নাদ। আভোগ—কহত হ্যায় বৈজু নম নম নম নম রিঝে রিঝে ডরে মৃগমাল ॥

বৈজুবাওরা।

রাগিণী—সুহিনী পরজ সুরফাঁকতাল।

আস্থায়ী—প্রথম আদ শিব শক্তি নাদ পরমেশ্বর নারদ তুম্বুর সরস্বতী বনেরে। অন্তরা—অনাহত আদ নাদ জ্যোতি স্বরূপ অক্ষর সুধ বুধ মত গুণীগণ রে॥ সঞ্চারী—আদি ধরণী শেষ আদি সুরয চন্দ্র আদি পবন পাণি অনুমানরে। আভোগ—আদি বৈজু কবি গুরু প্রসাদতে জানত কছু কছু রাগ রঙ্গ ভঙ্গ রে ॥

বৈজুবাওরা।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—তেরোহি ধ্যান ধরত ব্রহ্মা শিব ব্যাস বালক নারদ মুনি শনকাদি দেব সুরেশ সুখ রজত বহত বেশ বানায়। অন্তরা—আ চন্দ্র সুরয আওরে তরো তুনে ধুয়া মেহা পবন পাণি পশুপক্ষী জল স্থলকে ঘন দামিনী আওরে মরি মরুত॥ সঞ্চারী—আ দীনবন্ধু দীননাথ দীনকি দয়াল প্রভু ভরণ পোষণ বিশ্বভয় সুবাত উবাত সভে উপায়। আভোগ—গোপালকে প্রভু মাধব মধুসূদন তুহি রাম কৃষ্ণ তুহি তুহি করতা সব উপায়॥

নায়ক গোপাল।

রাগিণী প্রদীপিকা—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—শিখর গড় চন্দ কৈলাস নিহতা চন্দ্র প্রভা কিরণ জ্যোতি প্রজাল। অন্তরা—চন্দ মকরন্দ ফুল ফলে পরিমল সুগন্ধ দ্বিবিয়া বদন তনু মদনুপ জাল॥ সঞ্চারী—লাল মোতিয়নসে ছোটে চন্দ কিরণ সোঁ ভাল। আভোগ—ছন্দ অভি ছন্দ গাওয়ে নায়ক গোপাল॥ নায়ক গোপাল।

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বেসর গুঞ্জে ফেরত মের ওয়ারে অঙ্গুরি লাগাওয়ে হুঁ যো দেখে কেসোঁনিকে লাগত। অন্তরা—লয় দর্পণ সুঢারত রঞ্জন মঞ্জন করে তেঁরি ডারে মাসিকা তন হেরত॥ সঞ্চারী—ইহা বানককী ছব কহি না যাত ওর যে অলথ তুয়া বদনচন্দ্র। আভোগ—তিনকে ঝোক ঝোরত তানসেনকে প্রভু হিয়াকে আরত তোহে টেরত॥ তানসেন।

রাগিণী খট টোড়ী—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—বিদ্যাধর গুণীজন গুণীজনসো গাইয়েরে গুণ চরচাকি লড়া লড়িয়ে। অন্তরা—যো গুণী গারি দেত কুছ নহি কহিয়ে দৌড়ে গুরুজন চরণ ধরিয়ে॥ সঞ্চারী—মেরো থেরো নাম নিরঞ্জন কি মাপ চতুবা ভ্রমরকো ঠর ধরিয়ে। আভোগ—গুণকেঁও না জিকরো গুণিজন কি আগে কহে প্রভু তানসেন তারণ তরে॥ তানসেন।

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—নাদবিদ্যা অপারম্পর কহুঁ না পাওত পার রাগ সুরে তাল মানে ধ্যান ধররে। অন্তরা—কেত্তে ছেদ কেত্তে ধেদ কেত্তে রাগ কেত্তে ভাগ কেত্তে সুর কেত্তে পুব গিনতি কররে। সঞ্চারী—কেত্তে অলঙ্কার কেত্তে ধরণ মুরণ কেত্তে মুরছন কেত্তে কৈ জানে ঐ জ্ঞানী। আভোগ—কহে মিয়া তানসেন ওহি বানিকো জান তবে তোম পাওয়ে জ্ঞান সঙ্গত মতি রে॥ তানসেন।

সাধক কবীর দাস।

কবীর দাস ১৪০০ খৃঃঅব্দে ধর্ম্ম প্রচারক রূপে প্রসিদ্ধ হয়েন। কবীরের প্রকৃত প্রাদুর্ভূতকাল নির্দ্দেশকরা অতিশয় কঠিন কারণ, কবীরপন্থীদিগের মতে তিনি ১২০৫ সম্বতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ সম্বতে অন্তর্হিত হয়েন, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ৩০০ শত বৎসর মর্ত্ত্যলোকে কবীরের বাস হইয়াছিল। একথা বিশ্বাস যোগ্য না হইলেও অগত্যা বিশ্বাসোপযোগী হইতেছে। হেতু এই যে, কবীর রামানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন, রামানন্দ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। বিখ্যাত ভাষ্যকার রামানুজ আচার্য্য রামানন্দের পরমেষ্ঠী গুরু ছিলেন। কবীরের গুরু রামানন্দ, রামানন্দের গুরু রাঘবানন্দ, রাঘবানন্দের গুরু হরিনন্দ, হরিনন্দের গুরু দেবানন্দ, দেবানন্দের গুরু রামানুজ। রামানুজের বিদ্যমান কাল নিরূপণ করিতে হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মৃতিকালতরঙ্গের মতে ও শিল্পলিপি প্রমাণে তিনি ১০৫০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। কর্ণাট দেশীয় রাজাদিগের চরিত বর্ণনার মধ্যে লিখিত আছে যে, চোলাধিপতি ত্রিভুবন চক্রবর্ত্তী ৪৬০ ফসলীতে অর্থাৎ ৯৭৪। ৭৫ শকে জীবিত ছিলেন তৎ পুত্র বীরপাণ্ড্য রামানুজের সমকালবর্ত্তী লোক ছিলেন তাহা হইলে ১১ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানুজ নিশ্চয়ই জীবিত ছিলেন। উল্কাস সাহেব কৃত মহীসুর ইতিহাস গ্রন্থে লেখা আছে যে রামানুজ ১১০৪ শকে বিদ্যমান ছিলেন। রামানুজ হইতে রামানন্দ পর্য্যন্ত পরম্পরাগত শিষ্য প্রণালী মধ্যে পঞ্চম স্থানে রামানন্দকে দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং শকাব্দার এয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে রামানন্দ বিদ্যমান ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কবীরপন্থীদিগের মতে যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা অযৌক্তিক নহে। যাহা হউক কবীর রামানন্দের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু কবীর—কাহারও মতে অতি অন্ত্যজ কুলে এবং কাহারও মতে মুসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, এজন্য কবীর যে রামানন্দের শিষ্য ছিলেন একথা কিরূপে সম্ভব হইবে? অথচ প্রবাদ এই যে, কবীর রামানন্দের শিষ্য। ভক্তমাল গ্রন্থের মতে কবীর মুসলমান কুলে জন্ম (১) গ্রহণ করেন এবং রামচন্দ্রের আদেশে রামানন্দের শিষ্য হইয়াছিলেন।

---

(১) কবীর জীর জন্ম পূর্ব্বে যবনের ঘরে।
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা যাহার উপরে॥

কবীরপন্থীদিগের বর্ণনানুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, প্রকৃত পক্ষে কবীর মুসলমান ছিলেন না, তিনি বাল বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ কন্যার পিতা রামানন্দের শিষ্য ছিলেন তিনি একদা ঐ অবীরা কন্যা সমভিব্যাহারে গুরু দর্শনে গমন করিলে রামানন্দ "তুমি পুত্রবতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ, অল্পকাল মধ্যেই ঐ কন্যা গর্ভবতী হইলেন অপযশ ভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে প্রসূতা হইয়া নব্যজাত শিশুকে অতি প্রত্যূষে কাশীধামের নিকটবর্ত্তী লাহোর তলাও নামক পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করেন। নিক্ষিপ্ত শিশু জলমগ্ন না হইয়া পদ্ম পত্রের উপর ভাসিতে লাগিল। প্রভাত হইলে নিমা নাম্নী একটী জোলা জাতীয়া স্ত্রীলোক আপন পতি নুরি নামক জোলার সহিত কোন বিবাহের নিমন্ত্রণ হইতে ঐ পুষ্করিণীর ধার দিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিল হটাৎ পদ্ম পত্রের উপর উক্ত শিশুকুমারকে দৃষ্টি করিয়া জলে নামিয়া উহাকে আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত করিল। তখন ঐ শিশু নুরিকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আমাকে কাশী লইয়া চল" সদ্যপ্রসূত শিশুমুখে নুরি এই কথা শুনিয়া ভাবিল ইহা মনুষ্য নহে কোন উপদেবতা মানব দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন এবং ভয়ে তাহাকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অর্দ্ধ ক্রোশ গমনানন্তর নুরি পুনরায় ঐ শিশুকে সম্মুখে দেখিতে পাইল। তখন শিশু বলিল "ভয় করিও না, আমাকে প্রতিপালন কর তোমাদের মঙ্গল হইবে" এই কথা শুনিয়া নুরি শিশুকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। নুরি মহম্মদ ধর্ম্মাবলম্বী জোলা ছিল, তন্তুবায় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিন যাপন করিত। নুরি অপুত্রক ছিল এই শিশুটী প্রাপ্ত হইয়া আপন পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিল এবং

কি জানি যে কিবা পূর্ব্ব সুকৃতি আছিল।
হঠাৎ শ্রীরামচন্দ্রে মতি উপজিল॥
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হইল তাহাতে।
কৃপাবাক্য কহে প্রভু আকাশ বাণীতে॥
রামানন্দ স্থানে মন্ত্র দীক্ষা কর গিয়ে।
অচিরাতে পাবে মোরে তাহার আশ্রয়ে॥ ভক্তমাল।

তাহার নাম কবীর রাখিল। কবীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃ ব্যবসা শিক্ষা করিলেন এবং আপন ইচ্ছায় তাঁত বুনিতে বুনিতে রাম নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবীরের ভক্তিতে বদ্ধ হইয়া রামানন্দের শিষ্য হইতে আদেশ করিলেন। রামানন্দ মুসলমান জোলাকে মন্ত্র দিবেন না এই বিবেচনা করিয়া উপায় স্থির করিলেন যে, রামানন্দ প্রত্যহ মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রাতঃস্নান করেন অতি প্রত্যূষে সেই ঘাটে উপস্থিত হইতে পারিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া কবীর অতি প্রত্যূষে মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইয়া সোপানোপরি শয়ন করিয়া রহিলেন। রামানন্দ স্নানার্থ যেমন নামিতে ছিলেন অমনি কবীরের শরীরে তাঁহার পদস্পর্শ হইবামাত্র "রাম কহ" বলিয়া উঠিলেন। সেই অবধি কবীর রামনামটী ইষ্ট মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া রামরূপ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁত (২) বুনিতে বুনিতে রাম নাম, খাইতে শুইতে রাম নাম, ঘুরিতে ফিরিতে রাম নাম, এইরূপ সকল কার্য্যেই কবীর রামগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন কি কবীরের পিতা মাতা অবশেষে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং মুসলমান হইয়া হিন্দুধর্ম্ম যাজন করিতে লাগিল বলিয়া বিস্তর তিরস্কারও করিতে লাগিল।

এক দিবস কবীর একখানি কাপড় বুনিয়া বিক্রয়ার্থ হাটে গমন করিলে একটী বৈষ্ণব আসিয়া কাপড়খানি যাচ্ঞা করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাকে কাপড়খানি দিলেন এবং মাতার ভয়ে একাকী একটী শূন্য ঘরে বসিয়া রামগুণ গাইতে লাগিলেন, এদিকে শ্রীরামচন্দ্র ভক্তের উদ্ধারের নিমিত্ত নিজে কবীরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাবিধ সামগ্রী আনিয়া (৩) ঘর পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এবং বিস্তর বিতরনও করিলেন। কবীর ভয়ে ভয়ে বেলা অতীত করিয়া বাটী আসিয়া দেখিলেন যে বাটীতে মহামহোৎসব হইতেছে তখন মনে মনে বুঝিলেন যে এসকল প্রভুর কার্য্য।

---

(২) মাতার ভৎর্সনা সাধু জীবিকা কারণ।
তাঁত বুনি হয় মাত্র দিন নির্ব্বাহন॥
নলি যে চালায় দুই হাতে ভালে ভালে।
জয় শ্রীরাঘব রাম সীতারাম বলে॥ ভক্তমাল।

(৩) মাতা কহে এতেক সামগ্রী কোথা হইতে।
আনিলি ডাকাতি করি লয় বুঝি চিত্তে॥

আর এক দিবস ব্রাহ্মণগণ কবীরের প্রতি ঈর্ষা করিয়া কবীরকে জব্দ করিবার নিমিত্ত কয়েকজন ব্রাহ্মণ মস্তক মুণ্ডন করতঃ বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া কবীরের গৃহে আগামী কল্য মহোৎসব হইবে বলিয়া মিছামিছি সহস্রাধিক বৈষ্ণব বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল এবং তামাসা দেখিবার জন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিল। পরদিবস প্রভাত হইতে না হইতে নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণ দলে দলে আসিয়া কবীরের বাটীতে সমবেত (৪) হইতে লাগিল, কবীর মহা বিপদে পড়িলেন, কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া রাম্ নাম জপ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না, অপর্য্যাপ্ত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া পরিশেষে কবীরের বেশ ধারণ পূর্ব্বক স্বয়ং পরিবেশনাদি কার্য্য সমাপন করিলেন। সন্ধ্যার সময় কবীর ঘরে আসিয়া দেখিলেন যে, সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে কবীর একজন প্রসিদ্ধ সাধক ও ক্রমে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইলেন। কবীর উহা গোপন করিবার জন্য বেশ্যাসক্ত হইলেন এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেশ্যার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অসাধু কার্য্যের ভান করিতে লাগিলেন। একদা কবীর বেশ্যার হস্ত ধারণ করিয়া রাজ সভায় উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে সম্মান করিলেন না, সভাসদগণ কর্ত্তৃক অপমানীত হইয়া ফিরিলেন, সিংহদ্বারে আসিয়া দ্বারদেশে জল সিঞ্চন করিলেন; রাজ প্রহরিগণ রাজাকে সংবাদ দিল যে কবীর দ্বারদেশে জল ছড়াইতেছে, রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি আমার অমঙ্গল করিতেছ কেন? কবীর উত্তর দিলেন আমি আপনার কিছু অমঙ্গল করি নাই

ক্ষণেক বিলম্বে ঘরে চলিলা কবীর।
অন্তর্দ্ধান হইল তবে ছদ্ম রঘুবীর॥ ভক্তমাল।

(৪) কবীরের গৃহে আসি সবে জমা হইল।
বৃত্তান্ত শুনিয়া সাধু চিন্তান্বিত হইল॥
উপায় না দেখি এক স্থানে গিয়া বৈসে।
পূর্ব্ববৎ সামগ্রী লইয়া প্রভু আইসে॥
সব সমাধান কৈল কবীরের বেশে।
তেঁহ আসি মিলে সুখ সাগরেতে ভাসে॥

ভক্তমাল।

শ্রীক্ষেত্রের দ্বার দেশে ভয়ানক অগ্নি লাগিয়াছে (৫) তাহা নির্ব্বাণ করিয়া দিলাম। রাজা তৎক্ষণাৎ বার তিথী সময় মাস লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে পাঠাইলেন তাঁহার প্রত্যুত্তরে সংবাদ আসিল যে সত্য সত্যই ঠিক ঐ তারিখে ঐ সময়ে তথায় আগুণ লাগিয়াছিল এবং কোন সাধু কর্ত্তৃক অগ্নিদাহ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

কবীরের এইরূপ প্রাদুর্ভাব দেখিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণেরা আন্দাজ ১৫০০ সম্বতে বাদসাহ সেকন্দর সাহের নিকট কবীরের নামে এক অভিযোগ আনয়ন করিল যে, কবীরের জ্বালায় আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না। বৌ, ঝি, লইয়া আমাদের বাস করা দায় হইয়াছে। সকলেই কবীরের কাছে যাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, কবীর ভয়ানক যাদুকর, মুসলমান হইয়া হিন্দুধর্ম্ম যাজন করে, আর কোথা হইতে যে, অর্থ সংগ্রহ করে তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। অতএব উহাকে শাসন করা হউক। পাতসাহ লোক মুখে এই সকল কথা শুনিয়া কবীরকে বন্দী করিয়া আনিলেন এবং সভাসদ্গণের সমক্ষে বিচারার্থে অর্পণ করিলেন। কাজি কহিল,—"কবীর পাতসাহকে সেলাম কর।" কবীর উত্তর করিলেন,—"এক রামচন্দ্র ও তাঁহার ভক্তগণ ব্যতীত আমি কাহাকেও সেলাম করিবার যোগ্যপাত্র দেখি না। এই কথা শুনিবামাত্র পাতসাহ অগ্নিবৎ (৬) জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ঘাতকগণকে আজ্ঞা দিলেন এখনি এই দুরাত্মার শিরশ্চেদ কর। ঘাতকগণ অস্ত্র উঠাইয়া নিক্ষেপ করিবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। তখন পাতসাহ আজ্ঞা দিলেন যে ইহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ কর, ঘাতকগণ

---

(৫)　"রাজা তাহা শুনি সেই দিন বার তিথি।
লিখিয়া পাঠান ক্ষেত্রে লাগিয়া প্রতীতি॥
লোকের দ্বারায় তাহা জানিলেন তথ্য।
অগ্নি লেগে ছিল বটে নিবাইল সত্য॥"　　ভক্তমাল।

(৬)　"তাহা শুনি পাতসাহ অগ্নি হেন জ্বলে।
এইক্ষণ বধকর ভৃত্যগণে বলে॥
চরণে শিকল দিয়া নদীতে ফেলিল।
সবে কহে নদী জলে ডুবিয়া মরিল॥
ক্ষণমধ্যে দেখে তীরে দাণ্ডাইয়া সাধু।
বিতর্ক করয়ে কিছু জানে বুঝি যাদু॥"

তাহাই করিল কিন্তু: নিমেষ মধ্যে দেখা গেল যে কবীর নদীতীরে বিচরণ করিতেছে। পাতসাহ পুনরায় আজ্ঞা দিলেন যে উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, তাহাই করা হইল কিন্তু রাম নামের গুণে কবীরের গাত্রে অগ্নির আঁচমাত্র লাগিল না। তখন পাতসাহ পুনরায় আজ্ঞা দিলেন,যে উহাকে তোপে উড়াইয়া দাও, তোপ বন্ধ হইয়া গেল বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তোপ খুলিল না, তখন পাতসাহ বলিলেন উহাকে ছাড়িয়া দাও কারণ যখন এবম্প্রকার উদ্যম সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল তখন এ ব্যক্তি সামান্য লোক নহে।

কোন সাধিকা ভৈরবী হইতে শ্রুত হওয়া গেল যে পাতসাহ সেকন্দার সাহা কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে কালসর্প দংশন দ্বারা কবীরের প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্পেরা কবীরকে দংশন না করিয়া তাঁহার স্কন্ধ ও মস্তকোপরি উপবেশন করিয়াছিল এবং কবীর মহাদেববৎ শোভা পাইয়াছিলেন।

কবীর ১৫০০ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অংশে কবীরপন্থী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত হইলেন এই সময়ে তাঁহার বহু শিষ্য হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতিই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের উপর অকুতোভয়ে বিশিষ্টরূপ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্র ও পণ্ডিতকে এবং কোরাণ ও মোল্লাকে তুল্যরূপে তিরস্কার করিয়াছিলেন। অজ্ঞানী লোকেরা কবীরের এইরূপ ধর্ম্মশাসন দেখিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার জাতিকুল লইয়া বিস্তর আন্দোলন করিয়াছিল, কবীর সেই সময় উত্তর দিয়াছিলেন যে—

"জাতি পাঁতি কুল কাপ্‌ড়া এহ শোভা দিন চারি।
কহে কবীর শুনহ রামানন্দ এউ রহে ঝক্‌মারি॥

অগ্নিতে ফেলিল পুনঃ তোপেতে ধরিল।
ভক্তির প্রভাবেতে সকলই ব্যর্থ হইল॥
বিস্ময় হইয়া সাহা বিচার করিল।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র নিশ্চয় জানিল॥
বহু স্তুতি নতি করি সম্মান করিল।
পদানত হইয়া অপরাধ ক্ষমাইল॥"

ভক্তমাল।

জাতি হামারি বাণী হায় কুল করতা উর মাহি।
কুটুম্ব হামারে সন্ত হায় কোই মূর্খ সমঝত নাহি॥"

রেখতা।

অর্থাৎ জাতি, পাঁতি, কুল, কাপড় ইত্যাদি সমস্তই দুই চারিদিনের শোভা। কবীর কহেন, শুন রামানন্দ! এ সকল কেবল ঝকমারি মাত্র। আমার বচনই আমার জাতি এবং হৃদয়ের ঈশ্বরই আমার কুল এবং সাধুগণ আমার কুটুম্ব বলিয়া জান, আক্ষেপের বিষয় এই যে, কোন মূর্খেই তাহা বুঝে না। কবীরের কোনরূপ বেশভূষা ছিল না, ব্রহ্মচারী, পরমহংস, যোগী, সন্ন্যাসী ও ফকীরদিগের এক এক প্রকার বেশভূষা থাকে, কবীরের তাহা কিছু ছিল না। তিনি বলিতেন মন খাঁটী করা চাই, ইষ্টদেবতায় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস চাই উপরের বেশভূষা কোন কার্য্যকারক নহে। কেহ এইরূপ কথা উত্থাপন করিলে তিনি বলিতেন—

"মুড়মুড়ায়ে জটা রাখায়ে মস্তফিরে য্যায়সা ভৈঁষা।
খলরি উপর খাথ লাগায়ে মন য্যায়সা কো ত্যায়সা॥"

অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন করিলে কি হইবে! জটা রাখিলেই বা কি হইবে! আর গাত্রোপরি ভস্মলেপন করিলেই বা কি হইবে? যদি মন শুদ্ধি না হইল তবে এ সকল বেশভূষা কি কাযের?

এইরূপ বিস্তর কবিতা, দোঁহা ও চৌপাই তিনি প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। উইলসন সাহেব কৃত রিলিজস্ সেক্‌টস্ অভ দি হিন্দুস নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কবীর কৃত খাস গ্রন্থে ২১ খানি গ্রন্থের নাম আছে। ১ সুখনিধান, ২ গোরক্ষ নাথ কি গোষ্ঠী, ৩ কবীরপাঞ্জি, ৪ বালক কি রামায়ণ, ৫ রামানন্দ কি গোষ্ঠী, ৬ আনন্দরাম সাগর, ৭ শব্দাবলী, ৮ মঙ্গলকবিতা, ৯ বসন্তগীত ১০০, ১০ হোলীগীত ২০০, ১১ রেক্তাগীত ১০০, ১২ ঝুলনগীত ৫০০, ১৩ খাসরা বা কহার ৫০০ গীত, ১৪ হিণ্ডোল গীত ১২টী, ১৫ বারমাসা গীত, ১৬ চাঁচরগীত, ১৭ স্তব ৩৪ অক্ষরে, ১৮ আলীফনামা বা পারস্য বর্ণপরিচয়, ১৯ রমৈনী বিচার-গ্রন্থ, ২০ শাখী ৫০০ শ্লোক, ২১ বিজক (রাগ-ভজন) ৬৫৪ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহা ব্যতীত আগম ও বাণী নামক বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

কবীর ১৫০৫ সম্বতে গোরক্ষপুরের সন্নিকট মগর নামক স্থানে অগ্রহায়ণ মাসে একাদশীতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে

হিন্দু ও মুসলমান তুল্যরূপ ছিল। হিন্দু শিষ্যেরা তাঁহার শবদেহ দাহ করিতে চাহিল এবং মুসলমান শিষ্যেরা কবর দিতে চাহিল এইরূপ দুইদলে কলহ উপস্থিত হইলে কবীর বলিলেন "তোমরা কলহ কর আমি চলিলাম" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শিষ্যবৃন্দেরা দেখিলেন যে কবীরের শবদেহ আর সে স্থানে নাই, মৃতদেহের আবরণ বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া কেবল পুষ্পরাশি মাত্র পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইল। হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যেরা ঐ পুষ্প রাশি বিভাগ করিয়া লইলেন। কাশীর রাজা বীরসিংহ অর্দ্ধেক পুষ্পভাগ কাশীতে আনয়ন করিয়া দাহ করিলেন এবং দগ্ধপুষ্পের ভস্মগুলি একস্থানে সমাধি দিয়া রাখিলেন। ঐ স্থানকে অদ্যাপি কবীর চৌর বলে। মুসলমান বিজলীখাঁ পাঠান অর্দ্ধেক পুষ্প লইয়া কবীরের মৃত্যুভূমি মগর গ্রামে কবর প্রদান করিলেন। এবং তদুপরি সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া কবীরের নামে কয়েকখানি গ্রাম দানপত্র লিখিয়া দিলেন সেই অবধি এইস্থান কবীর পন্থীদিগের তীর্থ স্থান হইল।

সাধক মাধো দাস।

মাধোদাস ১৫২৩ খৃঃব্দে বৃন্দাবনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত ভাগবৎ রামীতের পিতা ভাগবৎ রামীৎ বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন।

সাধিকা মীরাবাই।

মীরাবাই ১৪২০ খৃঃব্দে বিখ্যাত সাধিকা ও কবি বলিয়া পরিচিত হন। ইনি মেরতার রাজা রাঠোর রতীয়া রানার কন্যা ছিলেন। ১৪৭০ সম্বতে খৃঃ ১৪১৩ অব্দে চিতোরের রাজা মকুল দেবের পুত্র কুম্ভের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। কিছুকাল স্বামী গৃহে বাস করিয়া পরে সন্ন্যাসিনী হইয়া তীর্থ পর্য্যাটন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী ১৫৩৪ সম্বতে খৃঃ ১৪৬৯ অব্দে পুত্র উদয় রানা কর্ত্তৃক হত হন। মীরাবাই রাগ-গোবিন্দ নামে একখানি কৃষ্ণ বিষয়ক ভজন গ্রন্থ রচনা করেন এবং জয়দেব কৃত গীত গোবিন্দের টীকা প্রস্তুত করেন।

তিনি রংছোর নামক কৃষ্ণ বিগ্রহের সেবায়ৎ ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে রংছোর নামক কৃষ্ণ মূর্ত্তি জীবন্ত হইয়া মীরাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—"মীরা! তোমার মঙ্গল হউক" এই কথা শুনিয়া মীরা রংছোরের বাহুতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থের মতে ইনি রাজ সংসারে ধর্ম্ম জন্য বিস্তর তাড়না সহ্য করিয়াছিলেন। ইনি বৈষ্ণবদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন ও দ্বারকাতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। যখন দ্বারকায় কৃষ্ণ মন্দিরে ইনি পূজা সমাপন করিয়া বিদায় হইবেন সেই সময় সেই বিগ্রহ মূর্ত্তি দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া মীরাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, মীরা সেই আলিঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে জলের মত মিশিয়া গেলেন। তাঁহার এই অলৌকিক কৃষ্ণ প্রেমের স্মরণার্থ অদ্যাপি উদয়পুরে রংছোড়ের সহিত মীরার পূজা হইয়া থাকে।

সাধক বাবারাম দাস।

গোপচাল নিবাসী বাবারাম দাস ১৫৫০ খৃঃব্দে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি বিখ্যাত সুরদাসের পিতা এবং আকবর পাতসাহের নবরত্নের সঙ্গীত সভার চতুর্থ রত্ন ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে ইসলাম সাহার এবং পরে বায়রাম খাঁর গায়ক ছিলেন, বায়রাম খাঁ এক সময় বাবারামকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। লক্ষণৌ নগরে বাবারামের বাস ছিল। বায়রাম খাঁর বিদ্রোহের সময় বাবারাম দিল্লী আসিয়া বাস করেন এবং ক্রমে আকবর পাতসাহের সঙ্গীত সভায় অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন।

সাধক হরিদাস স্বামী।

হরিদাস স্বামী ১৪৫০ খৃঃব্দে বিখ্যাত হন। ব্রজধামে বৃন্দাবন ক্ষেত্রে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। ইহাঁর কবিতা গ্রন্থ জয়দেবের গীতগোবিন্দের ন্যায় ছিল এবং সুরদাস ও তুলসীদাসের কবিতাপেক্ষা মন্দ ছিল না। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম "সাধারণ—সিদ্ধান্ত" ও "রাসকীপাদ"। ইনি অত্যুৎকৃষ্ট সঙ্গীত বেত্তা ছিলেন। মিয়া তানসেন ইহাঁর সঙ্গীত শিষ্য ছিল এবং বিপুল বিঠল

ও ভাগবত রামীৎ নামে আরও দুইটী শিষ্য ছিল। আকবর পাতসাহ তান-সেনের সহিত ইহঁার কুটীরে গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। উইলসন সাহেব কৃত রিলিজন-সেক্টস্-অভদি-হিন্দুস নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হরিদাস স্বামী চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন, একথা কতদূর সম্ভব বলিতে পারা যায় না কারণ, চৈতন্যদেব ১৫২৭ খৃঃব্দে অন্তর্দ্ধান হন। কথিত আছে যে হরিদাস স্বামীর গুরুদেবের নাম কৃষ্ণদত্ত স্বামী ছিল, তিনি একজন অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন লোকে তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব কৃষ্ণদত্ত বলিয়া জানিত। হরিহাস স্বামী বৃন্দাবনে বঙ্কুবিহারী নামক কৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহারই সেবায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে এক্ষণে উৎকৃষ্ট গায়ক এবং বীণাবাদক শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ চতুর্ব্বেদী মথুরা নগরে বিদ্যমান আছেন। ইনি কলিকাতার উত্তরে পাইকপাড়া নামক স্থানের রাজ—বাটীর রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের গুরুদেব হন। ইনি বিশেষ যত্ন সহকারে রাজা ইন্দ্রচন্দ্রকে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এজন্য ইন্দ্রচন্দ্র ইহাঁকে গুরুত্বে বরণ করেন।

সাধক বিঠল দাস।

বিঠল দাস ১৫৫০ খৃঃব্দে ব্রজপুরে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি বিখ্যাত বল্লভা-চার্য্যের পুত্র, বল্লভাচার্য্য (১) আপন পুত্র বিঠল দাস (নাথ) কর্ত্তৃক রাধাবল্লভী বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন; এজন্য ইহাঁর বংশ গোঁসাই নামে খ্যাত হই-য়াছে এবং অদ্যাপি গোকুলে ঐ বংশে গিরিধারী গোসাঁই ও যদুনাথ গোসাঁই নামে দুই ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন। রাগ সাগর নামক গ্রন্থে ইহাঁর অনেক কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিঠল দাসের ৪ টী শিষ্য ছিল—চতুর্ভুজ দাস, চেৎস্বামী, নন্দদাস ও গোবিন্দ দাস ইহাঁরা সকলেই ১৫৬৭ খৃঃব্দে অতিশয় ক্ষমতাশালী সাধক ও গায়ক এবং কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অষ্ট ছাপ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

---

(১) বল্লভাচার্য্যের ৪টী শিষ্য ছিল—কৃষ্ণদাস পয়াহারী, সুরদাস (বাবারাম দাসের পুত্র), পরমানন্দ দাস ও কুম্ভন দাস।

সাধক সুরদাস।

সুরদাস বাবারাম দাসের পুত্র ইনি ১৫৫০ খৃঃব্দে বিখ্যাত হন। ব্লকম্যান সাহেব কৃত আইন আকবরীর ইংরাজী তরজমা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বাবারাম দাস একজন আকবর পাতসাহের নবরত্ন সঙ্গীত সভার প্রধান গায়ক ছিলেন। সুরদাস পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং হিন্দি ভাষার তুলসী দাসের মত উজ্জ্বল তারকারূপ শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। সুরদাস একান্ত কৃষ্ণসেবক ও তুলসী দাস একান্ত রামসেবক ছিলেন। এই দুইজন কবি কৃষ্ণ ও রামচন্দ্র বিষয়ক কবিতা রচনা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ভক্তমাল ও চৌরাশী বার্ত্তা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে সুরদাস সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার পিতা মাতা গয়ঘাট কিম্বা দিল্লীনগরে ভীক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিন যাপন করিতেন। কিন্তু এ কথা বিশ্বাস যোগ্য কথা নহে কারণ, সুরদাস কৃত ধৃষ্টকূট নামক গ্রন্থে তিনি আপন জীবন বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন—ব্রহ্মরাও নামক যতি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকের বংশে বিখ্যাত চাঁদ কবি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১১৯০ খৃঃব্দে মহারাজ পৃথ্বিরাজ হইতে জুয়ালা নামক একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার চারিটী পুত্র ছিল, প্রথম পুত্র তত্রত্য রাজা হইলেন, দ্বিতীয় পুত্র গুণচন্দ্র, তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের বংশ নাই। গুণচন্দ্রের পুত্র শীলচন্দ্র, তৎপুত্র বীরচন্দ্র, মহারাজ হাম্মীরের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেন। মহারাজ হাম্মীর রানথামভারের রাজা ছিলেন, ইনি আলাউদ্দীন খিলিজী কর্ত্তৃক যুদ্ধে হত হন এবং তাঁহার ১০০ পত্নী ১৩০০ খৃঃব্দে সতী দাহে প্রাণত্যাগ করেন। বীরচন্দ্রের পুত্র হরিচন্দ্র, ইনি আগরায় বাস করিতেন। হরিচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র ইনি গোপচালে বাস করিতেন ইনিই বাবারাম দাস বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। ইহার ৭ পুত্র—১ কৃষ্ণ চাঁদ, ২ উদয় চাঁদ, ৩য় রূপচাঁদ, ৪ বুদ্ধিচাঁদ, ৫ দেব চাঁদ, ৬ সনপ্রীত চাঁদ, ৭ সুরজ চাঁদ। "সর্ব্ব কনিষ্ঠ সুরজচাঁদ আমি, আমার ছয় ভ্রাতা মুসলমান যুদ্ধে হত হন, আমি অন্ধতা প্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হওয়াতে কেবল আমিই জীবিত থাকিলাম এবং এক কূপ মধ্যে পতিত হইয়া সকলকেই আহ্বান করাতে কেহই আমাকে উদ্ধার করেন নাই পরিশেষে সপ্তম দিবসে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ দেব স্বয়ং আমাকে দেখা দিয়া কূপ হইতে উঠাইলেন এবং বলিলেন "বর প্রার্থনা কর," আমি এই বর প্রার্থনা করিলাম যে আমার শত্রুগণ হত হউক এবং আপনার চরণে যেন আমার

সম্পূর্ণ মতি থাকে। আমি সেই ইষ্ট মূর্ত্তি দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়াছি সেই পতিত পাবন করুণাসিন্ধু "তথাস্তু" বলিয়া এবং আমার নাম সুর স্বামী রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন, সেই অবধি লোকে আমাকে সুরদাস বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিতেছে। আমি তৎপরে ব্রজে আসিয়া গুরুদেব বিঠল দাসের শিষ্য হইলাম, অষ্টছাপ গ্রন্থে আমার নাম উদ্ধৃত হইল"।

এই জীবনী দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে সুরদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন না। প্রবাদানুসারে তিনি ১৫৪০ সম্বতে বা ১৪৮৩ খৃঃব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং আগরাতে তাঁহার পিতার নিকট পারস্য ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিয়া সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি ভজন গান প্রস্তুত করিয়া গাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেকে তাঁহার শিষ্য হইল এবং এই সময়ে তিনি নলদময়ন্তী চরিত্রের কবিতা লিখিয়া সুরস্বামী নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং আগরা হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে মথুরা যাইবার পথে গয়ঘাট গ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বিখ্যাত বল্লভাচার্য্যের শিষ্য হইলেন। এবং কবিতা রচনা করিয়া কখনও সুরসাস, কখনও সুরজ দাস ও কখনও বা সুরস্বামী বলিয়া স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ভাগবত পুরাণ হিন্দী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। এবং সুরসাগর নামক ভজন গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, ইহাতে ৬০০০০ ষাট হাজার কবিতা লেখা হয়। ইহারই পরে তাঁহার নাম অদ্বিতীয় সাধু বলিয়া দেশ রাষ্ট্র হইলে আকবর পাতসাহ আপন দরবারে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইনি অনেক কবিতা ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পরিশেষে ১৬২০ সম্বতে বা ১৫৬৩ খৃঃব্দে গোকুলে প্রাণত্যাগ করেন। এই জীবনীটীও সত্য, বলিয়া প্রতিতী জন্মে না কারণ, আবুলফজল কৃত আইন আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সুরদাসের পিতা রামদাস গোয়ালিয়ার হইতে দিল্লী আগমন করেন এবং কেহ কেহ বলেন যে তিনি লক্ষনৌ হইতে আইসেন। আইন আকবরী গ্রন্থ ১৫৯৬। ৯৭ খৃঃব্দে সম্পূর্ণ হয় সেই সময়ে বাবারাম দাস ও তৎপুত্র সুরদাস উভয়েই জীবিত ছিলেন।

সুরদাস সম্বন্ধে আর 'একটী' প্রবাদ আছে যে, সুরদাস অন্ধতা প্রযুক্ত স্বয়ং লিখিতে পারিতেন না সুতরাং তাঁহার কবিতা সকল লিখিবার জন্য একজন লেখক সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিত, যে সময়ে যে ভাবের কবিতা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইত সেই লেখক তৎক্ষণাৎ তাহা লিখিতেন। যদি

কোন সময়ে সেই লেখক অনুপস্থিত থাকিত তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দেব সেই লেখকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুরদাসের কবিতা লিখিতেন। অন্তর্যামী ঈশ্বর লেখকের বেশে সুরদাসের কবিতা লিখিবার সময় সুরদাস আপন মনোভাব প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই লিখিয়া দিতেন। এইরূপ অসম্ভব ক্ষমতা দেখিয়া সুরদাস বুঝিলেন যে, এব্যক্তি মনুষ্য নহে অন্তর্যামী ঈশ্বর, এইরূপ মনে করিয়া সুরদাস যেমন সেই লেখকের হস্ত ধারণ করিবেন অমনি হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল। তখন সুরদাস বলিলেন—

"কর ছটকাই যাতে হ্যায় দুর্ব্বলা জানি মোহি।
হৃদয়সে যাও যাহাগি মর্দ্দা বাখানি তোহি" ॥

সুরদাস।

অর্থাৎ—আমাকে দূর্ব্বল জানিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেলে কিন্তু যদি না তুমি আমার মন হইতে অন্তর হইতে পার তাহা হইলে তোমাকে মনুষ্য বলিব না।

এইরূপ কৃষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে সুরদাসের বিষয় অনেক প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত পক্ষে সুরদাস একজন উত্তম সাধক ও কবি ছিলেন।

তানসেন।

তানসেন সম্বন্ধে বিস্তর কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কেবল যে কয়েকটী কথা অন্যান্য ইংরাজী গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা হইল। তানসেন ১৫৬০ খৃঃঅব্দে বিখ্যাত হয়েন। গোয়ালিয়ারে ইহার বাস ছিল, ইহার পিতার নাম মকরন্দ পাঁড়ে। জাতি গৌড় ব্রাহ্মণ। ইনি বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন, তৎপরে গোয়ালিয়রের বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ গওসের শিষ্য হন। মহম্মদ গওস তান সেনের জিহ্বা আপন জিহ্বায় স্পর্শ করিয়াছিলেন সেই পর্য্যন্ত তানসেন বিখ্যাত গায়ক হইলেন। তানসেনের উপর মহম্মদ গওসের একটী বর ছিল যে, তানসেন! যখন তুমি গান করিবে তখন তোমার দু'ই পার্শ্বে দু'ইটী জীন (উপদেবতা) সুর দিবে, লোকে মনে করিবে যে, তোমার কণ্ঠ হইতে ঐ সুর উঠিতেছে। সেই অবধি তানসেন গান করিলেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে যেন এক সময়ে দুই তিন প্রকার সুর বহির্গত হইত।

সিয়ার খাঁর পুত্র দৌলত খাঁর সহিত তাঁহারা সখ্য ভাব ছিল, দৌলতের মৃত্যু হইলে তিনি রেওঁয়াধিপতি মহারাজ রাম চন্দ্র সিংহের রাজ সভায় গায়ক হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে ১৫৬৩ খৃঃব্দে আকবর পাতসাহের দরবারে আনিত হয়েন এবং দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে সুরদাসের সহিত তাঁহার সখ্যভাব হয় এবং "সঙ্গীত সার" নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন।

সাধক চতুর্ভুজ দাস।

চতুর্ভুজ দাস বিঠল নাথের শিষ্য ছিলেন এবং গোকুলের অষ্টছাপের অন্তর্ভূত ছিলেন। ইনি ১৫৬৭ খৃঃব্দে প্রাদুর্ভূত হন এবং ভাগবৎ পুরাণের দশম স্কন্ধ তরজমা করিয়া হিন্দী দোঁহা ও চোপাই লিখিয়াছিলেন। ইনি সারস্বত ব্রাহ্মণ, চতুর্ভুজ মিশ্র বলিয়া অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ইনি একজন সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন।

সাধক নন্দদাস।

নন্দদাস বিঠল নাথের শিষ্য এবং গোকুলের অষ্টছাপের অন্তর্গত ছিলেন। ইনি ১৫৬৭ খৃঃব্দে প্রাদুর্ভূত হন। ইহার একটী প্রবাদ আছে যে, "আওর সব গড়িয়া নন্দদাস জড়িয়া।" ইহার রচিত গ্রন্থ ১ নাম মালা, ২ অনেকার্থ, ৩ পঞ্চাধ্যায়ী গীতগোবিন্দের মত, ৪ রুক্মিণী মঙ্গল, ৫ দশমস্কন্ধ, ৬ দান লীলা, ৭ মান লীলা, ইনি আরও অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি একজন উৎকৃষ্ট কবি ও গায়ক ছিলেন।

প্রথমাংশ সম্পূর্ণ।

খৃঃ ১১ শতাব্দী হইতে ১৬ শতাব্দীর মধ্য সময় পর্য্যন্ত
পাতসাহ, রাজা, নায়ক, কালওয়াৎ, কাওয়াল,
সাধক, সাধিকা, কবি ও গায়কগণ কৃত
গীতের সূচী।

নায়কগণ কৃত গীত সূচি।

নায়ক বৈজুবাওরা।

গোপাল নায়ক।

অন্যান্য গায়ক ও গায়িকাগণ

কৃত গীত সূচী।

কালওয়াৎ বিলাস খাঁ।

কালওয়াৎ সুদী খাঁ।

কালওয়াৎ মহম্মদ গওস

কালওয়াৎ মিয়া তানসেন।

আত্ম-তত্ত্ব-দর্শন।

অর্থাৎ

নানা শাস্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণ ও তত্তাবতের অনুবাদ সহ

আত্ম-তত্ত্ব-নির্ণায়ক সংগ্রহ গ্রন্থ।

এই গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ। কারণ, আত্ম-তত্ত্ববিৎ হইতে হইলে দুইটী বিষয় জ্ঞাত হইবার আবশ্যক হয়, একটী বিষয় আমি কে? আর একটী বিষয় আমার কর্ত্তব্য কি? এই দুইটী বিষয় উপলক্ষ করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুইখণ্ড সুবিস্তৃত গ্রন্থের প্রণয়ন করা হইয়াছে।

আমি কে? এই প্রস্তাবনা সম্বন্ধে পূর্ব্বার্দ্ধে চারিটী কল্প আছে—প্রথম সংসার-কল্প, দ্বিতীয় ব্রহ্ম-কল্প, তৃতীয় প্রকৃতি-কল্প, চতুর্থ সৃষ্টি-কল্প। আমার কর্ত্তব্য কি? এই সম্বন্ধে উত্তরার্দ্ধেও চারিটী কল্প আছে—প্রথম সাধন-কল্প, দ্বিতীয় যোগ-কল্প, তৃতীয় জ্ঞান-কল্প, চতুর্থ মুক্তি-কল্প।

পূর্ব্বার্দ্ধে—

প্রথম সংসার কল্পের বিবরণ।

মনুষ্যের গর্ভবাসাদি যন্ত্রণা, মৃত্যু, পুনর্জ্জন্ম, মুক্তীচ্ছা, বৈরাগ্য, ও ত্রিতাপাদি বর্ণনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় ব্রহ্ম-কল্প।

আত্ম-নিরূপণ, আত্মা, আত্মা সম্বন্ধে দার্শনীক মত অর্থাৎ চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, ন্যায় মীমাংসক, সাংখ্য ও বেদান্তাদি মত। আত্মার স্বরূপ, এক আত্মাই ভ্রম বশতঃ বহু জ্ঞান হয়, এক ব্রহ্ম কিরূপে বহু হইলেন? ইত্যাদি বিষয় সকল বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় প্রকৃতি-কল্প।

প্রকৃতির স্বরূপ, প্রকৃতি পুরুষ, প্রকৃতির গুণ, সাংখ্যমত বা প্রকৃতি বাদ, তন্ত্র মত বা শক্তিবাদ, বেদান্ত মত বা মায়াবাদ ইত্যাদি।

চতুর্থ সৃষ্টি-কল্প।

মায়াজাল, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা মহত্তত্ত্ব, দ্বিতীয় পরিণাম বা অহংতত্ত্ব, অবশিষ্ট পঞ্চ পরিণাম, বিরাট মূর্ত্তি, চতুর্দ্দশ ভুবন, জীব মূর্ত্তি ও সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদি।

উত্তরার্দ্ধে—

প্রথম সাধন কল্পের বিবরণ।

আত্মোদ্ধারোপায়, ধর্ম্মবিধি বা সাধন বিভাগ, প্রবৃত্তি ধর্ম্মসাধন, ষটচক্র ভেদ, সন্ধ্যা ও আহ্নিক, প্রাতঃকৃত্য, যামার্দ্ধ কৃত্য, রাত্রিকৃত্য, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, কাম্যকর্ম্ম। নিবৃত্তি ধর্ম্মসাধন, সাধন—চতুষ্টয় ও তপস্যা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় যোগ-কল্প।

যোগের প্রয়োজন, শরীর তত্ব, যোগাচার, অষ্টাঙ্গ যোগসাধন, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ ইত্যাদি।

তৃতীয় জ্ঞান-কল্প।

জ্ঞানের সপ্ত ভূমিকা, আত্ম-তত্ব, ব্রহ্ম-তত্ব, বিদ্যা-তত্ব, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, সাকার ও নিরাকার এবং তত্বমসি বিচার, ইত্যাদি।

চতুর্থ মুক্তি-কল্প।

অষ্টপাশ, সালোক্য মুক্তি, সারূপ্য মুক্তি, সাযুজ্যমুক্তি, সার্ষ্টি মুক্তি, কৈবল্য-মুক্তি, বেদান্ত মতে মুক্তি, সন্ন্যাসাশ্রম, হংস, পরমহংস, অবধূত ও নির্ব্বান ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

এই আট কল্পের মূল্য ৮৲ আট টাকা স্থলে ৫৲ পাঁচ টকা ডাক মাশুল ৷৹ আট আনা। শাস্ত্রব্যবসায়ী, পরিব্রাজক, সাধক ও উদাসীনের পক্ষে স্বতন্ত্র মূল্য।

পঞ্চ-তত্ত্ব-বিচার।

অর্থাৎ

মহামায়ার আরাধনা জন্য যে, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার তান্ত্রিক পঞ্চমকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহিত বিশদ ব্যাখ্যা গ্রন্থ মূল্য ৸৹ আনা স্থলে ৷৹ আট আনায় প্রাপ্ত হইবেন।

আত্ম-তত্ব-দর্শন ও পঞ্চ-তত্ব-বিচার ২০ নং করণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটারিতে ও ২০১ নং করণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানে ও ২০ নং মাধবহট্ট ষ্ট্রীট প্রকাশকের নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

তৃতীয় লহরী কণ্ঠ-সঙ্গীত।

প্রাচীন রীতি।

বাগ্‌যন্ত্র বিনির্গত তাল মান লয় ও ছন্দ বিশিষ্ট স্বরকে কণ্ঠসঙ্গীত কহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেব, দানব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর ও মনুষ্য প্রভৃতি সকল সমাজেই কণ্ঠসঙ্গীতের রীতি প্রচলিত আছে। সঙ্গীত—জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে, হেতু এই যে, চিত্তের সুখ দুঃখ হর্ষ ভয় প্রভৃতির আবেগ সকল স্বর দ্বারা ব্যক্ত হইলেই আপনাআপনি গীত হইয়া পড়ে। কারণ, ক্রন্দন করিলে "উঁ উঁ উঁ উঁ" শব্দ, হাস্য করিলে "হা হা হা হা" শব্দ, ত্রাসিত হইলে "আঁ আঁ আঁ আঁ" শব্দ স্বভাবতই কণ্ঠকুহর হইতে নির্গত হয়। এই সকল শব্দ দীর্ঘকাল ব্যাপিত হইলেই ছন্দোবদ্ধ হইয়া কণ্ঠ-সঙ্গীত উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কণ্ঠসঙ্গীতের ভিত্তিমূল নাদ (১)। নাদধর্ম্ম সকল জীবেরই আছে। নাদ হইতে স্বর এবং স্বর হইতে কণ্ঠসঙ্গীত প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং জীবোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠসঙ্গীত উৎপন্ন হইয়াছে। তাণ্ডব নৃত্যকালে দেবাদিদেব মহাদেব সেই নাদ ধর্ম্মের উপর বাগ্‌বিন্যাস, স্বরযোজনা, হাব, ভাব, অঙ্গভঙ্গী, তাল, মান, লয় ও ছন্দ আদি প্রকটিত করিয়া সঙ্গীতবিদ্যার আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই বিদ্যা দেব দানব গন্ধর্ব্বাদির হস্তেই ছিল, পরে মুনি ঋষিগণের হস্তগত হইয়া পরিশেষে সংসারী মানবের হস্তে পতিত হইয়াছে। যতদিন এই বিদ্যা মানবহস্তে পতিত না হইয়াছিল, ততদিন ইহাকে মার্গসংগীত বলা হইত, মানব হস্তে পতিত হইয়াই বিকৃতিভাব ধারণ করিয়া দেশী সঙ্গীত নামে অভিহিত হইয়াছে। মার্গসঙ্গীত দেশী সঙ্গীতে পরিণত হইবার কারণ এই যে, মার্গসঙ্গীত প্রথমে বেদগানে সংযোজিত হয়। যে সময়ে মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য হইয়াছিল এবং যে সময় ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট সংগীত শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে সময়ে বেদ এক্ষণকার মত লিপিবদ্ধ ছিল না, তখন কেবল শ্রুতিরূপে ছিল, বংশাবলীক্রমে শুনিয়া শুনিয়া কতক কতক অংশ অভ্যাস করা হইত।

(১) স্বরতরঙ্গে নাদের বিষয় ব্যক্ত করা হইবে।

পরিশেষে যখন পিঙ্গল (২) নামা সর্প গরুড় কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া ছন্দঃশাস্ত্র উদ্গীরণ করিয়াছিল তখন বেদব্যাস ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই ছন্দঃসূত্রে শ্রুতি সকল একত্রিত করিয়া গ্রথিত করিয়াছিলেন। সেই অবধি মার্গ-সঙ্গীত বেদমধ্যে সন্নিবেশিত হইল। বেদব্যাস প্রথমে বেদকে ছন্দঃসূত্রে গ্রথিত করিয়া চারিজন শিষ্যকে পাঠ করাইবার জন্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা—

---

(২) পিঙ্গলনামা সর্প মহাদেবের স্কন্ধোপরি উপবেশন করিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে অহর্নিশি ছন্দঃ গান করিত। একদা গরুড় হরপার্ব্বতী দর্শনে কৈলাসে আসিয়াছিলেন, যে সময়ে গরুড় দেবদেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন, সেই সময় পিঙ্গল ফোঁস্ করিয়া গরুড়কে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে গরুড় বলিলেন "পদের এমনি মাহাত্ম্য"—তুমি আমার খাদ্য হইয়া আমাকে দংশন করিতে উদ্যত হইলে "সময়ে ইহার প্রতিফল দিব" এই বলিয়া গরুড় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে একদা পিঙ্গল আহারান্বেষণার্থে বহির্গত হইলে, গরুড় উহাকে আক্রমণ করিলে তখন পিঙ্গল বলিল,—"আমাকে বিনাশ করিলে জগতে একটী বিদ্যার লোপ হইবে" গরুড় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বিদ্যা?" পিঙ্গল কহিল, "ছন্দোবিদ্যা" গরুড় বলিলেন, সে বিদ্যা কিরূপ? বিস্তারিত বর্ণন কর। পিঙ্গল কহিল, সমুদ্রতীরে বালুকাময় স্থানে আমাকে লইয়া চলুন, সেই বালুকা উপরি আমি নৃত্য করিয়া ছন্দোগান করিব তাহা হইলে আমার নৃত্যের দাগ বালুকোপরি দর্শন করিলে বুঝিতে পারিবেন। গরুড় সম্মত হইয়া তাহাই করিলেন এবং বলিলেন যে, "আমাকে না বলিয়া পলায়ন করিলে তোমার প্রাণদণ্ড করিব" পিঙ্গল সম্মত হইল এবং বলিল—"আমি পলায়ন করিলে বলিয়া যাইব।"। তখন গরুড় উহাকে বালুকোপরি ছাড়িয়া দিলেন। পিঙ্গল ছন্দোগান ও নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। গরুড় ছন্দো-দর্শনে মোহিত হইয়া অবশেষে পিঙ্গলকে বলিলেন, তুমি আমায় না বলিয়া পলায়ন করিয়াছ কেন? পিঙ্গল তখন সমুদ্র হইতে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক কহিল—"আমি বলিয়া আসিয়াছি সর্ব্বশেষে ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দঃ দেখুন।" তখন গরুড় সন্তুষ্ট হইয়া পিঙ্গলকে ক্ষমা করিলেন এবং পিঙ্গল নামে ছন্দঃ-শাস্ত্র পৃথিবীতে প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্ ॥৭॥

৪ অ, তৃ অং, বিষ্ণুপুরাণ।

বেদব্যাস ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বেদকে চারি অংশে বিভক্ত করতঃ চারিজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

এই চতুর্ব্বেদ মার্গসঙ্গীত দ্বারা গীত হইয়া থাকে এবং এই চতুর্ব্বেদ হইতেই দেশীসঙ্গীতের উদ্ভব, এজন্য উক্ত হইয়াছে যে—

ঋগ্‌ভিঃ পাঠ্যমভূদ্গীতং সামভ্যঃ সমপদ্যতে।
যজুর্ভ্যোঽভিনয়া জাতা রসাশ্চাথর্ব্বণঃ স্মৃতাঃ॥

সঙ্গীতদামোদর।

ঋগ্বেদ হইতেই সংগীতের উৎপত্তি, সামবেদ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সেই গীত গাওয়া হইয়া থাকে, যজুর্ব্বেদ দ্বারা সেই গীতের অভিনয় হয় এবং অথর্ব্ববেদ দ্বারা সেই গীতের রসবিস্তার হইয়া থাকে।

উক্ত বেদপারগ ঋষি চতুষ্টয় অধ্যয়নান্তে স্ব স্ব দেশে গমন পূর্ব্বক বেদচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এবং অধ্যাপনা পূর্ব্বক আপন আপন শিষ্যবৃন্দকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এরূপে শিষ্যপরম্পরায় দেশদেশান্তরে বেদচর্চ্চা পরিব্যাপ্ত হইযা পড়িল। ক্রমে ঋষিরা এবং তত্রত্য জনপদের অধিবাসীরা প্রত্যহ বেদগান শ্রবণ করতঃ বেদের সুর সকল আয়ত্ত করিযা আপন আপন ভাষায় সেই সুরে নিত্য নৈমিত্তিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে গীত প্রস্তুত করিয়া গাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে এইরূপ গান গাওয়া একটা প্রথা হইয়া গেল। এই প্রথার নাম জাতীয় সঙ্গীত। দেশভেদে যেরূপ জাতিভেদ সংগঠিত হইয়াছে, গান গাওয়ার প্রথাও সেইরূপ দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধরণে হইয়াছে। যে দেশের যেরূপ ধরণ, সে দেশের সেই ধরণের নাম সেই দেশের নামে খ্যাত হইয়াছে। এইরূপে কতক ধরণ দেশের নামানুযায়ী, কতক ধরণ দেশীয় ব্যবহারানুযায়ী কতক ধরণ মনের ভাবানুযায়ী দেশীসংগীত সংযোজিত হইয়াছে। দেশের নামানুযায়ী ধরণ যথা—বাঙ্গালী, গান্ধারী, ভটিয়ারী, গুর্জ্জরী, কর্ণাটী, সিন্ধু, মূলতান, বারোঁয়া বা বরভা, তৈলঙ্গী, কলিঙ্গড়া জৌনপুরী, বৃন্দাবনী, আন্ধ্রী, কাবেরী, মারওয়া, মালবী, পাহাড়ী, গৌড় বা গৌড়, জয়ন্তী, ভূপালী এবং সুরঠ ইত্যাদি।

দেশের ব্যবহারানুযায়ী ধরণ যথা সুহী, জুহী, যোগীয়া, খট্, ঝিঝিট্, জঙ্গলা, পীলু, আসা, ঘটো, লুম, লহরী, সোহর ধবলী, গারা, সুঘরাই, গোধূনী, জঙ্গী, কল্লিকা, উশাখিকা, এবং সনম্ গণম্ ইত্যাদি।

দেশীয় লোকের মনোভাবানুযায়ী ধরণ যথা—মধুমাধবী, সূর্য্যমুখী, ললিতা, বিভাষা, আশাবরী, আলেয়া বা আলাহিয়া, বেলাবেলী, সরফর্দ্দা, পটমঞ্জরী, সিন্ধুড়া, কাফী, টোড়ী, ধনেশ্রী, ধবলশ্রী, মালশ্রী, পলশ্রী, জয়ন্তশ্রী, শ্রী, সাজগিরী, গৌরী, শ্রীটঙ্ক, ইমনভূপালী. কল্যাণ, হাম্বীর, শ্যাম, কেদার, কামদ, বাহার, বেহাগ বাগেশ্রী, পুরীয়া, ছায়নট, আড়ানা, সাহানা, কানাড়া, পরজ, মারু, শঙ্করা, শঙ্করাভরণ, প্রদীপিকা, কৃষ্ণচন্দ্রী, মুক্তিকা, বল্লভী, কুশলী, জলধারিণী, ঘুমড়ী, ঘণ্টারবী, কুসমী ও সুগন্ধী ইত্যাদি। এই সকল ধরণ গুলি কালক্রমে রাগরাগিণী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

দেশী সঙ্গীতের এই সকল ধরণের নাম এক কথায় জাতীয় সঙ্গীত বলা যায়। দেশভেদে জাতীয় সঙ্গীতের ভাষাও স্বতন্ত্র যথা—হিন্দুস্থানী, উর্দ্দূ, ব্রজভাষা, অযোধ্যা, তিরহুতী, ভগলপুবী, মহগী, নেপালী, নিবারী, ভোট, বারাভোটী, বাঙ্গালা, কুকী উৎকলী, তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী, মিবাড়ী, মহারাষ্ট্রী, কর্ণাটী, গুজরাটী, সিন্ধবী, মূলতানী, কেরলী, পাঞ্জাবী, কাশ্মরী, মারয়াড়ী, জোয়ানপুবী, নাগভাষা, পিঙ্গলভাষা. ডিঙ্গলভাষা, গীর্ব্বানভাষা, বৈখরীভাষা, পালীভাষা এবং পারস্যভাষা ইত্যাদি।

এই সকল ভাষায় দেশী সংগীত বা জাতীয় সংগীতের গান হইয়া থাকে। সকল দেশেই এরূপ প্রথা আছে যে কোনরূপ (৩) পর্ব্ব উপস্থিত হইলে

---

(৩) পর্ব্ব যথা—ব্রতাদি—জন্মাষ্টমী, নবরাত্র হুলাস, রামনবমী, দশহরা, বিজয়াদশমী, ধনতেরশ, রূপচতুর্দ্দশী, শিবচতুর্দ্দশী, গোবর্দ্ধন পূজা, ভাই দূজ বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, গোপাষ্টমী, বসন্তপঞ্চমী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, পবিত্র একাদশী ও রাখীপূর্ণিমা ইত্যাদি।

লীলাদি যথা—রামলীলা, রাসলীলা, দোলযাত্রা বা হোরী, ঝুলন, দানলীলা, মানলীলা, রথযাত্রা, জলবিহার বা বস্ত্রহরণ, গোষ্ঠলীলা, প্রভাস ও মাথুর ইত্যাদি।

সংসার যাত্রা বিষয়ক—বিবাহ, গর্ভাধান, অন্নাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, এবং জাতকর্ম্ম ইত্যাদি।

স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই আপন আপন ভবনে আনন্দোৎসব করিয়া থাকে, সেই উৎসবোপলক্ষে যে সকল গান গাওয়া হয় তাহাকেই জাতীয় সঙ্গীত বা দেশী সঙ্গীত বলে। দেশী সংগীতের গঠন কেবল ছন্দঃ প্রবন্ধময়। বেদগান যেরূপ ছন্দঃ প্রবন্ধময় জাতীয় সংগীতও সেইরূপ। কারণ, বেদগানের অনুকরণ করিয়াই জাতীয় সংগীত গঠিত হইয়াছে। অতএব প্রাচীন পদ্ধতিতে কেবল ছন্দঃ প্রবন্ধময় গান দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন আর কোনরূপ গঠন প্রাচীন বলিয়া দেখা যায় না। ছন্দঃ প্রবন্ধময় গানের গঠন কিরূপ? তাহা জ্ঞাত হইতে হইলে ইহাই লক্ষ্য করিতে হয় যে, কোন পূজোপলক্ষে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া, গান করিতে করিতে দেবতার স্থানে উপস্থিত হয়, কোন উৎসব উপস্থিত হইলে অনেক স্ত্রীলোক একত্র হইয়া গান করিতে থাকে। বিবাহ সংঘটন হইলেও ঐরূপ করিয়া থাকে। হোরীর সময় (দোলযাত্রা) হইলে খঞ্জনী বাজাইয়া যে অনেক হিন্দুস্থানী, মাড়য়ারি, ব্রজবাসী ও অন্যান্য জাতি একস্থানে একত্র সমবেত হইয়া গান করিয়া থাকে তাহাই জাতীয় সংগীত বা দেশী সংগীতের গঠন। বহুকাল হইতে এইরূপ পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। এজন্য জাতীয় সংগীত দেশীসংগীতের প্রাচীন রীতি বলিয়া কথিত হয়।

নব্য রীতি।

প্রাচীনকালে কেবল ছন্দঃ প্রবন্ধ ময় গান ব্যতীত অন্য কোনরূপ গানের রীতি ছিল না কিন্তু এক্ষণে আর একপ্রকার রীতির গান প্রচলিত হইয়াছে যাহা খ্যাল ধ্রুপদ টপ্পা বলিয়া খ্যাত। এসকল রীতি আধুনিক কারণ, মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে সঙ্গীত প্রথা প্রচলিত আছে তাহা জাতীয় সংগীত ও বেদগান ব্যতীত অন্য কোনরূপ রীত্যনুসারে নহে। কোন সঙ্গীত শাস্ত্রে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা বলিয়া কোন প্রকার রীতির উল্লেখ নাই। শ্রীরামচন্দ্রের সভায় যে নবকুশের রামায়ণ সঙ্গীত হইয়াছিল তাহা কেবল ছন্দোময় কবিতা গীত, দেবতাদিগের স্তব কবচ ইত্যাদি যাহা পাঠ

করা যায় তাহাও ছন্দোময় কবিতা গীত বিশেষ। ধ্রুপদ খেয়ালের উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্গ সঙ্গীতের অপভ্রংশে যেরূপ দেশীয় বা জাতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি, সেইরূপ জাতীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষে ধ্রুপদ খেয়ালের উৎপত্তি হইয়াছে। ঠিক কোন্ সময়ে উৎপত্তি হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে এই ভারতবর্ষ যখন আর্য্য চ্ছত্রাধীন ছিল, তখন ইউরোপ খণ্ডের অন্তর্গত গ্রীশ দেশস্থ সেমস্ নগরের তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত পাইথেগোরাস প্রায় ৫৫৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে এসিয়া খণ্ডে আগমন পূর্ব্বক বিস্তর তত্ত্ব বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং জনশ্রুতি আছে যে তিনি ভারতবর্ষ হইতে দর্শন শাস্ত্র, জ্যোতিষ ও সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণ হইয়া গিয়াছিলেন এবং স্বদেশে এই সকল বিদ্যার বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার মৃত্যুর ৩০।৪০ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪৬০।৭০ পূঃ খৃঃ অব্দে তাঁহার মতানুযায়ী এনাক্সাগোরাস্ নামক পণ্ডিত সঙ্গীতের স্বরলিপি পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া যান। সেই স্বরলিপিতে ধ্রুপদ খেয়ালের বিন্দু বিসর্গ মাত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং বলিতে হইবে যে, তৎকালে ভারতবর্ষে ধ্রুপদ খ্যায়াল সংগঠিত হয় নাই। এজন্য বিবেচনা হয় যে, এ সকল প্রথা আধুনিক। ১৩০০ খৃঃঅব্দ মধ্যে এই সকল রীতির উদ্ভব হইয়াছে।

খৃঃ ১২৯৫।১৩১৬ অব্দ মধ্যে এই সকল রীতি উদ্ভব হইয়াছে কারণ, এই সময়েই পাঠান বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীনের রাজত্ব কালে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব বৈজুবাওরা নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তিনি ধ্রুপদ রচনা করিয়া পাতসাহকে শুনাইয়াছিলেন। পাতসাহ আলাউদ্দীনের দরবারে তৎকালীন দক্ষিণদেশবাসী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব গোপালনায়ক নামে একজন খ্যাতনামা গায়ক ছিলেন এবং আমীর (৫) খস্রু নামে আর একজন সঙ্গীতনিপুণ লোকও ছিলেন। গোপাল নায়কের তুল্য সঙ্গীতনিপুণ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালীন কেহ ছিল না, কিন্তু ঐ সময়ে গুজরাটে সুলতান বাহাদুরের নিকট নায়ক বক্সু থাকিতেন। গোপাল নায়ক তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই।

---

(৫) এলফিনষ্টোন্ সাহেব কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে ১২৫৬ খৃঃ অব্দে ঘায়স্উদ্দীন টোগলকের পুত্র মহম্মদ টোগলক পারস্যদেশ হইতে আমীর খস্রুকে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। আমীর খস্রু ৬০।৬৫ বৎসর দিল্লীর দরবারে ছিলেন।

নায়ক গোপাল, নায়ক বক্সু ও বৈজু বাওরা পরস্পর সমকক্ষ লোক ছিলেন। বৈজু বাওরা ফকিরও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি জঙ্গলে বাস করিতেন। তাঁহার সমধিক সঙ্গীত চর্চ্চা ছিল। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে সমস্ত বনবাসী মোহিত হইয়াছিল। বৈজু যখন গান করিতেন, তখন সমস্ত বন্য জন্তু মোহিত হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইত। সঙ্গীতসাধন জন্য বৈজুর কোন প্রকার অবলম্বন সুর (তানপূরাদি) ছিল না। শ্রুতি আছে যে, বৈজু দিবসে নগরে ভিক্ষা করিতেন এবং রাত্রিতে নিবিড় অরণ্য মধ্যে সঙ্গীত সাধনা করিতেন। এক দিন প্রাতঃকালে বৈজু নগরে ভিক্ষা করিতে আসিতেছেন, এমত সময়ে একজন ভুনাওয়ালা চাউল চেনা ইত্যাদি ভুনিতেছে। তৎকালীন তাহার তুন্দুরের (উননের) মধ্যগত অগ্নি শিখার এরূপ শব্দ উত্থিত হইতেছে যে, বৈজু তাহা শুনিয়া স্থির করিলেন এই অগ্নি শিখার শব্দের সহিত যদি আমি খরজ সাধন করিতে পারি তাহা হইলে আমার কণ্ঠস্বর আরও চমৎকার হয়। এই স্থির করিয়া বৈজু ভুনাওয়ালার নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া দ্বাদশবর্ষ কাল অবস্থিতি করিলেন। তৎস্থানে তাঁহার অবস্থিতি কালীন ঐ অগ্নির সহিত খরজ সাধন করিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর এরূপ চমৎকার হইয়াছিল যে, এই সম্বাদ সম্রাট আলাউদ্দীনের শ্রুতিগোচর হইল। পাতসাহ বৈজুর গান শুনিবার জন্য আপন দরবারে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। বৈজু পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন যে, উক্ত দরবারে সঙ্গীতনিপুণ গোপাল নায়ক অবস্থিতি করেন। এজন্য তিনি প্রাচীন ধরণের গীত পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ চন্দঃপ্রবন্ধ ধরণ পরিত্যাগ করিয়া চারিতুক বিশিষ্ট অর্থাৎ আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ সম্বলিত কএকটী ধ্রুপদ রচনা করিলেন। এই সময় হইতেই ধ্রুপদের চলন প্রচলিত হয়। বৈজুর ধ্রুপদ সাধন পরিমার্জ্জিত হইলে তিনি পাতসাহ আলাউদ্দীনকে গান শুনাইবার জন্য দরবারে উপস্থিত হইলেন। বৈজুর গান আরম্ভ হইল। বৈজু গাইলেন—

রাগিণী ধানেশ্রী—তাল চৌতাল।

প্রথম মণি ওঁকার, দেবনে মণি মহাদেব,
জ্ঞান মণি গোরক্ষ, নদীনা মণি গঙ্গা।
গীত কি সঙ্গীত মণি, সঙ্গীত কি সুরে মণি,
তাল মণি মৃদঙ্গ নৃত্যকি মণি রম্ভা॥

রাজন মণি ইন্দ্ররাজা, গজন মণি ঐরাবত,
বিদ্বান মণি সরস্বতী, বেদন মণি ব্রহ্মা॥
কহে বৈজু বাওরে, শুনিয়ে গোপাললাল,
দিনু মণি সূরয, রজনী মণি চন্দঃ॥

বৈজুবাওরা।

অস্মদ্দেশে এই গানটী অনেকে জয়জয়ন্তীতে গান করেন। এই গান শ্রবণ করিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। পাতসাহ আলাউদ্দীন পুরস্কার স্বরূপ বৈজুকে এক ছড়া মতির মহামূল্য হার অর্পণ করিলেন। বৈজুর গান এরূপ সুশ্রাব্য হইয়াছিল যে, ইতস্তত- পশুবৃন্দও সঙ্গীত সমাজে উপস্থিত হইয়া বৈজুর গান শ্রবণ করিয়াছিল। জনশ্রুতি আছে যে, আরণ্য জন্তুগণ বৈজুর স্বর চিনিত। তাহারা বৈজুর স্বর শুনিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে পাতসাহের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। বৈজুর গীত সমাপ্ত হইলে মৃগাদি বন্য জন্তুগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিল। যখন মৃগাদি জন্তুগণ প্রস্থান করে, ঐ সময়ে বৈজু পুরস্কার লব্ধ মতির হার ছড়াটী একটী মৃগের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন। জন্তুগণ প্রস্থান করিলে বৈজু পাতসাহকে কহিলেন, যাঁহাপনা! আমার হার এই স্থানে পুনরানীত হউক, অর্থাৎ আপনার দরবারে এরূপ কোন গায়ক আছে যে, ঐ সকল বন্য জন্তুদিগকে পুনরায় এই স্থানে আনয়ন করিতে পারে? বৈজুর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া পাতসাহ গোপালনায়কের মুখের দিকে ঈক্ষণ করিলেন। তখন গোপাল মোহিনী শক্তি বিশিষ্ট হিণ্ডোল রাগের আলাপ করিয়া গাইলেন—

রাগ হিণ্ডোল—তাল ধিমাতেতালা।

কৈলাস শিখরে শিরোমণি শ্যাম শিউকো ধাম মঞ্জুল সিংগার।
নানা ভাঁতকি বৃচ্ছলতা কুসুমিত দিশ্‌দিশি বিপিন সাধন অপার॥
বরণ বরণ কি পঞ্ছীগণ রমণ মানও দুর্গানাম করতো উচ্চার।
ঋতু বসন্ত হিণ্ডোল রাগ গাওত আনন্দ ভরে অতি বিস্তার অপার॥

গোপাল নায়ক;

গোপালের এই গানে সকলে মুগ্ধ হইলেন বটে কিন্তু অরণ্য হইতে বন্য জন্তুগণ আসিল না। গোপাল ক্রুদ্ধ হইয়া মালকোশ রাগ আলাপ করিলেন—

রাগ মালকোশ—তাল ধিমাতেতালা।

বাজত বসন্ত আঁওর ভৈরোঁ হিণ্ডোল রাগ।
বাজত হয় ললিতা কৈসনে হোয়ে ধনাশ্রী॥
মালোয়া মালকোশ রাগ বনমে বাজায়ে
কানহ (কানু) মঙ্গল নিয়াসিনী (নিবাসিনী)
সুর অসুরী পন্নগী হুতি ধূন্‌কে শুনে সে পায়না
রহি যা সুরী এয়সী বাজী বনমে মেরে জান
শুভ রাগকি নিয়াসিনী॥

গোপাল নায়ক।

মালকোশ রাগে প্রস্তর দ্রব্য হইয়া যায়, গোপালের প্রস্তরের আসন ছিল, মালকোশ আলাপে গোপালের আসন দ্রব হইল, গোপাল তৎক্ষণাৎ আপনার হস্তস্থিত অঙ্গুরী ঐ দ্রবীভূত প্রস্তরে টিপিয়া দিলেন, দিয়া বৈজুকে বলিলেন—যদি আপনি আমার অঙ্গুরী উঠাইয়া দেন তাহা হইলে আমি আপনার মৃগাদি অরণ্য হইতে আনিয়া দিব। বৈজু এই কথা শুনিয়া নারায়ণ স্মরণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মালকোশ রাগের ধ্রুপদ প্রস্তুত করিয়া গান করিলেন। যথা—

রাগ মালকোশ—তাল চৌতাল।

নৃত্য করত নন্দলাল, মন্দিল কি ও ব্রজবাল, প্যারি
ধরত অওঘট তাল, তাধেলাম্ ধেধে কিন দ্রণ
কছকু তানা নানা সুঢঙ্গা। যসোহি বাজে মৃদঙ্গ,
ত্রিয়া বচন অওঘট সংঘ, দ্রেকেটে দ্রেকেটে
ক্রমকি ক্রমকি তা সুঢঙ্গ থেই থেই তাতা ধিধি
ধিধি ধিধি ধি তিকি তিকি তিকি লাল দণ্ড॥
খঞ্জন মোচঙ্গ ঝাল, বাজত সারঙ্গ বিশাল,
মৃদ মদকো ত্রিলোক ভাল, পঞ্চগ্রাম নৃত্য করত,
সপ্ত সুরণ বাজ তাল থ্রেকেতং থ্রেকেতং থেই এই
ছোম্ চানা নানা নানা নানা। আরোহী অম-
রোহী আস্থায়ী সঞ্চারী উরণ ঢুরণ মুরণ বান সপ্ত

সুরণ কোটী তান, বংশী মধুর লেত তান, খরজ
রেখাব গান্ধার, মধ্যমসে রুম্, রহো বৃন্দাবন
বন সমাধী আরতী সাজে গোপী চলি ঘণ্টা
বাজত ঘন নন নন নন ॥

বৈজুবাওরা।

বৈজুর এই গানে পাষাণ দ্রব হইয়া অঙ্গুরী আপনি বাহির হইল। (৬) তখন বৈজুবাওরা গোপালের বিদ্যা কতদূর শিক্ষা হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য সঙ্গীত চ্ছলে প্রশ্ন করিলেন যথা—

রাগিণী মালশ্রী তাল ঝাঁপতাল।

সাধন করত গুণীজন যেত্তে, কেত্তে নাদ,
কেত্তে বেদ, কেত্তে অলঙ্কার।
কেত্তে ধরণ, কেত্তে মুরণ, কেত্তে সুর,
কেত্তে তাল, এন্‌কে বেওরা ধরহ বিচার ॥
ইহবিদ্যা অটপটী অপরম্পার,
কিনহুনা পায়ও ইয়াকো ওয়ারণ পার।
কহে বৈজুবাওরে, শুনহ সুঘর নর,
এত্তে রিষ কাহে কিজো নায়ক গোপাল ॥

বৈজুবাওরা।

গোপাল ইহার উত্তর দিলেন—

---

(৬) গুণিগণ বৈজু বাওরা ও গোপাল নায়কের সঙ্গীত যুদ্ধের উদাহরণ স্বরূপ এই গীতটী গান করিয়া থাকেন—

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল সুরফাঁক তাল।

তেরে মনমে কেত্তে গুণ রহেরে।
যোতুঁহে আওয়ে সোই প্রকাশ করুরে ॥
হরিণ বোলাওয়ে, পাথর পঘলাওয়ে,
জলবরষাওয়ে সরস্বতী বরেরে, কহে
বৈজু বাওরে শুনহ গোপাল নিসিদীন
গুনীয়ন কি পাওঁ ধরিরে ॥

রাগিণী ধানেশ্রী—তাল তেওরা।

স্বর প্রথমে সারিগম নাদ রে। তাহে প্রকট বেদ রে ॥
ধারু ধ্রুপদ সংগৃহীত প্রবন্ধছন্দঃ গুণী গাওয়ত গন্ধর্ব্ব শেষ রে।
চতুরঙ্গ এবট তেলেনা ত্রুপণ শব্দ স্বরণকো ভেদ রে।
কহে নায়ক গোপাল সারিগম আগম তাল স্বরসম সাধ রে ॥

গোপাল নায়ক।

এই প্রত্যুত্তর শুনিয়া বৈজু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন যথা—

রাগিণী মূলতান—তাল চৌতাল।

কেত্তে জানত হ্যায় গুণি! কেত্তে স্বর,
কেত্তে রাগ, কেত্তে ধরণ, কেত্তে পরণ,
কেত্তে অলঙ্কার লিয়ে শোধে বাণী।
সম বি-ষম, অতীত, অনাঘাত যো জানত,
সোহি তো মৃদঙ্গ বাজাওয়ত,
যো সমুঝত ওয়াকো বাখানি এহ গুরুজন ॥
আমোদ সমুদ্র অপার পার, জিন্‌কো নাই
পারাবার, বেওরে কাঁহাসে বাখনি।
কহে বৈজু বাওরে, শুনিয়ে গোপাললাল,
নাউরে নাউরে, বেওরে বেওরে, উচ্ছ্বাস বাখানি ॥

বৈজুবাওরা।

এই প্রশ্ন শুনিয়া গোপাল সগর্ব্বে প্রত্যুত্তর দিলেন যথা—

রাগিণী মূলতান—তাল ধিমা তেতালা।

সপ্ত স্বর ছয় রাগ, রাগিণী সামেত রাগ,
এন্‌কানুনে বাঁশরী বেসালা হায়। প্রথম
রাগ ভৈরোঁ রাগ, কৌশিক হিণ্ডোল রাগ,
দীপক মল্লার মারু, খষ্টম রেসালা হায় ॥

ছও ছও ভার্য্যা সঙ্গে লাগে লাগ একসে এক আলা
হায়। এয়সি গুণকি বিশালা; মোহি ব্রজবালা,
বাঁশরী বাজায় নন্দলালা, গোপালকো জপমালা হায়॥

গোপাল নায়ক।

এই গান দ্বারা গোপাল নায়ক কেবল কয়টী সুর, কয়টী রাগ ও রাগিণী মাত্র বলিলেন। ধরণ, পরণ, অলঙ্কার এবং তালের সম্, বিষম, অতীত, অনাঘাত সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। এজন্য বৈজুবাওরা তাঁহার গর্ব্বের প্রতি হাস্য করিয়া পুনরায় বলিলেন—

রাগিণী মূলতান—তাল চৌতাল।

কাহেকো গর্ব্ব করহে গুণি! যো কহায়ও,
গীত ছন্দঃ ধারু ধ্রুপদনিকে গাওয়ে শুনাও।
গীত কবিত যুগলবন্দ ধূয়া মণিও, এত্তে
রাগ কাহে না গায়ও সমুঝে
বুঝে দেখো মনমে পাছে না পছতাও॥
কেত্তে নাদ, কেত্তে বেদ, কেত্তে তান,
কেত্তে মান, ইন্‌কো অন্ত কভু না পাঁওয়ে।
কহে বৈজুবাওরে, শুনহ গোপাল,
বাতনি কর কর কাহে জনম গুঁয়াও॥

বৈজুবাওরা।

গোপাল নায়ক বৈজুর এই শ্লেষ উক্তি শুনিয়া এই ধ্রুপদটী রচনা করিয়া গাইলেন। ইতি পূর্ব্বে গোপাল ধ্রুপদ জানিতেন না।

রাগিনী মালশ্রী—তাল চৌতাল।

গ্রাম শ্রুতি মুরছনা কো বেওরে জানে
গাওয়ে নব রস লিয়ে।
শুদ্ধ শালঙ্ক সঙ্কীরণ ওড়ব খাড়ব দৌরস
নিরিখ কর্‌কে লেত্তে সুর ধর হীয়ে॥

গীত ছন্দঃ ধারু ধুরপদ ঝুম্‌রা প্রবন্ধকো
বাখান সমঝাওত হাঁয় হীয়ে ॥
কহত নায়ক গোপাল বহুবিধ খরজ সাধে
ইয়াতো শুনবো কিজিয়ে কান দিজে ॥

গোপাল নায়ক।

গোপাল ধ্রুপদ রচনা করিয়া গাইলেন বটে কিন্তু বৈজুর প্রশ্ন সকলের প্রকৃত উত্তর দেওয়া হইল না। এজন্য বৈজু বলিলেন—

রাগিণী ভীম পলশ্রী—তাল সুর ফাঁকতাল।

বিদ্যাধর গুণীয়নসে কেঁও লড়িয়ে।
গুণ চর্চ্চাকি লড়াই করিয়ে ॥
যৈ যৈ আওয়ে সৈ সৈ গাইয়ে,
না আওয়ে তো মৌন হোই রহিয়ে ॥
করৱে কস্তুরী এক ভাও করিয়ে,
খারি খাঁড়কো বেওরে করিয়ে।
কহে বৈজুবাওরে শুনহ গোপাল,
আরি আরি আরি, লরি লরি কেঁও মরিয়ে ॥

বৈজুবাওরা।

গোপাল এই গীতের আর উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন বৈজু গোপালের উপদেশ স্বরূপ এই কয়েকটী গীত গাইয়া প্রস্থান করিলেন যথা—

রাগিণী ধবলশ্রী—তাল চৌতাল।

নাদ উচ্চার কিন্‌হো যিন্‌হো তিনহো না পায়ও পার।
পিছে পিছে কর থাকে সংসার ॥
কওনে মূল কওনে থূল, কওনে পত্র, কওনে ফুল,
কওনে বৃচ্ছ কওনে ডার ॥
ত্রেবট উচ্চার কিন্‌হো, তিন্‌হো না পায়ও পার,
যিন্‌হো কিন্‌হো অভিমান, তেও ডুবে মাঝিধার।

কহে বৈজুবাওরে শুনহ গোপাল লাল,
নাদ সাগর নাদ সমূহ নাদ অপার॥

বৈজুবাওরা।

রাগিণী ভীম পলশ্রী—তাল তেতালা।

এয়সি বিদ্যা কেঁও না শিখিয়ে যামে পাঁওয়ে তুহে লাল।
কুঞ্জ ভবনমে আনি মিলে সব বিঝ দেই মৃগ মাল॥
সপ্ত ডাঁড়ী কর গুপত প্রকট কিনহেঁ নাম ধরে তুহার নায়কগোপাল।
বৈজুকে গাওয়েতে সপ্ত স্বর ভুল গেও পাথর পঘিলে মাঝে তাল॥

বৈজুবাওরা।

রাগিণী শ্রী—তাল তেওরা।

নাদ উদেধী অথাহ অতি গম্ভীর আগম অপার রে।
দোকুল খরজ ঋষভ গান্ধার, মধ্যম হরে, ধৈবত
পঞ্চম মীন, মুরছনা লহরী অতি বিস্তার রে॥
এতে পতিত অনেক গুণীজন ত্রিগুণ গ্রাম জাহাজরে॥
কহে বৈজুবাওরে তাল ত্রেবট স্বর শুরতি করিয়ার রে॥

বৈজুবাওরা।

বৈজুবাওরা এইরূপ গীত দ্বারা গোপাল নায়ককে উপদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে গোপাল নায়ক অনেক ধ্রুপদ রচনা করিয়াছিলেন। বৈজুবাওরা ও গোপাল নায়কের ধ্রুপদ অতি সুললিত ও মধুর। বৈজুবাওরা ও গোপাল নায়কের পর প্রায় দুইশত বৎসর মধ্যে আর খ্যাতনামা ধ্রুপদী ও নায়ক দেখা যায় নাই। কারণ, এই দুই শত বৎসর কাল ভারতবর্ষ মুসলমান রাজগণের উৎপীড়নে প্রপীড়িত ছিল। তাহাদের পীড়নে ভারতীয় প্রজাদিগকে ত্রাহি মধুসূদন বলিতে হইয়াছিল। এজন্য সঙ্গীতেরও অন্যান্য শাস্ত্রের চর্চ্চা অপ্রকাশাবস্থায় লীন ছিল, সুতরাং এই সময় মধ্যে আর কোন সুগায়কের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৎপরবর্ত্তী দুইশত বৎসরের পর মুসলমান রাজারা কথঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলে পুনরায় সঙ্গীতচর্চ্চা প্রকাশিত হয়।

চতুর্থ লহরী হিন্দুস্থানী গীত।

পশ্চিমদেশে, সঙ্গীতের উন্নতি।

বৈজুবাওরা, গোপাল নায়ক, নায়ক বক্সু ও আমীর খস্রুর পরলোক গমনের পর প্রায় দুইশত বৎসর মধ্যে অর্থাৎ ১৩০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পশ্চিম প্রদেশে সঙ্গীত চর্চ্চার কোন উত্তমরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। ১৬০০ খৃঃ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোয়ালিয়রের (১) শাসনকর্ত্তা মহারাজ মানসিংহকে দেখা যায়। ইনি একজন খ্যাতনামা সঙ্গীতপ্রিয় নরপতি ছিলেন। ইহাঁর রাজত্বকাল খৃঃ ১৪৮৬ অব্দ হইতে খৃঃ ১৫১৬ অব্দ পর্য্যন্ত ৩১ বৎসর ছিল। ইনি মৃগনয়নী নাম্নী গুজ্জর রাজের কন্যাকে বিবাহ করেন। মৃগনয়নী সঙ্গীত শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্না ছিলেন। মিয়া তানসেন মৃগনয়নীর গান শুনিবার জন্য যখন গোয়ালিয়ারে আগমন করেন, তখন তানসেনের বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বৎসর। মিয়া তানসেনের গোয়ালিয়ারে

---

(১) কর্নেল, এ, কনিংহাম সাহেব কৃত অর্চিয়লজিক্যাল্ রিপোর্টস অভ্ গোয়ালিয়ারের ৫৭। ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মহারাজ মানসিংহ অতি বিচক্ষণ পণ্ডিত ও বিলক্ষণ সঙ্গীতবিদ্যা নিপুণ নরপতি ছিলেন। তিনি মালব গুর্জ্জরী, বাহাল গুর্জ্জরী ও মঙ্গল গুর্জ্জরী নামক তিনটী মিশ্র গুর্জ্জরী রাগিণীর সৃষ্টি করিয়া যান। এই মানসিংহ ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত ছিলেন। আর এক মানসিংহ ছিলেন, তিনি অম্বরাধিপতি ভগবান সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রাজপুত বংশীয় বীর পুরুষ, তিনি মোগল সম্রাট আকবর সাহার বিশ্বাস-ভাজন হইয়া সেনাপতীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উদয়পুরের মহারাণা প্রতাপ সিংহকে ইনি হল্দিঘাটে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং বঙ্গে প্রেরিত হইয়া যশোহ-রাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যান। ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের রসদ সরবরাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালার চৌদ্দপরগণার আধি-পত্য প্রদান করিয়াছিলেন।

আসিবার আরও একটু কারণ ছিল, তাহা পরে প্রকাশিত হইবে। আক্‌বর পাতসাহের রাজ্য প্রাপ্তির ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ মানসিংহ বর্ত্তমান ছিলেন। তখন তানসেনের বয়ঃক্রম ১০ দশ বৎসর। মানসিংহের পরলোক গমনের ১০ বৎসর পরে তানসেন মৃগনয়নীর গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। তানসেন যখন আক্‌বর পাতসাহের দরবারে সঙ্গীতাধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৫০ বৎসরেরও অধিক হইবে। মহারাজ মানসিংহ অনেক ধ্রুপদ রচনা করিয়াছিলেন।

এই সময় হইতে সঙ্গীতবিদ্যার পুনরুত্থান দেখা যায়। কারণ, এই সময়ে মিয়া তানসেন সঙ্গীতগুরু হরিদাস স্বামীর শিষ্য হন। হরিদাস স্বামী দক্ষিণ-দেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষা দক্ষিণদেশেই হইয়াছিল। তিনি বালব্রহ্মচারী ছিলেন কি গৃহস্থ থাকিয়া পরে উদাসীন হইয়াছিলেন তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভক্তমাল গ্রন্থে কেবল এইটুকু মাত্র পাওয়া যায় যে, তিনি উদাসীনাবস্থায় ৺বৃন্দাবন ধামে আসিয়া নিধুবনে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় কৃষ্ণ-পরায়ণ। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি নিধুবনে বঙ্কুবিহারী নামে বিগ্রহ স্থাপন করেন। স্বামীজী যে সময়ে বৃন্দাবনে আসিয়া নিধুবনে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, তখন ঐ বঙ্কু-বিহারী নামধেয় বিগ্রহ মূর্ত্তিটী মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত ছিল। হরিদাস স্বামী ঐ স্থানে বসবাস করিলে তাঁহাকে প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে "আমাকে উঠাইয়া পূজা কর" স্বামীজী তাহাই করিয়াছিলেন। ঐ বিগ্রহ মূর্ত্তিটী মণিময় ছিল। স্বামীজী ঐ অপরূপ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে তাঁহার সেবা করিয়া কাল-যাপন করিয়াছিলেন। স্বামীজী নির্লোভ ও নিষ্কাম সাধুলোক ছিলেন। একদা স্বামীজীর নিকটে কোন ব্যক্তি শিষ্য হইবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইলে তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, "তুমি শিষ্য হইতে আসিয়াছ সত্য, কিন্তু তোমার নিকট একটী স্পর্শমণি আছে, তাহা থাকিতে তোমার কামনা সিদ্ধ হইবে না।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্যক্তি বলিয়াছিল—

"এতেক শুনিয়া সেই ব্যক্তি পুন কহে।
তবে হেন বস্তুতে কি কায রাখি মোহে॥
পুন সাধু কহে যদি আমার সাক্ষাতে।
যমুনার দূর জলে পারহ ডারিতে॥

তবে মোর স্থানে আসি কৃষ্ণমন্ত্র লও।
শ্রীমান বিহারীজীর টহলিয়া হও॥
তবে সেই ব্যক্তি স্পর্শমণিকে লইয়া।
যমুনায় টান মারি দিল ফেলাইয়া॥
দেখি হরিদাস স্বামী আলিঙ্গন করি।
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া প্রশংসিলা বেরি॥
সেবায় বিহারী জীর নিযুক্ত করিল।
ঐকান্তিকে সেই জন হরি প্রাপ্ত হইল॥

ভক্তমাল।

হরিদাস স্বামী একজন সুগায়ক এবং সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এই সময়ে কেবল ইহাঁকেই একমাত্র সঙ্গীতনায়ক ব্যক্তি দেখা যায়। মিয়া তানসেন ইঁহারি শিষ্য। দশবৎসর বয়ঃক্রমকালে তানসেন হরিদাস স্বামীর নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন। হরিদাস স্বামীর ৺বারাণসী ধামে বিশ্বেশ্বর দর্শন যাত্রাই তাঁহার সংগীত শিক্ষার হেতু হইল। তানসেন ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম "রামতনু পাঁড়ে" ছিল। তাঁহার পিতার নাম মুকুন্দরাম পাঁড়ে (কেহ কেহ বলেন মকরন্দ পাঁড়ে)। রামতনুর পিতা মকরন্দ বা মুকুন্দরাম অতি সম্ভ্রান্ত, সুপণ্ডিত, সুগায়ক এবং ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন। কথকতা তাঁহার ব্যবসা ছিল। রামতনু তাঁহার একমাত্র পুত্র। পূর্ব্বে মুকুন্দরামের অনেক পুত্র হইয়াছিল কিন্তু তাহার একটীও রক্ষা হয় নাই। তনুর মাতার মৃতবৎসা দোষ ছিল। দোষাপনয়ন জন্য মুকুন্দরাম বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারেন নাই। পরিশেষে কোন আত্মীয় কর্ত্তৃক জ্ঞাত হইলেন যে, গোয়ালিয়ারে হজরত—মহম্মদ—গওস নামে এক সিদ্ধ পুরুষ ফকির আছেন। তিনি মৃতবৎসা দোষ অপনয়ন করিতে পারেন। মুকুন্দরাম গোয়ালিয়ার যাত্রা করিলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার দুঃখের বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। হজরত্—মহম্মদ—গওস মুকুন্দরামের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সন্তান রক্ষা জন্য পারস্য ভাষায় একখানি কবচ লিখিয়া দিলেন এবং আর আর যেরূপ যাহা করিতে হইবে তাহাও উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, এই কবচ এক্ষণে তোমার পত্নী কণ্ঠে ধারণ করিবে, পরে সন্তান হইলে তাহার কণ্ঠে রক্ষা করিবে। ঠিক নিয়ম

মত কার্য্য হইলে কথনই বিফল হইবে না এবং এই গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে সে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী পুরুষ হইবে। মুকুন্দরাম এইরূপ উপদেশ ও কবচ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে ৺কাশীধামে ফিরিয়া আসিলেন এবং যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন সেইমত কার্য্য করিয়া আন্দাজ ১৫০৬ খৃঃঅব্দে এই সন্তানটী লাভ করিলেন। এই সন্তানের নাম "রামতনু" রাখিলেন। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ৯।১০ বৎসরের সময় রামতনু বিলক্ষণ দুষ্ট বালক হইয়া উঠিলেন (যে সকল বালক বাল্যকালে দুষ্ট থাকে সে সকল বালক ভবিষ্যতে প্রায়ই বড় লোক হয়) রামতনু তাহাই হইয়াছিলেন। রামতনু পিতার অনেক কষ্টের একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া পিতা তাঁহাকে কিছু বলিতেন না। রামতনুর এপর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস হয় নাই। একাল পর্য্যন্ত তিনি নিকটস্থ মাঠে, বনে এবং শস্য-ক্ষেত্রে গোচারণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার এই অল্প বয়সে এরূপ একটী আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার কর্ণকুহরে যেরূপ স্বর প্রবেশ করিত ঠিক তদনুরূপ স্বরের অনুকরণ করিতে পারিতেন। এমন কি তিনি সমস্ত পক্ষী, পতঙ্গ ও জীবজন্তুর ডাক ডাকিতে পারিতেন এবং এইরূপ অভ্যাস করাই তাঁহার ক্রীড়ার বিষয় ছিল।

ঠিক এই সময়ে সঙ্গীতগুরু হরিদাস স্বামী ৺ বৃন্দাবন ধাম হইতে শ্রীবিশ্বেশ্বর দর্শনার্থে ৺ বারাণসী ধামে যাত্রা করেন। রামতনু যে বনে গোচারণ করিতেন, সেই বনমধ্যগত পথ দিয়াই হরিদাস স্বামী স্বশিষ্যে পরিবৃত হইয়া আসিতেছিলেন। রামতনু হরিদাস স্বামীকে আসিতে দেখিয়া বালকস্বভাব বশতঃ তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য এক বৃক্ষকোটরে লুকাইত হইয়া এরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের ডাক ডাকিয়া ছিলেন যে, সেই গম্ভীর স্বরে সমস্ত বন স্তম্ভিত হইয়াছিল এবং সমস্ত বন্যজন্তুগণকে আত্ম-রক্ষার্থে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে হইয়াছিল। হরিদাস স্বামী ব্যাঘ্রের ডাক শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে, এরূপ জনাকীর্ণ বারাণসী সন্নিকটস্থ সামান্য বনে ব্যাঘ্র থাকা সম্ভবপর নহে। তিনি শিষ্যবৃন্দকে বলিলেন, "এরূপ স্থানে ব্যাঘ্র থাকা অসম্ভব অতএব অনুসন্ধান কর।" শিষ্যেরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া বৃক্ষকোটর হইতে একটী দশমবর্ষীয় বালক—রামতনুকে বাহির করিয়া হরিদাসের সমীপে উপনীত করিলেন। স্বামীজী বালকের রূপলাবণ্য ও লক্ষণাদি দর্শন করিয়া বুঝিয়া ছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই বালক একটী অসাধারণ লোক হইবে। তিনি রামতনুর পরিচয় লইয়া

তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কথোপকথনানন্তর রামতনুকে আপন কাছে রাখিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিবার অনুমতি লইলেন। সুতরাং রামতনুকে স্বামীজীর সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিতে হইল। স্বামীজী আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া রামতনুকে যথাযোগ্য বিদ্যাভ্যাস করাইয়া রীতিমত সংগীতবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। রামতনু অল্পকাল মধ্যেই একজন উৎকৃষ্ট গায়ক হইয়া উঠিলেন। এই সময় রামতনুর বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বৎসর হইল।

রামতনুকে এই সময়ে বিলক্ষণ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামীর নিকট থাকিয়া সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা পীড়ায় শয্যাগত হইয়াছেন। এই সংবাদে রামতনু উদ্বেজিত হইয়া বাটী ফিরিলেন। তখন রেলপথ ছিল না সুতরাং পথে বিলম্ব হইয়াছিল। এদিকে পিতার অন্তিমাবস্থা উপস্থিত। রামতনু বাটী আসিয়া পোঁছিবামাত্র তাঁহার পিতা পরলোক যাত্রা করিলেন। রামতনু শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। পিতৃদেব পরলোক গমন কালীন রামতনুকে বলিয়া গিয়াছিলেন "কেবল আমিই যে, তোমার পিতা তাহা নহে, তোমার আর এক পিতা আছেন, তাঁহার নাম হজরত মহম্মদ গাওস। তিনি গোয়ালিয়রে অবস্থান করেন। সময়ক্রমে তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং তাঁহার পরামর্শানুযায়ী চলিবে।" রামতনু কিয়দ্দিবস বাটী থাকিয়া পুনরায় ৺ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধ মাতাকে আর কাহার কাছে রাথিয়া যাইবেন? সুতরাং তাঁহাকেও সঙ্গে লইলেন। পথে উৎকট রোগ হইল, সেই রোগেই রামতনুর মাতা স্বর্গধামে গমন করিলেন, রামতনু নিষ্কণ্টক হইলেন।

রামতনু পূর্ব্বে শোক কাহাকে বলে জানিতেন না, এক্ষণে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাইলেন। অতিশয় শোকাকুল হইয়া একাকী হরিদাস স্বামীর নিকট পহুঁছিলেন। স্বামীজীর জ্ঞানের অপ্রতুল ছিল না, রাম-তনুকে তত্ত্বোপদেশ দিয়া বিলক্ষণ শান্তি প্রদান করিলেন।

এই সময় রামতনু পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ হরিদাস স্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গোয়ালিয়র যাত্রা করিলেন। গোয়ালিয়রে পহুঁছিয়া হজরত মহম্মদ গওসের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহম্মদ গওসের বৃদ্ধাবস্থা হওয়াতে তিনি রামতনুকে বলিলেন যে, "তুমি

এইস্থানে বাস কর এবং আমার এই বিষয়ের অধিকারী হও, আমি তোমার বিবাহ দিয়া সংসারী করিয়া দিই।" রামতনু তাঁহার অনুগ্রহ দেখিয়া সন্তোষযুক্ত হইলেন এবং তাহাই করিবেন ইহা স্থির করিয়া কিয়দ্দিবস গোয়ালিয়রে বাস করিলেন। ইতিমধ্যে রামতনু শ্রবণ করিলেন যে, মৃত মহারাজ মানসিংহের বিধবা পত্নী মৃগনয়নী অতি উৎকৃষ্টা গায়িকা এই স্থানে আছেন। রামতনু তাঁহার গান শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় হজরত মহম্মদ গওস ইহার উপায় করিয়া দিলেন। রামতনু রাজবাটীতে নিমন্ত্রিত হইলেন। রামতনু তথায় উপস্থিত হইয়া মৃগনয়নীর গান শ্রবণ করিলেন এবং আপনি যাহা হরিদাস স্বামীর নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা গান করিয়া মৃগনয়নীকে শ্রবণ করাইলেন। মৃগনয়নী রামতনুর গান শুনিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। এই সূত্রে রামতনু প্রত্যহই মৃগনয়নীর সাধন গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। মৃগনয়নীর কয়েকটী শিষ্যা ছিল, তাঁহারা প্রত্যহই মৃগনয়নীর নিকট সংগীতশিক্ষা করিতেন। এই সকল শিষ্যামধ্যে হোসেনী ব্রাহ্মণী নাম্নী (২) একটী পরমরূপবতী ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাও সঙ্গীতসাধন করিতেন। হোসেনীর বিলক্ষণ স্বরজ্ঞান হইয়াছিল। রামতনু তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন হোসেনীর সহিত রামতনুর প্রণয়স্ফুরণ হইল। কিয়দ্দিবস গোপনে গোপনে প্রেমের স্রোত বহমান হইয়া পরে প্রবলতা প্রকাশ পাইল। মহারাণী মৃগনয়নী রামতনুকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। হোসেনীর সহিত রামতনুর প্রেমসঞ্চার পরিদর্শন করিয়া, ইহাদিগকে বিবাহ সূত্রে বন্ধন করিবার জন্য মৃগনয়নী হজরত মহম্মদ গওসকে পত্র লিখিলেন। মহম্মদ গওস রামতনুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হোসেনীকে প্রাপ্ত হইলে তুমি সন্তোষ লাভ কর কি না? রামতনু বলিলেন "করি।" তখন মহম্মদ গওস বলিলেন, "হোসেনী মহম্মদ ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাকে বিবাহ করিলে তোমাকে মুসলমান হইতে হইবে" রামতনু তাহাই স্বীকার করিলেন। হজরত মহম্মদ গওস তখন রামতনুকে সঙ্গে লইয়া মহারাণী মৃগনয়নীর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রামতনুর মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন।

---

(২) এই কন্যার প্রকৃত নাম প্রেমকুমারী, ইহাঁর পিতা সারস্বতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি সপরিবারে মুসলমান হওয়াতে এই প্রেমকুমারীর নাম হোসেনী হইয়াছিল। এজন্য এই কন্যাটীকে সকলে হোসেনী ব্রাহ্মণী বলিত।

মহারাণী মৃগনয়নী হোসেনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি রামতনুকে বিবাহ করিলে সন্তোষ লাভ কর?" হোসেনী বলিল, "করি"। তখন মৃগনয়নী হোসেনীর পিতাকে সংবাদ দিয়া ডাকাইয়া আনিলেন এবং হোসেনী ও রামতনু পরস্পর পরস্পরের যে প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছেন তাহা জ্ঞাপন করিলেন। হোসেনীর পিতা, পাত্র দেখিয়া অমত করিলেন না সুতরাং দিনস্থির হইল। মহারাণী মৃগনয়নী উভয়পক্ষেরই কর্ত্রী হইলেন, হজরত মহম্মদ গওস স্বয়ং পৌরোহিত্যের কার্য্য করিলেন, বিবাহ সম্পন্ন হইল। রামতনু এতদিনে মুসলমান হইলেন। হজরত মহম্মদ গওস রামতনুর নাম ফিরাইয়া মহম্মদ আতা আলী খাঁ নাম রাখিলেন।

আতা আলী খাঁ মহারাণী মৃগনয়নীর নিকট, ব্রাহ্মণী হোসেনী বিবীর পিতার নিকট এবং হজরত মহম্মদ গওসের নিকট বিস্তর টাকা যৌতুক পাইয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস এই নামে রামতনু গোয়ালিয়রে বাস করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং সমস্ত ঘটনাচক্রের কথা আনুপূর্ব্বীক স্বামীজীর নিকট বর্ণন করিলেন। স্বামীজী পরম জ্ঞানী রামতনুকে আর বেশী কিছু বলিলেন না, কেবল অদৃষ্টচক্রের কথা উত্থাপন করিয়া আপ্‌ষোস্ করিয়াছিলেন। রামতনু আর পূর্ব্বমত স্বামীজীর স্নেহ প্রাপ্তির আশা রাখিলেন না, কিন্তু স্বামীজী সেরূপ আচরণ করেন নাই পূর্ব্বমত স্নেহের সহিত রামতনুকে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়াছিলেন।

এই সময়ে সঙ্গীতবিদ্যার সংস্থাপক, উত্তেজক, পাতা এবং নেতা—সা জুমজা আবুল মজাফর জিলাল উদ্দীন মহম্মদ আক্‌বর পাতসাহের পিতামহ, তাতার দেশস্থ তৈমুর বংশীয় সম্রাট সেখ মৃজার পুত্র সুলতান বাবর সা ফর্‌গণা রাজ্য হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহীম লোদীকে পাণিপথ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ৪ বৎসর কাল মাত্র রাজত্ব করিয়া বেহার পর্য্যন্ত আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ৫০ বৎসর বয়সে ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে আগরায় প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত দেহ সমাধির জন্য কাবুলে নিয়জিত স্থানে প্রেরিত হয়। ঐ স্থান তিনি পূর্ব্ব হইতেই নিজের সমাধির জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এক্ষণে বাবর পুত্র হুমায়ুন্ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আপন সহোদর কামরান্ সাহার সন্তোষার্থে কাবুল কান্দাহার এবং পঞ্জাব রাজ্য অর্পণ করিলেন এবং

স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া তিন বৎসর রাজত্ব করণানন্তর ১৫৩৩ খ্রীঃ অব্দে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী বাহাদুর সাহাকে পরাস্ত করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই কারণ, সিয়ার খাঁ নামে তাঁহার আর এক শত্রুকে দমন করিবার জন্য তাঁহাকে বেহার রাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। সিয়ার খাঁ জোয়ানপুরের রাজার জেনারেল ছিলেন। বিহার রাজ্যের অন্তর্গত সাসারাম পরগণায় ইহাঁর পিতার জাইগীর ছিল। সেই উপলক্ষে তিনি সমস্ত বেহার নিজ অধীনে আনয়ন করেন এবং বঙ্গের রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। এই কারণে হুমায়ুনকে গুজরাটের বিদ্রোহী বাহাদুরসাকে পরিত্যাগ করিয়া সিয়ার খাঁকে দমন করিবার জন্য ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। হুমায়ুন বঙ্গরাজ্যে সসৈন্যে উপস্থিত হইলে সিয়ার খাঁ পার্ব্বতীয় প্রদেশে পলায়ন করিলেন। এদিকে হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরান দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য আয়োজন করিতেছিল। এই সংবাদে হুমায়ুনকে দিল্লী রক্ষার্থে বঙ্গরাজ্য হইতে শীঘ্রই ফিরিতে হইল। এই সুযোগে সিয়ার খাঁ পুনরায় আসিয়া সৈন্য সংগ্রহ করত হুমায়ুনের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন এবং বক্সারে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। এক্ষণে সিয়ার খাঁ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সিয়ার সা নাম গ্রহণ করতঃ দিল্লী অধিকারে যাত্রা করিলেন। হুমায়ুন দিল্লী পঁহুছিয়াই কামরানের শত্রুতাচরণ নিবারণ করেন এবং সিয়ার খাঁকে নিধন করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। কনোজের সন্নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সিয়ার খাঁ হুমায়ুনকে দ্বিতীয়বার পরাস্ত করিলেন। হুমায়ুন সিয়ার সা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আগরা এবং আগরা হইতে সপরিবারে লাহোরে প্রস্থান করিলেন। এ সময় হুমায়ুনের ভ্রাতা হুমায়ুনকে সাহায্য না করিয়া সিয়ার সাহার সহিত যোগ দিলেন। হুমায়ুন অগত্যা সিন্ধিয়া রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরে মারওয়ার রাজা মালদেবের অনুগ্রহ প্রাপ্তি আশা করিয়াছিলেন। কপালক্রমে তাহাও বিফল হইল সুতরাং নিরুপায় হইয়া সিন্ধিয়া রাজ্যের বিস্তীর্ণ মরুভূমি পার হইয়া অমরকোট যাত্রা করিলেন। হুমায়ুন অতি কষ্টে সিন্ধিয়ার ভীষণ মরুভূমি পার হইয়া অমরকোট দুর্গে পঁহুছিলে তাঁহার সৈন্যগণ আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া জল পান করাতে অনেকেই পিড়ীত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। অমরকোটাধিপতি হুমায়ুনকে রাজ সম্মানের সহিত আতিথ্যে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলিয়াছিলেন যে, বেশী দিন রাখিতে পারিবেন না।

হুমায়ুন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাল সপরিবারে পথে, পথে, বনে, জঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে ও মরুময় স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে অমরকোট দুর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই দুরবস্থার সময় হুমায়ুনপত্নী সা-জাদী হামিদা—বানু-বেগম ১৫৪২ খৃঃ অব্দে ১৫ই অক্টোবর রবিবার মধ্যাহ্ন সময়ে অমরকোট দুর্গমধ্যে ভারতের ভাবী দিগ্বিজয়ী অধীশ্বর আকবর সাহাকে প্রসব করিলেন। হুমায়ুন দুই তিন মাস তথায় থাকিয়া রেঁওয়া যাত্রা করিলেন, তথায় পৌঁছিয়া আপন পুত্র ও পত্নীকে রাজারামের হস্তে (৩)

(৩) শ্রুতি আছে যে রাজারাম হুমায়ুনকে একটী কন্যা দান করিয়াছিলেন। এই কন্যার নাম "যমুনা" ছিল। হুমায়ুনের সহিত বিবাহ হওয়াতে তাঁহার নাম "হামীদাবানু" হইল। সুতরাং বিবাহান্তে তিনি সা-জাদী হামীদাবানু-বেগম হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আক্‌বরকে লইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

আক্‌বরের জন্ম সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ আছে যে, রাজারাম হুমায়ুনকে আপন কন্যা দান করেন নাই। উহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, আক্‌বরের মাতা সর্ব্বকনিষ্ঠ বেগম ছিলেন। হুমায়ুনের অষ্ট বেগম ছিল, কাহারও সন্তান হয় নাই, ছোট বেগম-হামিদাবানু যখন গর্ভবতী হয়েন তখন বড় বেগম হামিদাকে নষ্ট করিবার পরামর্শ করেন, হামিদার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ উহা জানিতে পারিয়া হামিদাকে পিত্রালয়ে পলায়নের উপায় করিয়া দেন। হামিদা রাত্রিকালে ডুলীতে চড়িয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন। তখন তাঁহার গর্ভ নয় মাস অতীত হইয়াছে, ডুলীওয়ালারা উর্দ্ধশ্বাসে ক্রমাগত দুই দিবস ছুটিয়া ছুটিয়া তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে মকিনপুর পৌঁছিলে হামিদার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। মকিনপুর দিল্লী হইতে প্রায় ৪৫। ৫০ ক্রোশ অন্তর হইবে। বেদনা উপস্থিত হইলে পথিমধ্যে কোন উপায় না দেখিয়া এক শস্যক্ষেত্রের সন্নিকট এক বৃক্ষমূলে ডুলী নামাইয়া সেই স্থানেই হামিদা প্রসব হইলেন। বৃক্ষমূলে ডুলী নামান হইয়াছে দেখিয়া ক্ষেত্রস্থ কৃষকেরা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা এই বৃত্তান্ত দেখিয়া তত্রত্য ফাঁড়ীদারকে সংবাদ দিল। ফাঁড়ীদার তথায় উপস্থিত হইলে হামিদা জিজ্ঞাসা করিলেন যে "এই স্থানের নাম কি এবং কাহার রাজ্য?" ফাঁড়িদার উত্তর করিল "এই স্থানের নাম মকিনপুর এবং রেঁওয়াধিপতি রাজারাম সিংহের রাজ্যভুক্ত।" তখন হামিদা আপন

সমর্পণ করিয়া আপনার ইষ্ট সিদ্ধ্যর্থে ১৫৪৩ খৃঃ অব্দে খাণ্ডার (কান্দাহার) যাত্রা করিলেন। খাণ্ডারাধিপতি সেখ কামরান্ সাহা আপন সহোদর হুমায়ূন্‌কে কোনরূপ সাহায্য প্রদান করিলেন না, সুতরাং তিনি হতাশ হইয়া পিতৃবন্ধু পারস্যরাজ সা তামাস্পের সাহায্য প্রাপ্তি আশয়ে পারস্য যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি পারস্যরাজ কর্ত্তৃক রাজসম্মানের সহিত সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন।

অঙ্গুলী হইতে পাতসাহ হুমায়ুনের শীল মোহর সম্বলিত অঙ্গুরী খুলিয়া ফাঁড়ীদারের হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এই স্থান হইতে রেঁওয়ার রাজবাটী কত দূর?" ফাঁড়িদার বলিল "তিন ক্রোশ হইবে" হামিদা বলিলেন—"তবে শীঘ্র ঘোঁড়সওয়ারে যাইয়া রাজারামের হস্তে এই অঙ্গুরী দিয়া এই সকল বৃত্তান্ত বলিয়া আইস, আমি এই স্থানে রহিলাম।" ফাঁড়ীদার অঙ্গুরী দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইনি পাতসাহ হুমায়ুনের বেগম। তখন ফাঁড়ীদার কাল বিলম্ব না করিয়া একঘণ্টা সময়ের মধ্যে রেঁওয়া পঁহুছিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া রাজারাম সিংহের হস্তে অঙ্গুরী প্রদান করিল। রাজারাম অঙ্গুরী দৃষ্টে বিস্ময় হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজারামের সভা পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, পাতসাহ হুমায়ুনের ভাগ্যচক্র এই এই রকম এবং তাঁহার এক পুত্র অমুক আপনার এই রাজ্য মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেই পুত্র দিল্লীর অধীশ্বর হইবে। এই গণনার পর হইতে রাজারাম অতিশয় সন্দিগ্ধমনা হইয়া সময়াপেক্ষা করিতেছিলেন এবং কিরূপে এ ঘটনা ঘটিবে তাহাই ভাবিতেছিলেন। ফাঁড়ীদারের নিকট হইতে এই অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া জ্যোতিষীদিগকে ডাকাইলেন এবং গণনা পত্র নিষ্কাস করিয়া দেখিলেন যে অদ্যাই সেই দিন বটে, তখন রাজারাম আপন অন্তঃপুরে সংবাদ দিলেন। রাজমহিষী, হামিদাবানুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সওয়া লক্ষ সৈন্য ও তদনুযায়ী সমস্ত রেসেলা সমভিব্যাহারে মকীনপুরে উপস্থিত হইলেন। তখন হামিদাবানু রাজমহিষীর নিকট আপনার সমস্ত মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিলেন। রাজমহিষী স্বহস্তে ঐ নবজাত শিশুর নালচ্ছেদ করিলেন এবং আপন ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক হামিদাকে লইয়া রেঁওয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। সেই অবধি ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজারাম সিংহ আকবরের বিদ্যাভ্যাস, রক্ষণাবেক্ষণ, অস্ত্রশিক্ষা ও যুদ্ধকৌশল আদি সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া হুমায়ুনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কারণ আক্-

এদিকে সিয়ার-সা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া ১৫৪০ খৃঃ অব্দে সুর রাজত্ব স্থাপন করিলেন। তিনি ৫ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া বাঙ্গালা, বিহার, মালওয়া, মারওয়ার, চিতোর এবং বুন্দেলখণ্ড জয় করিয়াছিলেন। ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গে বারুদে আগুণ লাগিয়া সিয়ার-সা

বরের জন্মকাল হইতেই হুমায়ুন সিয়ার খাঁ কর্তৃক তাড়িত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। তিনি পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে কিছুদিন পর রাজারাম সীং আকবরকে লইয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী যাত্রা করিলেন। দিল্লী হইতে দুই ক্রোশ অন্তরে ছাউনি করিয়া যুদ্ধার্থ হুমায়ুনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। রাজারামের যুদ্ধ প্রার্থনা পত্র প্রাপ্তে হুমায়ুন শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বিনাকারণে কেন যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। দূত ফিরিয়া আসিলে তৎপর দিবস পর্য্যন্ত কোন সংবাদ না পাওয়াতে রাজারাম যুদ্ধার্থে তোপধ্বনি করিলেন। সেই তোপধ্বনিরও কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন রাজারাম আরও অগ্রসর হইয়া একেবারে সহস্র তোপধ্বনি করিলেন, দিল্লী সহর কাঁপিয়া উঠিল। তখন হুমায়ুন আর বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন এবং যুদ্ধের কারণ জ্ঞাত হইবার জন্য অগ্রে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজারাম দূতকে কোন উত্তর না দিয়া হুমায়ুনের ছাউনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং হুমায়ুনের নিকট পঁহুছিবামাত্র, হুমায়ুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে যুদ্ধের কারণ কি? রাজারাম বলিলেন "আপনার অনভিজ্ঞতা" হুমায়ুন বলিলেন "কেন?" রাজারাম বলিলেন—"আপনি কি আপনার মহলের সংবাদ রাখেন? আপনার কয়জন মহিষী তাহা বলিতে পারেন?" "হুমায়ুন বলিলেন—অষ্ট মহিষীর মধ্যে সাতটী জীবিত ও সর্ব্ব কনিষ্ঠটী গত।" তখন রাজারাম অঙ্গুরীটী দেখাইয়া বলিলেন—ইনি কে? হুমায়ুন বলিলেন—আমার এই বেগমই মারাগেছে। রাজারাম বলিলেন—ইহাঁর কবর কোথায় আমায় দেখাও! হুমায়ুন বলিলেন "তাহা আমি জানি না।" তখন রাজারাম বলিলেন—"এই জন্যই বলিয়াছি যে আপনি মহলের কোন সংবাদ রাখেন না।" এইরূপ কথোপকথনানন্তর আকবরকে হুমায়ুন হস্তে অর্পণ করিলেন। হুমায়ুন পুত্রের শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া বিস্তর আনন্দ এবং বিলাপ করিলেন। তৎপরে রাজারামকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া বেগম হামিদাকে

হত হন। তিনি ৫ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া স্বরাজ্যের বিস্তর মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু নদের তীর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাজপথ (৪) প্রস্তুত করেন এবং উহার স্থানে স্থানে পথিকদিগের সুবিধার জন্য বৃক্ষ, ইঁদারা, সরাই এবং মস্‌জীদ্‌ সকল প্রস্তুত করিয়া যান। এই সকল কার্য্যে তিনি প্রভূত যশোরাশি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

সিয়ার-সা লীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার ওমরাওগণ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য না দিয়া মধ্যম পুত্র জিলাল খাঁকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। জিলাল খাঁ ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে গোয়ালিয়রে রাজধানী স্থাপন করতঃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সেলিম-সা নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রামতনু, হজরত মহম্মদ গওসের সমস্ত বিষয়ের মালিক হইয়াছিলেন। কারণ, মহম্মদ গওস আপনার অন্তিমাবস্থা জ্ঞাত হইয়া হরিদাস স্বামীর নিকট হইতে রামতনুকে এই সময়ে আনয়ন করিয়া সমস্ত বিষয় রামতনুর হস্তে অর্পণ করেন। রামতনু আশাতিরিক্ত ধনলাভ করিয়া আনন্দের সহিত স্ত্রীপুরুষে মহম্মদ গওসের সেবা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপাবস্থায় থাকিয়া হজরত সাহেব লীলা সম্বরণ করিলেন। রামতনু সেই সময়ে এই গীত প্রস্তুত করিয়াছিলেন যথা—

আনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজারাম বলিলেন যে "বেগমকে এরূপে ফিরাইয়া দিব না আমার সাক্ষাতে পুনরায় বিবাহ করিয়া লইতে হইবে" হুমায়ুন রাজারামের অনুরোধে তাহাই করিলেন। এই ঘটনা জন্য শ্রুতি আছে যে, রাজারাম আপন কন্যাকে হুমায়ুনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি মোগল জাতিকে কন্যাদান করেন নাই। হামিদাবানু খোরাসানের রাজকন্যা ছিলেন। আকবর সাহা রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে রাজারামের রাজ্য নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ অন্যান্য সুবাদিগের মত সদরে ছয় আনা রকম মালগুজারি করিতে হইত না। সেই ছাড় অদ্যাপি বাহাল আছে।

(৪) এই রাজপথ গঙ্গার পশ্চিম তীরে স্থিত। ইংরাজ বাহাদুর এই রাজপথের নাম গ্রাণ্ড-ট্রঙ্ক-রোড রাখিয়াছেন। এই রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সিয়ার সাহা অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

রাগ ভৈরব—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—মহম্মদ নবী হবীব অলহকে সাহ মর্দ্দান্
আলী বলি মরদ কুফর দারিদ্র হরণ হজরত হঁসন
বুজরক ইমাম্।

অন্তরা—সংসারকে সাহ বহু সেন্ সৈয়াদ্ সাহা-
জাদা জেন্‌লাবদ্দীন দিন পূর্ণ মহম্মদ বাকর করতার
কি নেম্‌ন চিতে করণ কাম॥

সঞ্চারী—হজরত জাফর সাদকসা চৌসীদক ইমাম্
মুসিকাজম্ হজরত আলিবিন্ মূসীর জাজাক্ষো দরস
দেখেঁ যায় দারীদ্র দাম্।

আভোগ—হজরৎকী অলিনকী হজরত হুঁসন অস-
গরী ইমাম্ মহম্মদ্ মৈঁদী সাহব জমান্ দে সুখ
সম্পদ সন্তোত রাখো ত্রিহু লোক মাম্॥

দ্বিতীয় আভোগ—খ্বাজা পীর নিজামদ্দীন আওলিয়া
তু সত্তার পরবর দিগার করীম্ রহীম্ দরিয়াই
পীর রোসন গাজী ধাম্॥

তৃতীয় আভোগ—হায়দর রশুল্ গাওস্ কুতবদ্দীন
অল্লা ফকীর তানসেনকোঁ দিজে রাগ রঙ্গ
তিন গ্রাম॥

রামতনু (তানসেন)।

হজরত মহম্মদ গওস্ পীর সাহেব পরলোক গমন করিলে রামতনু সমস্ত বিষয়ের মালিক হইয়া গোয়ালিয়রে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রামতনু হোসেনী ব্রাহ্মণীর সহিত রঙ্গ রসে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। হোসেনী ব্রাহ্মণী উৎকৃষ্টা গায়িকা ছিলেন। মহারাণী মৃগনয়নীর নিকট হইতে মহারাজ মানসিংহ কৃত অনেক গান তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সকল গান মধ্যে এই দুইটি গান ছিল। যথা—

রাগ দেশ—তাল জলদ তেতালা।

আস্থায়ী—কঁহি বাজ রহো ছয়র্জী ছোটী লাডী জিয়ো
বিছুয়া ছম্ ছম্ ছম্।
অন্তরা—চুড়লা চম্ চম্, ঝাঁঝড় ঝম্ ঝম্ গজ গমণী
মহল চড়িছে ঠম্ ঠম্ ঠম্॥
সঞ্চারী—রসিলে রাজ সুখসে সে ঝঁড় লেয়াওয়ে
লাগ রহিছে রম্ ঝম্ রম্।
আভোগ—মৃগনয়নী জীও বিছুওয়া ছন্ ছন্ ছন্॥

মহারাজ মানসিংহ।

রাগিণী পরজ—তাল ধিমা তেতালা।

আস্থায়ী—সা জানিয়ারে উয়ো দিন শাল ছে।
অন্তরা—বদন মিলায়ে মিলাওয়াছে বিতুনী ইঁও
বিরহা জিয়া চালে ছে।
সঞ্চারী—সঁখীয়াঁ সহেলিয়া তানা দেছে, হাঁস
হাঁস জান নিকালে ছে।
আভোগ—রসরাজ প্রিত্ লাগায়ে গরিবা সোঁ ইঁও
কই ছাড়না চালে ছে।

মহারাজ মানসিংহ।

হোসেনী ব্রাহ্মণী এইরূপ ধরণের গান গাইয়া রামতনুর চিত্তরঞ্জন করিতেন। একদা বর্ষাকালে হোসেনী পিত্রালয়ে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলে রামতনু রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই বর্ষাকালে নায়কের অনুপস্থিতিতে নায়িকার যেরূপ ক্লেশানুভব হয় তোমার তাহাই হইবে। অর্থাৎ তোমাকে এই সকল কথা বলিয়া বিলাপ করিতে হইবে যথা—

রাগিণী সিন্ধু—তাল সুর ফাঁকতাল।

আস্থায়ী—রোমে ঝোমে বরখেঁ আজ বাদেরোয়াঁ,
পিয়া বিদেশ মেরে থরতি রাতি ছাতিয়ানা নিসাদিন
মন ভাঁওয়ে।

অন্তরা—নয়না না নিদাওঁয়ে দামিনী দমকেটে লাগি,
উন্ বিনা কালানা পঁড়ত নাথে নাথে ধ্যায়াওয়ে॥
সঞ্চারী—রহেনা যাত ঘড়ি পল ছন তন দেহি মরি,
আয়ে মদন মো সনে যোজতে সন প্যায়ারে।
আভোগ—নিকসতে নাহি প্রাণ, হোরহি চিত্ত পাষাণ,
তা পর কর বাখান, তানসেন গাওয়ে।

রামতনু (তানসেন)

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—এয়সে বরেখা ঋতু মে ক্যায়সে রহে একেলী,
বিতি রহেনা দিন, বিপত ভেইল ভারি আরে
মোরী সখীরি।
অন্তরা—নাথ বিনা নাওয়ত নেহি যৌবন দহে মরি,
নিকস্ রহি প্রাণ আরে প্যারি হামারী॥
সঞ্চারী—যব্‌সে গেই কান্ত সুবসন্ত নাহি জানত, তবমে
অঙ্গ হেহে রঙ্গ করে ছবিরি।
আভোগ—নিত্ নহি আওয়েতা কুছ্‌না সোহাওয়েতা আপন
মনে শোঁচে দুঃখ আপে নিবারি॥

রামতনু (তানসন)

এইরূপ আহ্লাদ আমোদে রামতনু হোসেনীর সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস মধ্যে হোসেনী গর্ব্ভবতী হইলেন। এই সময় রামতনুর বয়ঃক্রম প্রায় ৪০ বৎসর (৫) এবং হোসেনীর বয়ঃক্রম ৩৪। ৩৫

---

(৫) যে সময়ে রামতনুর বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর হইয়াছিল সেই সময় অর্থাৎ ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে মালোয়া প্রদেশের রাজা-বাজ্‌বাহাদুর একজন প্রধান গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। তিনি গলা চাপিয়া এক প্রকার সুরে গান করিতেন বলিয়া ঐ সুর বাজখাঁই নামে খ্যাত হইয়াছে। বাজ বাহাদুরের পত্নী রূপমতি অতিশয় গুণবতী ও উৎকৃষ্টা নর্ত্তকী ছিলেন। সারজন্ ম্যালকম্ সাহেব কৃত মালোয়ারের বৃত্তান্তে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

হইবে। এই গর্ভে সুরতের জন্ম হয়, তৎপর গর্ভে শরতের জন্ম হয়, তৎপরে তরঙ্গ খাঁ ও বিলাস খাঁ জন্মগ্রহণ করেন, পরিশেষে একটী কন্যা হয়। এই পাঁচটী সন্ততি হইতে প্রায় ১২। ১৩ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই ১২। ১৩ বৎসর কাল রামতনু বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সংগীত চর্চ্চা করিয়া একজন অদ্বিতীয় গায়ক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

রামতনু যে সময়ে হজরত মহম্মদ গওসের উত্তরাধিকারী হয়েন সেই সময় অর্থাৎ ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে সেলিম সা দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি নয় বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে স্বর্গলাভ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি দেশের এত উপকার করিয়াছিলেন যে, যদি আর কিছুদিন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে হয়ত মোগল সম্রাটদিগের বিষয় আর কিছুই শুনা যাইত না, অর্থাৎ হুমায়ুন্ আরদিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করিতে পারিতেন না।

সেলীম সা স্বর্গারোহণ করিলে তৎপুত্র ফেরোজ খাঁকে ওমরাওগণ

রূপমতি ও বাজবাহাদুরের গান এইরূপ যথা—

রাগনট্—তাল রূপক।

আস্থায়ী—বিছুর দুখ দিনু হো প্রাণ মেরে আইনা লাজ।
অন্তরা—তব্ ন গেয়ে উন্‌কে বিছুরেতে আব রহে কোনএ কাজ॥
সঞ্চারী—পাপী প্রাণ রহে ঘট্ ভিতর কেঁও সহত সুখ সাজ।
আভোগ—রূপমতি কহে হাম দুখিয়া ভৈঁয়ি বিন্‌রে বাহাদুর বাজ॥

রূপমতি।

রাগনট্—তাল রূপক।

আস্থায়ী—যৌবন যাত দিহেঁ দগা এ দগা।
অন্তরা—আওর রঙ্গন কি কহা কহুঁ তো
সুঁ জ্যায়সি কুসুম্ বি রঙ্গা॥
সঞ্চারী—কারে কাগা চলে ঘরে আপন
পয়হেরে শ্বেত তগা।
আভোগ—রূপমতিকে বাজ বাহাদুর কো
নহি জীওয়ে সদা॥

বাজ বাহাদুর।

গোয়ালীয়রের সিংহাসন অর্পণ করিলেন। এই সময়ে ফেরোজ খাঁর বয়ঃক্রম

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—ঝমাঝম্ গোরে মুখকা ঝম্‌কা। রঙ্গিলী বেসরকে মতিকা ঠম্‌কা। আধিং রয়েনকো মোরে মুখ প্যা। কওন জানে আয়ে লাগা ঝমকাকে ধক্কা রশুম্‌কা। অন্তরা—বিজরি সি গোরে বহিঁও কা চম্‌কা সোহেলা সর পায়েল রম্ ঝম্‌কা, আয়সেহি বিচিয়ন কা চম্‌কা, রসিলে রাজ রাখত্তয়ালা হরদম্ কা উস্‌পরিকে আপনে রম্‌কা॥　　বাজ বাহাদুর।

বাজ বাহাদুর দীপক রাগের সাধন জানিতেন। আকবর পাতসাহ উক্ত সাধনের ফল দেখিবার জন্য উৎসুক হওয়াতে বাজ বাহাদুর তাঁহাকে এই অভিপ্রায় হইতে বিরত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বাদসাহ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না সুতরাং বাজবাহাদুর অগত্যা দীপক রাগের কার্য্য দেখাইতে বাধ্য হইলেন। তথন বাজবাহাদুরের পত্নী রূপমতি পাতসাহকে বিশেষ অনুনয় বিনয় করিলেন এবং বলিলেন যে, "দীপক রাগের কার্য্য দেখিয়া আপনার কোন উপকার হইবে না কেবল আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করাইবেন।" পাতসাহ বলিলেন "মায় তোমারা ঘর দৌলৎসে ভর দেওঙ্গা যেত্তা রোজ জীওগে বৈঠ্‌কে খাও।" বাজবাহাদুর পাতসাহের নিতান্ত জেদ দেখিয়া রূপমতিকে বলিলেন আর মিছে বাক্যব্যয়ে আবশ্যক নাই কারণ, চিরকাল কেহই বাঁচে না একসময় না একসময় মরিতেই হইবে, কেবল দুইদিন অগ্রপশ্চাৎ মাত্র এই বলিয়া এই গানটী গাইলেন, যথা—

রাগনট্—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—ইয়েহ যৌবন মোহে দিয়ে যাতে দগা।
অন্তরা—কালে কেশ চলে ঘর আপনে আয়ে শ্বেত বগা॥
সঞ্চারী—রায়েনকা স্বপ্না মায়কো দিয়া কুসম্বা বাগা।
আভোগ—রূপমতিকে বাজবাহাদুর কউ না জীয়ে সদা॥

বাজবাহাদুর।

এই গীতের অর্থ এই যে—এই যে যৌবন কাল দেখিতেছ ইহা আমাকে দাগা দিয়া যাইতেছে-অর্থাৎ আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতেছে কারণ অতি অল্প সময়ের জন্য আবির্ভাব হইয়া আয়ু হরণ করে, এজন্য যৌবন কালকে দাগাবাজ কহা হইল। যেহেতু কালকেশ

দ্বাদশ বৎসর মাত্র। ফেরোজ খাঁ সিংহাসনে বসিয়া তিনদিন মাত্র রাজত্ব

শ্বেত হইবে। তুমি যে আমার প্রণয়িনী হইয়াছ তাহা রাত্রিকালের স্বপ্ন লক্ষিত পুষ্পোদ্যানের ন্যায় মাত্র অতএব হে রূপমতি! এসংসার স্বপ্নতুল্য অলীক কেহই চিরকাল বাঁচে না। অতএব তুমি আর বাধা দিওনা এস্থান হইতে প্রস্থান কর, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে।

বাজবাহাদুর যখন দেখিলেন, পাতসাহ নিতান্ত অবাধ্য হইয়াছেন, তখন তিনি রূপমতিকে কোন প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া দীপক রাগের আবির্ভাব জন্য বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞান্তে পূজা, পাঠ ও জপ সমাপন করিয়া স্তব করিলেন যথা—

কবিত্।

দীপককো প্রতাপ বাঢ়ো চঢ়ি বৈঠো গজন্দকী পিঠি বিরাজে।
অম্বর রাতে শরীর সবৈ মুক্তান কি মাল গরে ছবি ছাজে॥
সংগ সখী সব সোহতহৈঁ তিন মাংহি যো আপ গয়ংদসোঁ গাজৈ।
সাঁবরোরূপ অনুপ মহাদ্যুতি দেখত দুঃখ দিশংতর ভাজৈঁ॥

এই স্তব করিয়া বাজবাহাদুর বলিলেন যে, "হওজমে পাণি ভরওয়ায় দেও," পরে ঐ হওজের কিনারায় বসিয়া গান আরম্ভ করিলেন যথা—

রাগ দীপক—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—রাগ অপার কাহুনেনা পায়ও থাকে নর পাছ
পাছ মূল গাঁওয়াও।
অন্তরা—গগন বুঁদ্ পবন বুঁদ্ সপ্ত স্বরণ ছায়ও, কর কর
আবাহন জ্যোৎ জ্বালায়ও॥
আভোগ—সোনেকো দিয়েরা রূপেকি বাতী কহে বৈজু-
বাওরে শুনহো গোপাল ইয়ে বিধ দীপক গায়ও
জ্যোৎ জ্বালায়ও॥

বাজবাহাদুর এই বৈজুবাওরা কৃত দীপক রাগের গীত গাইবামাত্র চতুর্দ্দিকস্থ দীপমালা জ্বলিয়া উঠিল এবং বাজবাহাদুরের বস্ত্র ধরিয়া গেল। বাজবাহাদুর দৌড়িয়া গিয়া জলপূর্ণ হওজ মধ্যে পতিত হইলেন। হওজের জল তৈলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। বাজবাহাদুর আর পরিত্রাণ পাইলেন না পুড়িয়া অঙ্গারাবশিষ্ট হইলেন।

করিয়াছিলেন। কারণ, ফেরোজের মাতুল মোবারক খাঁ (৬) রাজ্যপ্রাপ্তির আশয়ে ঘুরিতেছিলেন। তিনি সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মাতৃক্রোড়ে লুক্কায়িত বালককে বিনাপরাধে হত্যা করিলেন। ফেরোজের মাতার সমস্ত অনুনয় বিনয় এবং চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

এই মোবারক খাঁ যিনি নিরপরাধ বালককে হত্যা করিলেন তিনি মহম্মদ সা আদিলী নাম গ্রহণ করত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই দুর্ব্বৃত্ত আপন ভগ্নীপতি বিবী দাইয়ের স্বামী ইব্রাহীমের সুখ্যাতিতে হিংসা করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বিবীবাই ও বিবীদাই মহল মধ্যে এই মন্ত্রণার বিষয় জ্ঞাত হইয়া দুই ভগ্নীতে পরামর্শ করিয়া ইব্রাহীমকে সমস্ত বিবরণ বলিয়াদিলেন। ইব্রাহীম আপন পিতা বিয়ানার সুবাগাজী খাঁর নিকট চলিয়া গেলেন। মহম্মদ আদিলি ইব্রাহীমকে ধরিবার জন্য সৈন্যসহ ঈষাখাঁকে পাঠাইলেন। ঈষাখাঁ কুল্পীর নিকট পরাস্ত হইলেন। এই সংবাদে মহম্মদ সা আদীলি ইব্রাহীমের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ইব্রাহীমের প্রেরিত দূত হস্তে এই পত্র প্রাপ্ত হইলেন যে, যদি তুমি তিনজন ওমরাও—হোঁসেন খাঁ, পীরখাঁ ও আজীম হুমায়ুনকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়া সন্ধিস্থাপন কর তাহা হইলে আর যুদ্ধ করিব না। এই পত্র প্রাপ্তে মহম্মদ সা আদীলি কুপিত হইয়া যুদ্ধ করিলেন এবং পরাস্ত হইয়া চুনারে পলায়ন করিলেন।

---

(৬) মোবারক খাঁ, সিয়ার-সার ভ্রাতা নিজাম-খাঁর পুত্র। নিজাম খাঁর দুই পুত্রী ও এক পুত্র। এই পুত্রের নাম মোবারক খাঁ এবং কন্যা দুইটীর নাম বিবীবাই ও বিবীদাই। সেলীম সা বিবীবাইকে বিবাহ করেন এবং হীন্দাউন বিয়ানাধিপতি গাজীখাঁর পুত্র ইব্রাহীম খাঁ বিবীদাইকে বিবাহ করেন। সিয়ার-সার আর এক ভ্রাতা ছিল তাঁহার নাম প্রকাশ নাই। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাটীকে মোবারক খাঁ বিবাহ করেন এবং পুত্রের নাম আহম্মদ খাঁ। এই আহম্মদ খাঁ পরে সেকন্দার-সা নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট হইয়াছিলেন। হুমীয়ুন ইহাঁকেই পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করিয়াছিলেন।

এই অবকাশে ইব্রাহীম দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া সুলতান ইব্রাহীম (৭) নাম গ্রহণ করিলেন।

ইব্রাহীম, সুলতান নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে সিয়ার সার আর এক ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম আহম্মদ খাঁ সুর, সেলিম সাহার ওমরাওগণ (৮) কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া সেকন্দর সা নাম গ্রহণ করিলেন এবং সৈন্যসংগ্রহ করত সুলতান ইব্রাহীমের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সেকন্দর সা ১২০০০ বার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আগরার সন্নিকট অর্থাৎ দুইক্রোশ অন্তরে ফিরা নামক স্থানে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলেন। সুলতান ইব্রাহীম ৭০,০০০ সত্তর হাজার অশ্বারোহী লইয়া সেকন্দর সাকে আক্রমণ করিলেন। সেকন্দর সা ভীত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ইব্রাহীম তাহা শুনিলেন না। সুতরাং যুদ্ধ উপস্থিত হইল, ইব্রাহীম পরাস্ত হইয়া সিম্‌বলে পলায়ন করিলেন।

সেকন্দর সা (৯) দিল্লী ও আগরা অধিকার করিয়া পাতসাহ হইলেন। পাতসাহ হইলেন বটে কিন্তু রাজ্যভোগ করিতে পাইলেন না। কারণ, এই সময়ে হুমায়ুন পুনরায় ভারত অধিকার করিবার জন্য সিন্ধুনদের অপর পারে সসৈন্যে দেখা দিলেন।

---

(৭) সুলতান ইব্রাহীম পাতসাহ হইলে গুণিগণ এই গীত গাইয়াছিলেন, যথা—

রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—হজরত মহম্মদ রশূল অলি বলি মখবুল খাজে হঁসেন বসরী। অন্তরা—হজরত আব্দুল বাহ দবৈন জৈদ ফজল বেনয় আলম সুলতান ইব্রাহীম অধম করম কাম কিজে মোপর সহজীফতুল মরারী হৈ বে রতুল বসরী॥

(৮) সেলিম-সাহার ওমরাগণ—হাইবট্ খাঁ, নসীব খাঁ ও তাতার খাঁ ইত্যাদি।

(৯) সেকন্দর সা অতি অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু এই অল্প সময় মধ্যে তিনি সংগীত চর্চ্চা করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার সময় গুণিগণ এই গান গাইয়াছিলেন যথা—

হুমায়ুন ১৫৪৩ খ্রীঃঅব্দ হইতে ১৫৫৫ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত পারস্যরাজের নিকট ত্রয়োদশ বৎসর সম্মানের সহিত বাস করিয়া আফগান স্থান ও কাবুল জয় করিবার জন্য ১৪,০০০ চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সৈন্যবলে হুমায়ুন খাণ্ডার জয় করিয়া কাবুলে প্রবেশ করিলেন। তথায় কামরানের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সমস্ত কাবুল রাজ্য অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে কামরান ঐহিক লীলা সম্বরণ করিলেন। এই ঘটনায় হুমায়ুনের সাহস বৃদ্ধি হইল। তিনি সিন্ধুনদ পার হইয়া পাঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। দিল্লীর সম্রাট সেকন্দর সা হুমায়ুনের সংবাদ পাইয়া ৮০,০০০ অশীতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সারহিন্দে দুইপক্ষের সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইল। সেকন্দর সা পরাস্ত হইলেন। এই যুদ্ধে ভারতের ভাবী সম্রাট্ আকবর সা রণক্ষেত্রে এই প্রথম জয়লাভ করিলেন। হুমায়ুন বায়রাম খাঁর সহিত ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক আকবর সাকে পাঞ্জাবের শাসন ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লী তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি ১৫ বৎসরের পর পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ছয় মাসের অতিরিক্ত কাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাগ্যে একপ্রকার অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল। একদিবস তিনি আপন পুস্তকাগার (১০) হইতে যেমন সিঁড়িতে নামিতে-

---

রাগ ভৈঁরো—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—অধরণ কি লালী কহুঁ কহুঁ বন রহি মানো জরী লালচুনি।

অন্তরা—পিয়াকে মিলবে কোঁ আবত কর দর্পণ লে দেখত হঁস মুসকানী ছব ভইহৈ দুনী॥

সঞ্চারী—অতি রসাল লাল লাল লাল ডোরে অহ ছব মোসেঁ বরণী নজায়স রস সলুনী।

আভোগ—সাহ সিকন্দর জুল কিরণ নসেঁ অতরিত মানীহোত জাত লাজন তরুণী॥

(১০) হুমায়ুন্ ইল্মেনজুন—অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্র ভালরূপ জ্ঞাত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন যে, অমুক সময়ে আমার একটী দুর্ঘটনা ঘটিবে। সেই দুর্ঘটনার সময়টুকু অতিক্রম করিবার জন্য তিনি পুস্তকাগার মধ্যে একাকী বাস করিতেছিলেন।

ছিলেন ঐ সময়ে মুসলমান পুরোহিত নেমাজের সময় হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা ধ্বনি করিতেছিলেন। হুমায়ুন তচ্ছ্রবণে সেই সিড়ির উপরেই নেমাজ করিলেন এবং যষ্টি ভর দিয়া যেমন উঠিয়া দাঁড়াইবেন, অমনি উহা হড়কাইয়া গেল। হুমায়ুন সজোরে দেয়ালের দিকে পতিত হইয়া বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন; এই আঘাতে তিনি চারি দিবস মাত্র জীবিত থাকিয়া ৪৯ বৎসর বয়সে ১৫৫৬ খ্রীঃঅব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন।

যে সময়ে হুমায়ুন প্রাণত্যাগ করেন, সেই সময়ে আকবর সা পাঞ্জাবে কাশানোর নামক স্থানে বায়রাম খাঁর নিকট থাকিয়া রাজধর্ম্ম শিক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া দিল্লী যাত্রা করিবেন এই অভিপ্রায়ে আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা তার্‌দিবেগ খাঁ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, সা-আদিলীর সৈন্যাধ্যক্ষ হিমু (১১) দিল্লী এবং আগরা অধিকার করিয়াছে। এই সংবাদে বায়রাম

---

(১১) হিমু একজন হিন্দু, দিল্লীর বাজারের প্রধান দোকানদার ছিলেন। বাজারের কর আদায় জন্য মহম্মদ সাআদিলী হিমুকে ভারার্পণ করিয়াছিলেন। হিমু এই কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, ক্রমে ক্রমে তিনি সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইলেন। যে সময় সেকন্দর সা হুমায়ুনের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন, ঐ সময়ে মহম্মদ সাআদিলী চুনার হইতে হিমুকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া সুলতান ইব্রাহীমকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কুল্পির নিকট যুদ্ধ করিয়া ইব্রাহীম হিমু কর্ত্তৃক পরাস্ত হন এবং বিয়ানাতে আপন পিতার নিকট পলায়ন করেন। হিমু বিয়ানা আক্রমণ করিবার জন্য ইব্রাহী-মের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালার সুবা মহম্মদ খাঁ ঘোরী আদিলী সাহার বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এই হেতু আদিলী সা হিমুথে বিয়ানা অবরোধ কার্য্য হইতে চুনারে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করেন। হিমু যখন ফিরিয়া আইসেন, তখন ইব্রাহীম আগরার নিকট হিমুর পথ অবরোধ করেন। মিন্দাকীর নামক স্থানে হিমুর সহিত ইব্রাহীমের যুদ্ধ হইল। ইব্রাহীম পরা-জিত হইয়া পুনরায় পিতার নিকট বিয়ানাতে পলায়ন করিলেন। হিমু চুনারে ফিরিয়া আসিলে মহম্মদ সাআদিলী সংবাদ পাইলেন যে, হুমায়ুনের মৃত্যু হইয়াছে। এই সুযোগে তিনি পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন এই আশয়ে হিমুকে দিল্লী আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন এবং স্বয়ং মহম্মদখাঁ ঘোরীকে

খাঁ দিল্লী অধিকার করিবার জন্য খাঁ জিমানকে পাঠাইলেন। পাণিপথ রণক্ষেত্রে দুইপক্ষের সৈন্য সমবেত হইল। দুই দিবস ঘোরতর সংগ্রামের পর হিমু, খাঁজিমান্ কর্ত্তৃক আহত হইয়া বন্দী হইলেন। খাঁ জিমানের জয়লাভ হইল। খাঁ জিমান হিমুকে বন্দী করিয়া পাঞ্জাবে আকবর-সার নিকট প্রেরণ করিলেন। আকবর সাহার শিক্ষাগুরু বায়রাম খাঁ আকবর সাকে বলিলেন যে, মহম্মদ ধর্ম্মানুসারে স্বহস্তে এই কাফেরের মস্তক ছেদন করুন। আকবর-সা সম্মত হইলেন না, তখন বায়রাম খাঁ নিজেই এই কুৎসিত কার্য্য সমাধান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিলেন।

. আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া এখনও পর্য্যন্ত সুস্থির হইতে পারেন নাই। কারণ, সেকন্দর সা হুমায়ুনের যুদ্ধে আকবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সিয়ালিক পর্ব্বতে লুকাইয়াছিলেন। এক্ষণে আকবর সা দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছেন শুনিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন, কিন্তু আকবরের রণসজ্জা দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে আকবর সাহার সহিত সন্ধি করিতে হইল। সন্ধি এইরূপ হইল যে, সেকন্দর সা আকবরের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া থাকিবার জন্য তাঁহার পুত্র সেক আব্দুল রিমানকে আকবর হস্তে অর্পণ করিবেন এবং কোনরূপ উৎপাত না করিয়া বাঙ্গালায় থাকিবেন। এই সন্ধিসূত্রে উভয়েই বন্দী হইয়া থাকিলেন।

চারি বৎসর কাল আকবর বাইরাম খাঁর শাসনে থাকিয়া ১৮ বৎসর বয়সে রাজ্যভার আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং বৃদ্ধ বায়রাম খাঁকে মক্কা যাইতে অবসর দিলেন কিন্তু বৃদ্ধের ভাগ্যে মক্কাতীর্থ ঘটিল না পথিমধ্যে এক আফগান কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

পরাস্ত করিবার জন্য বাঙ্গালা যাত্রা করিলেন। মহম্মদ আদিলী, মহম্মদ ঘোরীকে যুদ্ধে নিহত করিয়া বাঙ্গালা হইতে চুনারে ফিরিয়া আসিবার সময় পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনাতে সুলতান ইব্রাহীম বেতিয়া আক্রমণ করিলেন। বেতিয়ারাজ ইব্রাহীমকে বন্দী করিয়া পাঠান্ হস্তে অর্পণ করেন। পাঠানরাজ মালওয়ার সুবা বাজ বাহাদুরকে পরাস্ত করিবার জন্য ইব্রাহীমকে প্রেরণ করেন। ইব্রাহীম পরাজিত হইয়া উড়িষ্যা পলায়ন করিলেন। সেইস্থানে সিলমান করাণীর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

সা জুম্‌জা আবুল মজাফর জিলাল উদ্দীন মহম্মদ আকবর পাতসা গাজ্রী ভারতবর্ষের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করণানন্তর প্রজারঞ্জনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। এমন কি তিনি রাত্রিযোগে ছদ্মবেশে প্রজাগণের বাটীতে যাইয়া রাজকার্য্যের শুভাশুভের বিষয় অনুসন্ধান করিতেন। ক্রমে যখন রাজ্য সুশাসন হইয়া আসিল, তখন তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র, তত্ত্ববিদ্যা ও সংগীতাদি বিশেষ রূপে চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি একটী সংগীত বিষয়ক নবরত্নের সভা সংস্থাপন করেন। এই সভাতে নয়টী গান্ধর্ব্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহাদের নাম নিম্নলিখিত গানে প্রকাশ আছে যথা—

রাগ বেলাওল—তাল ধিমাতেতালা।

আস্থায়ী—আকবর সাকে গড় গুণীজন এয়সে মানো প্রসাথ লিয়ে ভালে খুলেহেঁ হাথী। অন্তরা—তকৃথ বকৃথ মিয়া খোদাবক্স, মস্‌নদ্‌আলী সোহে; মিয়া-তানসেন জগপৎ রামদাস, সুর, জ্ঞান খাঁ নহার গুণ গাতি॥ সঞ্চারী—দরিয়া খাঁ, মাহমুদ খাঁ খাণ্ডেরাও সবকে সাথী, আকবর সাহাকি হাওয়াই তান্‌নকী ছুটত গুণ সাথী। আভোগ—তানসেন শীশ নওয়ায়ত হ্যাঁয় কৃপা রাখ মোপর মোরে সাথী॥

তানসেন।

এই গান দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রথম রত্ন মিয়া খোদাবক্স, দ্বিতীয় রত্ন মিয়া মসনদ্‌আলী খাঁ, তৃতীয় রত্ন মিয়া তানসেন, চতুর্থ রত্ন বাবা রামদাস, পঞ্চম রত্ন বাবা রামদাসের পুত্র সুরদাস, ষষ্ঠ রত্ন জ্ঞান খাঁ, সপ্তম রত্ন দরিয়া খাঁ, অষ্টম রত্ন মাহমুদ খাঁ এবং নবম রত্ন খাণ্ডেরাও। ইহা ব্যতীত অন্যান্য গায়ক (১২) বিস্তর ছিল। আকবর সাহা সিংহাসনে

---

(১২) ধুন্দীবর, সুরজ খাঁ, মুরজ খাঁ, রোমজান খাঁ, লাল খাঁ, নিজাম খাঁ, হোঁসেন খাঁ, শোভা খাঁ, চাঁদ খাঁ, বীরমণ্ডল খাঁ, বিকিতর খাঁ, মঙ্গল খাঁ, মিশন খাঁ, ফিরোজ খাঁ, নবাৎ খাঁ, সেখ বিচ্ছু, মৃজা আকেল, চঞ্চলশশী, ভীমরায়, ভনু মিয়া, মোল্লা সেলামৎ, ইসাক খাঁ, পাঁচুমিয়া, তাজবাহাদুর,

বসিয়া যখন রাজ্যের শাসনভার সহস্তে গ্রহণ করিলেন; তখন নবরত্নের গুণিগণ এই সকল মঙ্গলগান করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। যথা—

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আকবর প্রাণনাথ অনাথনকো ইহ নাথএ জাপৈ অষ্টসিদ্ধ নবনিদ্ধ পাইয়ে। অন্তরা—পরম দাতা জ্ঞাতা সবহিকো মনরঞ্জন ইহ দুঃখ ভঞ্জন কল্প-বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ধাইয়ে॥ সঞ্চারী—অন্তরযামী স্বামী জগকাজ করবেকো এ রসনাল বলাইয়ে। আভোগ—জিলাল উদ্দীন মহম্মদ এয়সে দাতা কিয়ে তিহুঁ লোকমে যশ গাইয়ে॥

নবরত্ন কৃত গান।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—অশ্বপতি গজপতি নরপতি দিল্লীপতি চকতা বলী চক তারণ। অন্তরা—দারিদ্র হরণ দিনমণি সুরজ শশী উড়গণ ভুজবল ভীম ডর তেরি ত্রাস দান সমান কলী করণ॥ সঞ্চারী—রাজ সাজকে তুয় সমান ইন্দ্র ভাণ্ডারী কুবের আয়ও তুব শরণ। আভোগ—অপ বল বলী অচল রহো জিলাল উদ্দীন আকবর সাহ জোলোঁ তোলোঁ নাম ধুয় ধরণ॥

নবরত্ন কৃত গান।

রাগিণী ইমন—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—শুভ ঘরি শুভ দিন লগন্ মৌহরতে বৈঠে তকত আজু দিল্লীপতি নররে। অন্তরা—নৌখণ্ড

বাজবাহাদুর, সেখ খেজর, মিয়া দাওদ্, তানসেনের পুত্র চতুষ্টয়—সুরতসেন, শরৎসেন, তরঙ্গসেন ও বিলাস খাঁ। তানসেনের শিষ্যদ্বয়—তানতরঙ্গ ও মানতরঙ্গ। পাণ্ডবী জর্জ্জু, ভগবান দাস, মদনরাও, চণ্ডুলাল ও দেবীলালা ইত্যাদি।

ব্রহ্মাণ্ড গুণিয়ণ কি আগে, ইন্দ্র যো বরখত মতিলাল তোমারো নগর রে॥ সঞ্চারী—অচল কুশীধর চৌছত্র ছায়ে হিরা মতি লররে। আভোগ—যুগে যুগে জীও হুমায়ুন কি নন্দন সাহান কি সাহা পাতসাহা আকবর॥

নবরত্ন কৃত গান।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—অচুল রাজ করো লাখোঁ বরষ লোকে কায়েম্ রহো মহম্মদ সা আকবর সাহা পাতসাহা কুঁ সোহত ছত্র তখত সব দেশ দেশতে লিজে খৈয়রাত্। অন্তরা—অনেক জগ লোক রাজ কিয়া হায় এয়সেহি যশ হোয়ে শুভ নচ্ছত্র যাগে সব দুনিয়াকে ভয়ে মনকে কাজ চাত॥

নবরত্ন কৃত গান।

নবরত্ন কৃত এই সকল মঙ্গল গান ব্যতীত প্রত্যেক রত্ন কৃত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মঙ্গল গানও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

১। রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল (১৩)।

আস্থায়ী—তখত বৈঠো যশন কিনো সাহ! সকবন্ধ পণ্ডিত ঘরী বিচার অচল রাজ পায়ও। অন্তরা—

---

(১৩) রাগ বেহাগ—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—শ্রাবণ পুন দিন রাখিকো রাখি বাঁধাওত হায় সব নর নারী আওর তথত বলি বলিহারি। অন্তরা—মা ত্যাজ সো মত মন প্রভু প্রফুলত হোয়ে প্রথম তিলক কর তন দয়োল সুধারি। সঞ্চারী—খোদাবক্স বাদসাকি ছপ উপর করত হ্যাঁয় জানমাল আওর দান। আভোগ—অচ্ছত চন্দন কাঞ্চন থার লিয়ে হাত ফিরত হ্যাঁয় নরনারী॥

খোদাবক্স।

কনক দণ্ড চাঁওর ছত্র রতন জড়িত জগ মগাত সুর নর মুণি গুণি গন্ধর্ব্ব গায়ও মৃদঙ্গ বাজায়ও ইন্দ্রলোক দেখনে আয়ও॥ সঞ্চারী—এয়সে খোদাবক্স গজ-মুক্তা তরঙ্গ দেত অরব খরব জৈসে মেঘ ঝর লায়ও। আভোগ—চির চিরঞ্জীরহো জিলাল উদ্দীন আক্‌বর চহুঁ চক শীশ্ নিবায়ো।

খোদাবক্স।

২। রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বেদ রটত ব্রহ্মা রটত শম্ভু রটত নারদ শিউ ব্যাস রটত পাওত নাহি পার। অন্তরা—ধুজন পৈলাদ্ রটত কুন্তাকি কোঙর রটত যব তাকি সওতা রটত নাথন কি নাথ অনাথ রটত॥ সঞ্চারী—গৌতম কি গৃহিণী রটত ইয়েহ সুধ সমার। আভোগ—মস-নদ্ আলী গোতম কো রটত ক্রোর বরষ রূপকি বিশাল আকবর সাহা প্যায়ারে বাদসাকো রটত।

মস্‌নদ আলী।

৩। রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—কেত্তে রতন জগৎমে উতে প্রগট কিয়ে প্রথম কামধেন সুরভী ধনে বানাওয়ে। অন্তরা—ফুন্ কিনে বিষ বারুনী অমীয় সুধাকর চারোখান চিরাবাণী পরবাজী রবি রথতেঁ পায়ে॥ সঞ্চারী—ধন্বুষ ধনন্তর ঢুরণ মুরণ গজ শ্রীমণি রম্ভা ছন্দং ধুরপদ গায়নলে বসায়ে। আভোগ—তানসেন কহে কম্বু-কণ্ঠ তেঁ হুমায়ুনকো নন্দন কল্পবৃক্ষ আকবর পারখ পায়ে॥

৪। রাগ মল্লার—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আয়ওরি শ্রাবণ মাস পিয়া নাহি পাস সওতন কি ত্রাস মেরো জিউ ওক্‌লাৎ। অন্তরা—ঘটাজোর চহুঁওর দামিন্‌কো জোর সোর ময়ুরণকে সাথমে মেরে আই বরষাত॥ সঞ্চারী—দাদুরকো ময়ুর সোর দামন সি চম্‌কত্‌ মুরয়ন মেরো মন ঘাব্‌রাওয়ত। আভোগ—রামদাস প্রবীন আকবর সা বাদসা পিয়াকো লায়ও মোর সাথ।

রামদাস।

৫। রাগিণী দরবারী টোড়ী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—রয়েন বাহাই আয়েহো বাদসা কাঁহাতে কাঁহা জাগে হো রঙ্গ রঙ্গে। অন্তরা—নওল তিরিয়া সঙ্গ বিলাস রহে হো হোরী খেলেন কাঁহা পাগে॥ সঞ্চারী—তুতু রাত বিতরতে বাওন হু না আওয়ত অলস বস অনুরাগে। আভোগ—সুরজ্ঞান খাঁকে পৃথ্বীপাল আকবর বাদসা মাতয়ারে সে আওয়ে ভাগ হামারে জাগে॥

সুরজ্ঞান খাঁ।

৬। রাগিণী সুরমল্লার—তাল চৌতাল (১৪)।

আস্থায়ী—রিম্‌ ঝিম্‌ রিম্‌ ঝিম্‌ বড়ি বড়ি বুঁদন

---

(১৪) রাগিণী বাগেশ্রী—তাল ঝুমরা।

আস্থায়ী—সুমরণ কররে মন ওয়াকো নাম। অন্তরা—ছুভদামে দোনো গায়ও মায়ামিলিনা রাম॥ সঞ্চারী—পাপকাটত এক-ছিনমে যোলেত লেত উনকা নাম। আভোগ—কহত দরিয়া খাঁ ভজ ত্যাজ মন মোর আগে করলে কাম॥

মেঘাবরষে। অন্তরা—উমড় ঘুমড়া কর ঘটা ঝুম আই, পিয়া বিন্ জিয়েরা তারসে॥ সঞ্চারী—দাদুর কোয়েল শব্দ শুনাওয়ে অতি বিরহনে সরসে। আভোগ—কহে দরিয়া খাঁ আকবর বাদসাকো মল্লার শুনাওয়ে, গাওয়ে রাগ তাল করসে।

দরিয়া খাঁ।

৭। রাগিণী গৌড়মল্লার—তাল ঝাঁপতাল (১৫)।

আস্থায়ী—মোরি বিনতি শ্রবণন শুনো আকবরসা বাদসা প্রবীণ মোরা মন লরজত অত, ত্রাসথ ইনকরজদারণকে ডর সোঁ। অন্তরা—সাঁচ্চে কহিয়ে প্রথম দিত পুন মাঙ্গত দোষ না দিজে তিনকো আজ কাল করত করত বিত্‌গেয়ে বরষোঁ॥ সঞ্চারী—আপ আহার করত মোহে করনে না দেত নেক পগ নিকস্‌ন না দেত বাহার ঘরসোঁ। আভোগ—কহতে হ্যাঁয় মাহমুদ খাঁ আকবর বাদসা আব দিজিয়ে ধন তুরন্ত আপনো করসোঁ॥

মাহমুদ খাঁ।

৮। রাগিণী বেহাগ—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—চর চর জীও আকবর বাদসাকে ঘর ডোটা যায়ও জোরে গুণীজন সকল সমাজ। অন্তরা—শুভ

---

(১৫) রাগিণী হংসকঙ্কনী—তাল তেওরা।

আস্থায়ী—করতাস সুপণ্ডিত মানো ভ্রমররে। অন্তরা—করিবুঝ যবহি সুঝ নামলেত হর হর রে॥ সঞ্চারী—নাদ বেদকো ভেদ কউনেহি পায়ও আগে মনমে ধ্যান ধররে। আভোগ—মাহমুদ খাঁ ইহ জ্ঞান কহেতেঁহে আগে কি শুদ্ধ কররে॥

মাহমুদ খাঁ।

সুদিন শুভ মিথুন বেলন তুলসিকে নবদল মঙ্গল সাজ। আভোগ—খাণ্ডেরাও আকবর বাদসাকো চরণনকো সেবক আয়ও বন্দীজন বিনকয় দেহো ন ছাওর মুক্তা ভর ভর ছাজ॥

খাণ্ডেরাও।

নবরত্নের নয়টী গানের পরিবর্ত্তে আটটী গান পাওয়া যাইতেছে এবং একটী গানের অভাব দেখা যাইতেছে। সেই গানটী সুরদাসের। পঞ্চম গানটীর আভোগে "সুরজ্ঞান খাঁকে পৃথ্বীপাল" বলিয়া ভনিতা আছে দেখা-যাইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞানখাঁর উপাধি বা খেতাব "সুর" ছিল। এজন্য উহাঁকে "সুরজ্ঞান খাঁ" বলা হইত। যদি সুরকে সুরদাস বলিয়া না ধরা যায় এবং "সুর" এই শব্দটী জ্ঞান খাঁর সহিত একত্র করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে নবরত্নের মধ্যে একটী রত্নের অভাব হইয়া পড়ে। এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। কারণ, সুরদাসের অনেক গান থাকিলেও আকবর পাতসাহের সম্পর্কীয় গান দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, থাকিতে পারে, কিন্তু পাওয়া গেল না।

এই নয়টী রত্ন মধ্যে আকবর সাহা মিয়া তানসেনকে অধিক ভাল বাসিতেন তাহার কারণ এই যে, তানসেন কেবল গায়ক ছিলেন না তিনি পাতসাহের একপ্রকার মিত্র ছিলেন। আকবর সাহা তানসেনকে ছাড়িয়া এক মুহুর্ত্তকালও থাকিতে পারিতেন না, এমন কি রাত্রিকালে মহলভিতরে যাইয়া আকবর সাহাকে গান শুনাইয়া ঘুম পাড়াইয়া আসিতে হইত এবং প্রাতঃকালে গান গাইয়া ঘুম ভাঙ্গাইতে হইত। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ এই গান দেখা যাইতেছে। যথা—

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—ঝুমে ঝুমে নিদ্ আওয়ত নয়ন ভরে তেহারি রে। অন্তরা—বেথারি আলক সম্ সম্ ঘন সে লাগত, ঝপকে ঝপকে উঘর যাত মেরে ঘণ তারে॥ সঞ্চারী—অরুণ বরণ নয়ন তেরে, তাপর অম্বুজ ওয়ারে, তামে লাল লাল ডোরে। আভোগ—কহে

মিয়া তানসেন শুন সাহে আকবর উপমা কহো
কৌন দিয়ে বিনা ভঞ্জন করে ॥

তানসেন।

এইরূপ গান করিয়া মিয়া তানসেন প্রত্যহই আকবর সাহাকে ঘুম পাড়াইতেন এবং অতি প্রত্যূষে গান করিয়া ঘুম ভাঙ্গাইতেন। যথা—

রাগ ভৈরব—তাল সুরফাঁকতাল (১৬)।

আস্থায়ী—রঙ্গ যুগত সোঁ গায়ে শুনাবৈ, তাল মান
সুর সঙ্গত আবৈ। অন্তরা—দ্বিগুণ ত্রিগুণ চৌগুণ
সোঁ ভেদ বতাবৈ যব লাগডাঁট প্রমাণিন দেখাবৈ ॥
সঞ্চারী—আপনা মুখ তেঁ গুণি কহাবৈ তাল ‚মানকো
বেওরা না পাবৈ। আভোগ—তানসেন কহে হোবৈ
গুণীজন ছত্র পতি আকবরকো রিঝাবৈ ॥

তানসেন।

প্রত্যহ প্রত্যূষে ও রাত্রিকালে মিয়া তানসেন এইরূপ গানদ্বারা আকবর পাতসাহের নিদ্রাকর্ষণ ও নিদ্রা ভঙ্গ করিতেন এবং অন্যান্য সময়েও আজ্ঞামত গান করিতেন। একদা আকবর সাহা সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার এই এজলাস্ কিরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে বল! তাহা অন্যান্য সভ্যগণ যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা সেই মত বর্ণনা করিলেন কিন্তু তানসেন বর্ণনাচ্ছলে গান করিলেন যথা—

---

(১৬) রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সোহত কামন উত্তম রূপ পহরত সবার চীর ওপ
বঢায় কুন্দন অঙ্গ ঢিকো কিয়ো আদোত তাতে তিমির ফটো
শরণ পরে পাছে শীশ ফুল ধুয় সমান শ্রবণ কুণ্ডল কবরী
অচক কটাক্ষ আপ জোত বনারহি দোউ অনঙ্গ। অন্তরা—
দৃগ অঞ্জন দিয়ে খঞ্জন বস কর লিয়ে কর দর্পণ হার সুখদেত
সুখ পাইয়ে অন নিরখে ঔড়ব জাতয় বরণ গুণী গাবৈ ॥
সঞ্চারী—মাণিক হিরা কপোল মুক্তলর মুক্তমাল ভূজবিনাল করকমল বাজুবন্দ ফুন্দন লটক লটক অলি যুগ সঙ্গ।

রাগিণী দরবারী কানাড়া—তাল চৌতাল (১৭)।

আস্থায়ী—শোভা মহুরত সাধ ধরে সগুণ লগনকে তেইতে আপয়ো হোয়ে আকবর। অন্তরা—কনক দণ্ড চামর ধরত মানুচন্দ্র কিরণ ছাওর মুকুতা শীশন ছত্র সেহারা ফুনি দশাননকেও দেত সব ভুয়াপর॥ সঞ্চারী—হিরণকে হার বানাও হায় লালনকে শীর প্যাঁচ মতিয়নাক কণ্ঠী গলে জগ মগাত উড়গণ সম দমকত। আভোগ—তানসেনকে প্রভু চিরঞ্জী রহো আকবর সা কে বস্‌ভয়ে সব ভূব পর পর॥

তানসেন

আভোগ—রাম কিরণ উপজো নবল বিচিত্র কঞ্চুকি মধু অতঙ্গ অধর সুন্দর ত্রিবলী ডোরে বাটর নন ঝন নঠনন, অমৃত লাভ ঔর মলি পপীলা রস লেত অত জাত, তানসেন কো প্রভু সাহ আকবর সোঁ বনারহে য্যায়সে পার্ব্বতী মহাদেব অরধঙ্গ॥

তানসেন।

(১৭) রাগিণী দরবারী কানড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—শুভ মহুরত সাধ ধরি লগন স্বগুণ মিলি কয়ে ত্রিদেও যোগ কি বর। অন্তরা—কনক দণ্ড চাঁওর ঢুরত মানহো চন্দ কিরণ নিছাওর কিনি মুক্তা শীশ সহবা ওয়কে আলি ফুন্ মশালেনকো উদয়ত সব ভুয়ো পর॥ সঞ্চারী আরায়েস বানাইকে গুণন যাত্ আতস বাজী ছাঁড়ে প্রথম উদয় কর হোয়ে সাঁচে দিনকর। আভোগ—কোট্ যুগন চিরঞ্জীব রহো সাহে আক্‌বর তানসেন কানাড়া বানায়ে শুনায়ে পৃথ্বীপর॥

তানসেন।

এই গান শুনিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়াছিল। আকবর পাতসা আহ্লাদে আপনার কণ্ঠস্থিত মণিময় হার খুলিয়া রামতনুকে অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন, রামতনু অদ্যকার দিবস হইতে তোমার নাম তানসেন হইল, আমি তোমাকে এই মণিময় হার পারিতোষিক দিয়া তানসেন খেতাব দিলাম, অদ্য হইতে তোমাকে তানসেন বলিয়া ডাকা হইবে। তানসেন অর্থে তান দ্বারা যিনি "সৈন্" করিতে অর্থাৎ হৃদয় গলাইয়া দিতে পারেন তিনিই তানসেন। রামতনু এই গানে সভাস্থ সমস্ত লোকের মন দ্রব করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহার নাম তানসেন হইল।

একদা আকবর পাতসাহের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে মহাসমারোহকাণ্ড হইয়াছিল। পাতসাহ বহু ধন দান করিয়াছিলেন এবং নগরবাসিগণ ঘরে ঘরে আনন্দোৎসব করিয়াছিল। মিয়া তানসেন সেই সময়ে এই গান প্রস্তুত করিয়া পাতসাহের সম্মুখে গাইয়াছিলেন। যথা—

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—শুভদিন শুভ ঘড়ি করি বরষ গাঁঠ সাধে
ব্রহ্মাকে দিন প্রমাণ। অন্তরা—গায়েন গাওয়ত,
বাজক বাজাওয়ত নৃত্যত নরনারী, আনন্দ হুলাসনে
আন। সঞ্চারী—ধনকো ডাঁড়ী রবিশশী পলা কিরণ-
জ্যোতি তুলা তৌল তাহে মধ্যে বৈঠে কিনি দিনি
গুণিয়ন রতন কাঞ্চন বহু দান। আভোগ—তান-
সেনকে প্রভু চিরঞ্জীবী রহো সাহে আকবর দেত দান॥

তানসেন।

প্রতি বৎসর পাতসাহের জন্মতিথি উপলক্ষে বহু দান করা হইত এবং প্রজাবর্গ আনন্দে আপন আপন ঘরে উৎসব করিত, গাওয়াইয়া গুণিলোক সকল মঙ্গল গান করিয়া আকবর সাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। তানসেন সকল সময়েই উপস্থিত থাকিতেন এবং আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত ঘটনাবলীর গান প্রস্তুত করিয়া শুনাইয়া দিতেন। যে সময়ে আকবর পাতসাহের বিবাহ হয়, সেই সময় তানসেন গান প্রস্তুত করিয়া গাইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের রীত্যনুসারে দিবসে বিবাহ হয়, আকবর সাহার যে সময়ে বিবাহ হইতেছে সেই সময়ে তানসেন গাইলেন—

রাগিণী টোড়ী—তাল ব্রহ্মতাল।

আস্থায়ী—অশদল গজদল নারদদল পতি দলৈইয়া।
অন্তরা—তোপ বান তোপ গজ মুরতি অগ্নিবানাইয়া॥
সঞ্চারী—ডঙ্কাবাজে সুতুরু তুরঙ্গী অনগণ ছাজে।
আভোগ—তানসেন জগৎ গুরু আকবরকো বিদ্যা গাওয়ে॥

তানসেন।

আকবর পাতসাহের নবরত্ন সভা হইতে সেই সময় এই গান প্রস্তুত করিয়া গাওয়া হইয়াছিল। যথা—

রাগিণী দরবারী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—শুভ নচ্ছত্র গায়েন গোহি সাধ শোভা লগন সকল ভুয়া রাজটিকো দয়ে শোভন চঞ্চক ধনে সঙ্গে প্রভাবিত বিভা ধায়েও। অন্তরা—উমাগে চৌপাবেয়া চঢ়ায় চতুরদলে সঙ্গে বরাত বনায়ে, আনন্দে দুন্দুভি বাজায়ে শীশ বাজায়ে, নওরঙ্গ মাচোয় লাহোর নগর লায়ে সহর ধন লগ মাহদি কর রঙ্গ রচায় লায়েও॥ সঞ্চারী—শুভ নখত বলি বখত তখত বৈঠায়ে, ছত্র সমান ছায়েও লাজ সাজ বিছাওনা বিছায়ে নৌখণ্ড দেশ দহেজমে দেখায়ে, জগমঙ্গল গায়ে তেঁহুপুরা আনন্দ ভয়েও। আভোগ—কুট জগন চিরঞ্জীব রহো সাহে সাহে সাহে আলা মদুহেলো যা প্রভো দিলি দুলাহান বেয়া হোগেই তোমসঙ্গে ছাব লাই জগমন ইঞ্চা সুফল ভই তব গুণী নেকী নেগ মরাতব আপনো পায়ে দুঃখ দরিদ্র গায়েও॥

নবরত্ন।

যে সময়ে আকবর পাতসাহ লাহোর নগর হইতে বিবাহ করিয়া দিল্লী রাজধানীতে ফিরিয়া আইসেন সেই সময় এই গান গাওয়া হইয়াছিল। যথা—

রাগিণী দরবারী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—দুলে আয়ওরি আকবর নারী দিল্লী দুলহন বর

পায়ও। অন্তরা—ছত্র কলা বিরাজত আলঅন্ত ফানুশ মশাল বখত প্রতাব জঁগ মগায়ও। সঞ্চারী—যব ধিগানে লেলিনে ঠেল পেল দুরজন দেশ দেশ জগ মগায়ও, রাখো নিশান, ঘর ঘর মঙ্গল গায়ও। আভোগ—চির চিরঞ্জীবী রহো হুমায়ূনকো যায়ও॥

নবরত্ন।

আকবর পাতসাহ যখন এলাহাবাদ নগর স্থাপন করেন তখন মিয়া তানসেন এই গান প্রস্তুত করিয়া পাতসাহকে শুনাইয়াছিলেন। যথা—

রাগ হিণ্ডোল—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সুর গঙ্গা আওর যমুনা সরস্বতী নীল শরীর ধরে। সত্ব রজ তম ত্রিগুণ কিনু পাপ প্রক্ষারণ জগ তারণকোঁ কিওভয়ো নিপট-প্রগট প্রকাশ॥

অন্তরা—নগনর ভুক্ষে ঝুক্ষে রহে নিত্য নিত্যহি ইন্দ্র ইন্দ্রদেও সুরনর মুনি গুণি গন্ধর্ব্ব কিন্নর যাচক অরঝত তিনহকো মন মুক্তি হোওন কি আশ॥

সঞ্চারী—তব প্রয়াগ বৈরাগ মহা এক করবট লিয়েত এক মানে জিয়েদেত এক শিঝত গর কল্পত এক অবর্থ করত এয়াতে ভয়ো বিষ্ণু জল স্থল উভয় নির্ম্মল কিও তীরথ রাগ রাজ বর সাঁছে ত্রাস।

আভোগ—তানসেন কহে সকল জীব উদ্ধারণ ভূমি ভার চ্ছত্রপতি সাহে আকবর ধর্ম্ম নে ধর শুভনক্ষত্র দিন ছত্রিশ পুরী বসায়ও এলাহাবাস॥

তানসেন।

তানসেনের গান শুনিয়া আকবর পাতসাহের মন দ্রব হইয়া যাইত। আপন দরবারে বসিয়া গান শ্রবণ করত সম্যক তৃপ্তি হইত না বলিয়া তিনি ছদ্মবেশে তানসেনের বাটীতে রাত্রিকালে গান শুনিতে যাইতেন। প্রায়ই এইরূপ ঘটনা ঘটিত। এক দিবস তানসেন আকবর পাতসাকে

চিনিতে পারিয়া আপনাকে বহু ভাগ্যবান মনে করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এই গান প্রস্তুত করিয়া গাইলেন। যথা—

রাগিণী সুঘরাই—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মোর মন আনন্দ, ঘর ঘর আনন্দ, আকবর
সাহে শুনি এতায়ত। অন্তরা—যো মন চাহে সিঙ্গার
করঙ্গী হিল মিল মৃদঙ্গ বাজাওয়ত নাচত গাওয়ত॥
সঞ্চারী—মতিয়ন চক্ পরাওরি সজনী দ্বারে বদনয়ার
বাঁধাও। আভোগ—মিয়া তানসেন কি মন ইচ্ছা
পূর্ণ ভই দ্বারে বাঁধাওয়ত সবহি ধাওয়ত॥

তানসেন।

এই গান শুনিয়া আকবর বলিলেন,—"তানসেন তোমার গানের মূল্য নাই কারণ, আমার মত পাতসাহের ক্ষমতা নাই যে, তোমার গানের মূল্য দিতে পারে।"

আকবর পাতসাহ মিয়া তানসেনকে যে, ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মণিময় হার পারিতোষিক দিয়াছিলেন, সেই হার তানসেন বিক্রয় করিয়াছিলেন। আকবর পাতসাহ লোক পরম্পরায় এই সংবাদ অবগত হইয়া তানসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তানসেন! তোমার সেই হার কোথায়? তুমি যখন আমার এজলাসে আইস তখন ঐ হার গলায় পরিয়া আসিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তোমাকে একদিনও পরিয়া আসিতে দেখিলাম না, ইহার কারণ কি? আগামী কল্য যখন দরবারে আসিবে তখন পরিয়া আইস।" পাতসাহের এই কথা শুনিয়া তানসেন অধোবদন হইলেন, কি উত্তর দিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে বলিলেন,—"জাঁহাপনা! আমি উহা খুয়াইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া পাতসাহ বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং ক্রোধ-পরবশ হইয়া বলিলেন,—"যদি তুমি হার না আনিতে পার তাহা হইলে এস্থানে আর তোমার আসিবার আবশ্যক নাই।" এই কথায় তানসেন অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি উপায় করি। তিনি অধোবদনে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, কোথায় যাই এবং কোথায় যাইলে ইহা অপেক্ষা বহুমূল্যের হার প্রাপ্ত হইব, কেই বা দিবে এবং কাহারই বা এরূপ দান করিবার ক্ষমতা আছে। অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, রেঁওয়াধিপতি রাজারাম অতিশয়

দাতা, তাঁহার নিকট যাইলে মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে। এইরূপ স্থির করিয়া সেই রাত্রেই রেঁওয়া যাত্রা করিলেন এবং তথায় পৌছিয়া রাজারামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজারাম তানসেনকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তানসেন বলিলেন,—"মহারাজকে অনেক দিবস কিছু শুনাইতে পারি নাই, এজন্য কিছু শুনাইতে আসিয়াছি।" তখন রাজারাম বুঝিলেন যে, আকবর পাতসাহের দাতব্যে তানসেনের অকুলান হইয়াছে, তাহা না হইলে বিনা আহ্বানে কেন আসিবে? তানসেনের থাকিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন এবং তানসেন দুই দিবস বিশ্রাম করিয়া রাজারামকে গান শুনাইবার জন্য ধ্রুপদ প্রস্তুত করিলেন এবং ঐ ধ্রুপদ পরিপাটী রূপে মার্জ্জিত হইলে শুনাইবার জন্য দরবারে উপস্থিত হইলেন।

রাগিণী কল্যাণ—তাল চৌতাল।

কেহ কেহ এই গানটী ভৈরবীতে গাইয়া থাকেন।

আস্থায়ী—অচল রাজ করো কোট বরষ লোঁ, চীরঞ্জীব রহো রাজাধিরাজ রাজা রামচন্দ্র। অন্তরা—যোলো ধুয়া ধরণ তরণ পবন পানি গগণ মেরু লোমসকে আওর বল হোয়ে মারকণ্ড আদি ঋষি আশীস দেও যোলোঁ জগমে অরুণ ইন্দ্র। সঞ্চারী—গুণী গন্ধর্ব্ব কিন্নর গাওয়ে নারদ মুনি বীণা বাজাওয়ে ব্রহ্মা বেদ ধ্বনি করে অমঙ্গল সব দূর হোয়ে, দুঃখ দ্বন্দ ফন্দ। আভোগ—সিংহাসনে বৈঠে শুভ ঘড়ি শুভদিন শুভ পল মহুরত শুভ নক্ষত্র সাধ অমৃত যোগ। শুভ চন্দ্র তানসেন মন ভয়ো আনন্দ॥

তানসেন।

রাগ মেঘ—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—মগন রহুঁরে দরিদ্র কেঁওনা ডরে গেঁও, নরেন্দ্রকে মনমে কেনা টরে। অন্তরা—কাঁহা ভয়ো যো ভয়ো ছত্রপতি নরেশ মহারাজকে প্রসাদ পাঁওয়ে বিনায়ব বিপদ সাগর কোন পার করে॥ সঞ্চারী—

তুয়ো সম সবওকোঁ দে মায় কল্পতরু কল্প তরুকি সম তুয়া নাম করে। আভোগ—যব ধোহি রাজারাম তেত্তে হি চিত্ত করে কল্প তরুকি মরর্য্যাদা ঠরে॥ দ্বিতীয় আভোগ—বীর জনকো নন্দ কাটত দুঃখ দ্বন্দ ফন্দ বিনতি করত তানসেন ডরে। তৃতীয় আভোগ—পূর্ব্ব দেশতে পশ্চিমুহে সুর দেবকো রাম সম নানা করে॥

তানসেন।

এই দুইটী গান শুনিয়া রাজারাম মুগ্ধ হইয়া পারিতোষিক দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। উপস্থিত সঙ্গে কিছু ছিল না আপনার পা হইতে রত্নময় পাদুকা দুখানি খুলিয়া দিলেন। উহার মূল্য ৫০,০০,০০০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। তানসেন এই পুরস্কার পাইবামাত্র অতিশয় প্রফুল্লিত হইয়া গাইলেন—

রাগিণী দরবারি কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—চিরঞ্জীবি রহো রাজারাম গুণসাগর প্রবল প্রতাপ তুহার সব মুনি যশ গায়ও। অন্তরা—অচল লচ্ছমী মহামায়া দেখত ভানু চন্দ্র জ্যোতি মণিময় মুকুট পয়হেরে সদা বিরাজতে॥ আভোগ—দান দেত মান দেত সবগুণ বিচারকে, তানসেন কহে যুগে যুগে জীও রাজা রামচন্দ্র মোবারক রহে তোমারো রাজ॥

তানসেন।

রাগ মালকোশ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—রাজন কি রাজা মহারাজাধিরাজ, চতুর্দ্দশ বিদ্যানিধান রাজারাম। অন্তরা—যৈ যৈ ধ্যায়াওয়েতা ইঞ্ছা ফল পাওয়েতা (দাতা তু হায় কর্ণ সমান *)॥ সঞ্চারি—লাজ কি জাহাজ শিরতাজ, গরিব নেওয়াজ গরিবন্ কি (রচ্ছা হোত তেহারি ধাম। আভোগ—

* সাচ বিধাতা করণেকো কাম। ইতি দ্বি পাঠ॥

অসুর সংহার চহুঁ দিশি করত উজীয়ারো, তানসেন ধ্যায়াওয়ে তাহারে নাম +) ॥

তানসেন।

তানসেন এইরূপ গান দ্বারা রেঁওয়াধিপতি রাজা রামচন্দ্রকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজারাম তানসেনকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তানসেন যখন হরিদাস স্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন তখন হইতে রাজারাম তানসেনকে চিনিতেন। তানসেন পূর্ব্বে কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই, একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বামীজীর শিষ্য হইলে স্বামীজী তানসেনকে দুইশত ধ্রুপদ শিক্ষা দিয়া সপ্তচক্রের সহিত সপ্তস্বরের উপদেশ করিয়াছিলেন মাত্র। ঐ সপ্তস্বরের সাধন করিতে করিতে তানসেন যোগী হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় রাজারাম তানসেনকে বৃন্দাবন হইতে রেওয়াঁয় আনয়ন করেন। আকবর বাদসা যখন কোন কার্য্যোপলক্ষে রাজারামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রেঁওয়ায় আইসেন, সেই সময়ে তানসেনের গান শুনিয়া রাজারামের নিকট হইতে তাঁহাকে দিল্লী লইয়া যান এবং নবরত্নের সভা সংস্থাপন করেন। এঘটনা তানসেনের বিবাহের পর ঘটিয়া ছিল। বোধ হয় তানসেন বুঝিয়াছিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া একটা যবন স্ত্রীলোকের জন্য জাত খুয়াইয়াছি, পুনরায় আর আমার হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিবার উপায় নাই। তখন যোগাচরণ দ্বারা পাপপ্রক্ষালন জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজারাম তানসেনকে রেঁওয়ায় লইয়া আইসেন পরে আকবর পাতসাহের হস্তে অর্পণ করেন। তৎপরে হারের মূল্য জন্য পুনরায় রাজারামের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার আশয়ে রেওয়াঁয় আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজারাম তানসেনের গানে মোহিত হইয়া রত্নময় পাদুকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন। এই পারিতোষিক লইয়া তানসেন রেওয়াঁ হইতে পুনরায় দিল্লীযাত্রা করিলেন। বিদায় দিবার সময় রাজারাম তানসেনকে দুইহস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন (কোলাকুলী) করিয়াছিলেন। তানসেনও আপনার দক্ষিণ হস্ত জনমের মত রাজারামকে অর্পণ

+ ইচ্ছা ফল পুরি হোতে ইহি দরবার। আভোগ—অসুর দলন সৃষ্টি সংপালন, তানসেন গাওয়েতে তেহারি নাম ॥ ইতিদ্বিপাঠ ॥

করিলেন। এজন্য তানসেন দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া আর কাহাকেও সেলাম করেন নাই, কেবল রাজারামকেই দক্ষিণ হস্তে সেলাম করিতেন।

তানসেন রেঁওয়া হইতে ৫০,০০,০০০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের মণিময় পাদুকা পারিতোষিক লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আকবর পাতসাহের দরবারে যাইয়া বাম হস্ত উঠাইয়া পাতসাহকে সেলাম করিলেন। পাতসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তানসেন! তোমার এরূপ আচরণ হইল কেন?" তানসেন বলিলেন,—"জাঁহাপনা! দক্ষিণ হস্তটী রাজারামকে অর্পণ করিয়া আসিয়াছি, এজন্য আপনাকে বামহস্তে কুর্ণিস্ করিলাম।" আকবর বাদসা রহস্য করিয়া তানসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—"আমার জন্য কি আনিয়াছ?", তানসেন তখন কাপড়ের ভিতর হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মণিময় পাদুকা বাদসাহের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। আকবর পাতসা অবাক হইয়া রহিলেন। তখন তানসেন বলিলেন,—"আপনার ১৮৲ আঠার লক্ষ টাকার হারের মূল্য শোধ হইল, বাকি আমাকে ফেরত দিতে আজ্ঞা হয়।" আকবর বাদসা লজ্জিত হইয়া অধোবদনে থাকিলেন। তখন তানসেন বলিলেন,—"এই রত্নময় পাদুকা সপ্তস্বরের মধ্যে একটী স্বরেরও মূল্য নহে" এই বলিয়া এই গান গাইলেন, যথা—

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—নাদ নর্দ্দ বিশাও, শরত পত মহল চাও,
উনঞ্চাস কোটি তান উঙ্কারে বিশ্রাম পায়ও।
অন্তরা—গীত ছন্দঃ যন্ত্র মন্ত্র ডমরু কাঞ্চন আলাপ
তান তানকে আড় লাগে হীরা পাট খরজ জীঞ্জীর
তা মধুর পদ মাগ ছিপাও॥ সঞ্চারী—আরোহী
অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী ধুরণ মুরণ করনাল কো
রিঝাও। আভোগ—শ্রীহরিদাস সেবক তানসেন
গায়ও রাজারাম জিন্নে কিও মোল্ তব অরব খরব
আওরে করারে আকবর সে পারখ পায়ও॥

তানসেন।

এই গান করিয়া তানসেন আকবর বাদসাকে বিশেষ অপ্রতীভ করিয়াছিলেন।

এরূপ জনশ্রুতি আছে, আকবর বাদসা মিয়া তানসেনকে বলিয়াছিলেন যে,—"তোমার গান যখন এত মিষ্ট, নাজানি তোমার গুরুদেবের গান কত মিষ্ট। অতএব তোমার গুরুদেবের গান আমাকে শুনাইতে হইবে"। তানসেন বলিলেন—"আমার গুরুদেব উলাঙ্গ যোগীপুরুষ বনে বাস করেন। তিনি আপনার সভায় কিরূপে আসিবেন? যদি আপনার গান শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তৎসন্নিধানে আপনাকে গমন করিতে হইবে।" পাতসাহ তাহাই করিলেন তিনি অতি সামান্য বেশে স্বামীজীর নিকট চলিলেন এবং হরিদাস স্বামীকে পারিতোষিক দিবার জন্য বহুমূল্য রত্ন লইয়া গিয়াছিলেন। স্বামীজীর কুটীরে উভয়ে উপস্থিত হইবা মাত্র স্বামীজী বল্লিলেন—"আরে তন্নুয়া! বাদসাকো এত্তে তক্‌লিফ্ দেকর কাহে সাথমে লেয়ায়া"। তানসেন কহিলেন—"আপনার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে আসিয়াছেন"। স্বামীজী বুঝিলেন যে, গান শ্রবণাভিলাষে আসিয়াছেন—"আচ্ছা ভালা করকে বৈঠাও" এই কথা বলিবামাত্র আকবর প্রণিপাত পূর্ব্বক আনন্দে উপবেশন করিলেন। তখন স্বামীজী আপনার ইচ্ছামত এই গান আরম্ভ করিলেন,—যথা—

রাগিণী মল্লার—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—গরজ গরজ ঘিরি ঘিরি ঘন চহু দিশকোঁ
শব্দ করত উম্মা বিলোকি ব্রজ বর্ষণ লাগেরি॥
অন্তরা—পবন চালত শন নন নন নন পীক দাদুর
বোলত বন বিরহীন নিজ নিজহি সদন তরসন লাগেরি।
সঞ্চারী—মৌর ঘোর সোর করত বহুবিধ বোছার
ঝরত পক্ষী বন জন হর্ষণ লাগেরি॥
আভোগ—মেরে ঘর আয়ও হুমায়ুন্‌কো নন্দন শ্রীহরিদাস সুখ সরসন লাগেরী॥

হরিদাস স্বামী।

স্বামীজীর গানে পাতসাহ এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বোধ হইয়াছিল যেন রাগ রাগিণীগণ নৃত্য করিতেছে। পাতসাহ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া

বহুমূল্য রত্ন স্বামীজীকে অর্পণ করিলেন। স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন— "মায় ফকীর হেঁা রতনমে হামারা কেয়া কাম, যব তোম রতনই দেনে মাঙ্গো তো ইয়্যা গান আঁখ বন্ধ করকে শুনহ, যব রতনকা দরকার দেখোগে তব লাগায়ে দেনা" এই কথা বলিয়া হরিদাস স্বামী এই গানটী গাইলেন, যথা—

রাগিণী আড়ানু বা আড়ানা—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—গাগর নহি ভরনে দেত তেরো কৃষ্ণ মাই,
যশমতী তু ভাল বেনে কানুকো শিখাই।
অন্তরা—নগর বগর ঝগর দেত নিবারে আঁচাই,
গৃহসে নিকসি যমুনা তীরে নীরে ভরনে যাই, ছিপি
কহুঁ আওয়ে যাওয়ে ঝমকি ঝমকি ধাই॥
সঞ্চারী—হাঁসি হাঁসি মুখ মোড়ে গাগরি ছুটকাই,
ঘুঁগট পট খোলে খোলে সাম্‌নে কানাই।
আভোগ—ঝাঁকি ঝাঁকি ঝাঁকি ঝোমে ঝোমে পথমে
আটকাই, কহত দ্বিজ হরিদাস চরণ চিত্তলেই॥

হরিদাস স্বামী।

স্বামীজী এই গান এরূপ সুস্বরে ও রাগিণীর সুচারু বিন্যাস করিয়া গাইয়াছিলেন যে, গানবন্ধ হইয়া গেলেও আকবর পাতসার কিয়ৎক্ষণ সংজ্ঞা ছিলনা, তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। হরিদাস স্বামী গান ছাড়িয়া দিয়া অন্যমনে বসিয়া আছেন, কিন্তু পাতসাহের গান শ্রবণ বন্ধ হয় নাই। সুরের এমনি লাগ ডাঁট (লগ্নদণ্ড) হইয়াছিল যে, গান হইতেছে কি বন্ধ হইয়াছে তাহা বুঝা যায় নাই। পরে আকবর পাতসাহের চেতন হইলে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কুছ দেখা হায়"? আকবর বলিলেন—"হাঁ হুজুর দেখা হায়" স্বামীজী বলিলেন—"কেয়া দেখা"? পাতসাহ বলিলেন— "যমুনাজীমে এক রতনকা ঘাট বানা হায়, গোপিনী লোগ আতে যাতেহেঁ, পানি ভরতেহেঁ, উঠাতেহেঁ; আওর ঐ ঘাটকা এক সিঁড়িওমে এক জাগা টুটা হায়, কৈ গিরপড়ে ইস্ ওয়াস্তে কিষণজী হুঁই খাড়া হোকর খবরদারী করতেহেঁ"। স্বামীজী বলিলেন—"ঠিক হায়, আপ হামকো যো রতন দেনে মাঙ্গা ঐ রতনসে টুটা সিঁড়িওকো বানায় দেও"। আকবর বলিলেন—"ও আপকা কাম হায় হামরা কাম নেহি"। স্বামীজী বলিলেন—"তব মায়

কেয়া করোঙ্গী, মায় নাচার হুঁ''। এইরূপ কথোপকথনের পর পাতসাহ ও তানসেন উভয়ে স্বামীজীর' আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিদায় হইলেন।

একদা আকবর পাতসাহ ও মিয়া তানসেন যমুনা তীরে বিচরণ করিতে করিতে আকবর সাহা তানসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সঙ্গীতবিদ্যা তোমার কতদূর শিক্ষা করা হইয়াছে? তানসেন কোন উত্তর না দিয়া আপনার মস্তক হইতে একগাছি কেশ উৎপাটন করিয়া যমুনানীরে ডুবাইয়া উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন—"এই টুক মাত্র শিক্ষা করিয়াছি" অর্থাৎ সঙ্গীতরূপ যমুনানদীর জল এই কেশাগ্রে যতটুক লাগিয়াছে ততটুক মাত্র শিক্ষা করিয়াছি। মিয়া তানসেনের একথা অন্যায্য নহে কারণ, পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মহর্ষি নারদ একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ও বীণাবাদক ছিলেন। তিনি মনে মনে গর্ব্ব করিতেন যে, আমাঅপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট গায়ক ভূভারতে নাই। ভগবান বিষ্ণু তাঁহার গর্ব্বের কারণ জানিতে পারিয়া এক দিবস নারদকে সঙ্গে লইয়া সুরলোকে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে নারদ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই সকল স্ত্রী পুরুষেরা কে? এবং কেনই বা এরূপ কষ্ট পাইতেছে? ভগবান এই কথা শুনিয়া নারদকে বলিলেন যে, তুমি কেন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর না? নারদ এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কে? এবং এরূপ কষ্টের কারণ কি"? তাহারা প্রত্যুত্তর করিল—"আমরা রাগ রাগিণী, নারদ নামে এক ঋষি অন্যায্য গান করাতে আমাদিগের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। যদি ভগবান শঙ্করদেব গান করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করেন তাহা হইলে আমরা সুস্থির হই, তাহা না হইলে আমাদিগের আর উপায়ান্তর নাই"। দেবর্ষি নারদ এই কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া আত্মগ্লানি অনুভব করিয়াছিলেন এবং কৈলাসে গমন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিলে রাগ রাগিণীগণ মহাদেব কর্ত্তৃক সুস্থাকৃত হইয়াছিল। যখন দেবর্ষি নারদের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তখন তানসেন যে কেশাগ্রস্থিত জলবিন্দু তুল্য সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন বলিবেন, তাহা কোন বিচিত্র কথা নহে। শাস্ত্রে আরও উল্লেখ আছে যে,—

"নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি স্বরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াত্তুম্বং বহতি বক্ষসি"॥

সঙ্গীত নারায়ণ।

দেবী সরস্বতী নাদ সমুদ্র পার হইতে না পারিয়া মজ্জন ভয় হেতু অদ্যাপি বক্ষস্থলে তুম্ব বহন করিতেছেন—অর্থাৎ নাদরূপ সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবার ভয়ে আজ পর্য্যন্তও বক্ষস্থলে তুম্ব (বীণা) ধারণ পূর্ব্বক ভাসমান হইতেছেন।

তানসেন যদিও আকবর পাতসাকে সংগীতবিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে কেশাগ্রস্থিত জলবিন্দু দেখাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি সংগীতবিদ্যায় অসিদ্ধ ছিলেন না। তিনি ভৈরব রাগে সিদ্ধ ছিলেন। তিনি নায়ক গোপালের বংশসম্ভূত কোন স্ত্রীলোক (১৮) হইতে ভৈঁরোরাগে সিদ্ধ হন। কিন্তু তিনি আকবর পাতসাহের দরবারে ভৈঁরোরাগ আলাপ করিতেন না, কেবল পাতসাহর ঘুম ভাঙ্গাইবার সময় ভৈঁরো গাইতেন। দরবারে কেবল কানাড়া রাগিণী শ্রবণ করাইতেন। যদি অন্য কোন গায়ক পাতসাহকে কানাড়া শুনাইতে চাহিত পাতসাহ তাহা শুনিতেন না, বলিতেন "উহ৷ মিয়াকা রাগ" অর্থাৎ কানাড়া রাগিণী কেবল তানসেনই গাইবেন, অন্য কেহ এই দরবারে কানাড়া রাগিণী আলাপ করিতে পাইবেন না।

---

(১৮) নায়ক গোপালের বংশসম্ভূত স্ত্রীলোকটীর নাম পাওয়া যায় না, তবে এই স্ত্রীলোকটীই নায়ক গোপালের বংশের শেষ নিদর্শন। তানসেন বহু অনুসন্ধানে ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তানসেনের সহিত যখন এই স্ত্রীলোকটীর সাক্ষাৎ হয় তখন তানসেন তাঁহার নিকট একখানি গীত যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। নায়ক গোপাল ছয় রাগেই সিদ্ধ ছিলেন। এই স্ত্রীলোকটী তন্মধ্যে কেবল ভৈঁরো রাগটীতে সিদ্ধা ছিলেন। এজন্য তিনি তানসেনকে বলিয়াছিলেন যে, আমার কাছে কেবল একটীমাত্র রাগ আছে। যদি তুমি তাহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে সেইরূপ কার্য্য কর। এই কথা বলিয়া তিনি তানসেনকে ভৈরোঁ রাগের মন্ত্র দিলেন, ভৈরোঁরাগের মন্ত্র এই, "ওঁ ঐঁ ভৈরবায় স্বাহা"। যথা—

প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য বাগ্‌ভবং তদনন্তরং।
ভৈরবায়েতি বৈ পশ্চাৎ স্বাহান্তোঽয়ং মহামনুঃ॥ ১৩॥
অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বাশাপরিপূরকঃ।
পুরশ্চরণমেতস্য লক্ষমেকং সমীরিতং॥ ১৪॥

আকবর সাহা তানসেনকে অতিশয় সমাদর করিতেন দেখিয়া অন্যান্য গায়কেরা ঈর্ষাবশত তানসেনকে নষ্ট করিবার জন্য পরামর্শ করিয়া পাতসাহকে বলিলেন "খোদাবন্দ্! মিয়া তানসেন দীপক রাগ ভাল করিয়া আলাপ করিতে পারেন, আপনার অনুমতি হইলে আমরা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই। পাতসাহ উহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তানসেনকে দীপক রাগ শ্রবণ করাইতে আদেশ করিলেন। মিয়া তানসেন বলিলেন "দীপক রাগ গাইলে আমি নষ্ট হইব। যদি আমাকে নষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকে তবে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহাই হইবে।" পাতসাহ বলিলেন "না আমি তোমাকে নষ্ট করিবার জন্য দীপক গাইতে বলিতেছি না, তবে আমার কৌতূহল হইয়াছে যে, দীপক রাগ শুনিব। তুমি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা একার্য্য সম্পূর্ণ হইবে না অতএব তুমি আমাকে দীপক রাগ শুনাও।" পাতসাহের এরূপ যেদ্ দেখিয়া তানসেন অনেক বিবেচনা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, যখনই হউক নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, জগৎপূজ্য আকবর পাতসাহের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে চিরকাল কলঙ্ক থাকিবে, তদপেক্ষা প্রাণ দেওয়া ভাল। তিনি আরও বুঝিলেন যে, রোগে যন্ত্রণা ভোগাপেক্ষা ব্রহ্মজ্যোতির ও স্বরব্রহ্মের সহিত যদি আমার প্রাণ বাহির হয় তদপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। এই

ব্রহ্মণানুষ্ঠিতো মন্ত্রঃ সাক্ষাৎকামদুঘোপমঃ।
বিধাত্রে শম্ভুনা দত্তঃ পুরা কৈলাসপর্ব্বতে ॥ ১৫ ॥
১৭অ, গন্ধর্ব্বরহস্য।

এই মন্ত্র দিয়া সাধন জন্য এই গানটী দিয়াছিলেন। যথা—

রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—গাওরে গাও গুণী প্রথম ভৈরব খরজ সুর রাগ।

অন্তরা—তুজে সুরকণ্ঠ কোমল অতি শোচ সমঝ লেহোঁ নিষাদ ধৈবত পঞ্চম মধ্যম গান্ধার ঋষভ সাধ লাগ॥

সঞ্চারী—সা ম গ সা সা গম গসা, সা ধ প ম গ সা সা নিধ মগসা, সানি ধনিনিধ পধধপ মপপম গমমগ সা সানিধ নিধ পধপ মপম গমগ রেগারে সা।

আভোগ—সঙ্গীতরত্নাকর মতসোঁ লেহো সুধরে বাকবাণী সা রাগ রঙ্গ লেহো মাঙ্গ॥

ভাবিয়া তিনি দীপক রাগ আলাপ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, "এক্ষণে আমার শরীর অপটু আছে, ১৫ দিবস পরে গান করিব," পাতসাহ তাহাই মঞ্জুর করিলেন।

এদিকে তানসেন আপনার সমূহ বিপদ্ বিবেচনা করিয়া আপনার কন্যাকে ও আর আর সমস্ত পরিবারবর্গকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তানসেন আপনার জীবন রক্ষার্থে আপনার কন্যা সরস্বতীকে (মুসলমানী নাম অজ্ঞাত) মেঘরাগের উপদেশ দিলেন এবং হরিদাস স্বামীর এক শিষ্যা রূপবতীকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। রূপবতী যে কাহার পত্নী ছিলেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া গেল না। রূপমতী নাম্নী একটী কন্যা বাজবাহাদুরের পত্নী ছিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট গাইকা ছিলেন বটে কিন্তু তিনি হরিদাস স্বামীর শিষ্যা ছিলেন কি না, তাহা ঠিক পাওয়া গেল না। যাহা হউক তানসেন আপনার জীবন রক্ষার্থ এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দীপক রাগ গাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আকবর বাদসা দশ হাজার লোক ধরিতে পারে এরূপ এক সভা আহ্বান করিলেন। তানসেন দীপক রাগ গাইবেন, না জানি কি ঘটনা হইবে, এইরূপ এক মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। অমুক দিন তানসেন দীপক রাগ গাইবেন, একথা দিল্লীনগরের ঘর ঘর আন্দোলন হইতে লাগিল। দিল্লী হইতে ২।৩ দিবসের পথ হইতে লোক সকল আসিয়া জমায়ত হইতে লাগিল। হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। যে দিবস গাওনা হইবে সেই দিবস প্রাতে রূপবতী ও সরস্বতী দুইজনে মেঘরাগের যজ্ঞ করিলেন এবং তানসেন দীপক রাগের যজ্ঞ করিয়া গাইবার জন্য রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। মহা রৈ রৈ কাণ্ড পড়িয়া গেল। বহুদিগ্দেশ হইতে রাজগণ, রাজ-অনুচরগণ ও প্রজাগণ দলে দলে আসিয়া ঐ সভায় প্রবেশ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। ইহা ব্যতীত সভার বহির্দ্দেশে ২০।৩০ হাজার লোক একত্র সমবেত হইল। ঠিক দুই প্রহরের সময় সভার চতুর্দ্দিকে বাতী দেওয়া হইল। আকবর বাদসা সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন, তখন তানসেন সমস্ত রাজগণকে ও বাদসাকে বলিলেন "এই সকল বাতী জ্বলিয়া উঠিবামাত্র গাওনা বন্ধ করিব' আপনারা আমাকে এই অনুমতি দিন" আকবর বাদসা ও অন্যান্য রাজগণ সকলেই সেইরূপ অনুমতি দিলেন। তখন তানসেন সকলকে সেলাম করিয়া সূর্য্যদেবের ধ্যান করিলেন এবং নমস্কার করিয়া তানপূরা হস্তে লইলেন। তানসেনের গান আরম্ভ হইল।

এদিকে রূপবতী ও সরস্বতী আপন গৃহে মেঘরাগের অর্চ্চনা সমাপন করিয়া দুইজনে তানপূরা ধরিলেন। এদিকে যেমন তানসেনের গান আরম্ভ হইল, ওদিকে তেমনি দুইজনে মেঘরাগের আলাপ করিতে লাগিলেন। আকবর পাতসাহ ইঙ্গিত করিবামাত্র তানসেন গাইতে আরম্ভ করিলেন যথা—

রাগ দীপক—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—রতনজড়িত কনক থার তামে শোওহে দীপমাল।
অন্তরা—অগুরুচন্দন কপোলন অতি সুগন্ধ॥
সঞ্চারী—ঘনন ঘনন ঘণ্টা বাজে করে লিন কনক থার।
আভোগ—আরতি সাজে সকল ব্রজ কি নার॥

এই প্রথম গীত গাইবামাত্র সভাস্থ লোক সকলের গর্ম্মী বোধ হইতে লাগিল। তানসেন ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইলেন। তৎপরে দ্বিতীয় গীত আরম্ভ করিলেন, যথা—

রাগ দীপক—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—জপো মঙ্গলা দয়ালকো ব্যাপার লাগাবৈ।
অন্তরা—যাচনা কি কল্পবৃক্ষ মোহ তুম বনাবৈ॥
সঞ্চারী—তারিণীকো রূপ বহু সুখধাম পাবৈ।
আভোগ—তানসেন সেবক ক্ষিতিপাল তু অন্য না কহাবৈ॥

এই গান গাইবামাত্র তানসেনের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আসিল। তানসেন নরায় গাইলেন—

রাগ দীপক—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—শ্রীজু ভজো অধীর চেতো যো জগ তপাবৈ।
অন্তরা—করুণাসিন্ধু অংধ লচ্ছমী তু গাবৈ॥
সঞ্চারী—বন্দনাকে পন্থ মনহি ক্ষিতিপাল লাবৈ।
আভোগ—সেবৈ তু অম্বাচরণ কালকো সতাবৈ॥

এই গান গাইবামাত্র তানসেনের গাত্রদাহ আরম্ভ হইল সভাস্থ সমস্ত লোক তে অস্থির হইয়া উঠিল। তখন তানসেন পুনরায় গাইলেন—

রাগ দীপক—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—রবিজ রম্যো জগৎ জগমগাত জগৎ জ্যোত ওত
প্রোত ভূতল নভ লোগ তেজ তমকে ছায়ওরি।
অন্তরা—দ্বাদশ রবি অনল অনীল উনপঞ্চাশ রূপ ধরে
উনপঞ্চাশ কোট তান মধ্যে দরশায়ওরি॥
সঞ্চারী—ভূব জল স্থল নভো আকাশ চহুঁ দিশ ছায়ও
প্রকাশ ক্রোধ কর শঙ্কর ত্রিশূলকুঁ উঠায়ওরি।
আভোগ—তানসেন কালকো করাল মুখ খুলন লাগো তাণ্ডব
কর শঙ্করনে দীপক সুখ গায়ওরি॥

তানসেন।

এই গান গাইবামাত্র সভার চতুর্দ্দিকে আগুণ লাগিয়া গেল। বাতি সকল জ্বলিয়া উঠিল। রাজাগণ প্রজগণ ওমরাওগণ এবং অন্যান্য সমস্ত লোক আপন আপন আসন পরিত্যাগ করিয়া পুড়িয়া যাইবার ভয়ে পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হৈ হৈ শব্দ উত্থিত হইল। পরিশেষে এরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল যে কে কোন্ দিক্ দিয়া পলায়ন করিবে এবং কে কার ঘাড়ে পড়ে তাহার ঠিকানা নাই, সকলেই আপন আপন প্রাণ লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই অবসরে তানসেন অর্দ্ধদগ্ধ মত হইয়া পলায়ন করিলেন। সভাভঙ্গ হইয়া গেল। আর কেহ কাহারও খোঁজ রাখিতে পারিল না, যাহার যেদিকে ইচ্ছা পলায়ন করিতে লাগিল।

এদিকে তানসেন-কন্যা সরস্বতী ও হরিদাস স্বামীর শিষ্যা রূপবতী মেঘরাগ আলাপ করিতেছিলেন। সহসা অর্দ্ধদগ্ধ কলেবরবিশিষ্ট তানসেনকে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া রূপবতী গাইলেন, যথা—

রাগ মেঘ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—উমড় ঘুমড় ঘোর ঘোর সোর করত বরখত প্রবল
ধার পানী।
অন্তরা—দাতুর ধ্বনি করত সোর বোলত বন চাতক মোর
পপৈয়া কি ঠের শুনি জিয়ে ডরানী॥

সঞ্চারী—ঘিরি ঘিরি ঘনশ্যাম শ্বেত তরুণ অরুণ বিবিধ বরণ
নভোপথ হুকার করত লক্ষ ল জানে।
আভোগ—রূপবতী গুণসাগর নাগর নট গত এহি চানী॥

রূপবতী।

রূপবতীর গানে চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্যদেবকে আবরণ করিয়া ফেলিল, দিল্লীনগর একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সন্ সন্ শব্দে প্রবল বায়ু বহমান হইয়া দিঙ্মণ্ডল ত্রাসিত করিয়া তুলিল, অনবরত বিদ্যুল্লতা প্রকাশিত হইয়া সমস্ত লোকদিগকে চমকিত করিতে লাগিল, বজ্রপাতের কড় কড় শব্দে সকলের কর্ণ বধির হইয়া গেল, এরূপ ভয়ানক মেঘ ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রায়ই দেখা যায় না। যখন এইরূপ ঘনঘটায় দিল্লীনগর একেবারে ঘোর হইয়া আসিল, তখন সরস্বতী গাইলেন, যথা—

রাগ মেঘ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আহিরী মাহিরী আই ঋতু পাওষকি, লায়ে
সোহায়ে মাহিরী বরণ বরণ বাদর শীতল বুঁদ পবন
পুরবাঁই। অন্তরা—কালে ঘটা আওর পন্থ বগ
পন্থে বগ দন্তে হরিবিনা ছোড়তা লরজ লরজ মাহিরী॥
সঞ্চারী—একতো চাত্রকো মৌর সোর করণ লাগি
চঁহুত্তর দাদুরী ধূমি ঠাওর ঠাওর, দামিন্ দমকি ডর
পাঁই। আভোগ—উঝকি ঝিঝিকি শিশিকি সিমিটি
লপাঠতে ত্রিয়া পিয়াকি অঙ্গ, তেঁও তেঁও প্রাণ প্যারা
প্যার করত হরত কাম তাহিরী মাহিরী॥

সরস্বতী এই গান গাইবা মাত্র মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, তানসেন গাত্র দাহ প্রযুক্ত সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিলেন। বৃষ্টি ধরিয়া গেলে তানসেনের দাহ শান্তি হইল। তানসেন ইহার পর একমাসকাল আকবর বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই কারণ, শরীর অপটু ছিল।

আকবর সাহা এই একমাস কাল তানসেনের সঙ্গ রহিত হওয়াতে দিন কতকের জন্য মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন। সিন্ধু রাজ্যের মহা জঙ্গল মধ্যে

প্রবেশ পূর্ব্বক শীকারে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর অপরাহ্নে আপন তাম্বুতে ফিরিয়া আসিবার সময় অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে জঙ্গল পার হইয়া এক উদ্যান পরিবেষ্টিত দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। ঐ উদ্যান মধ্যে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ছিল। পাতসাহের সরঞ্জামী লোক সকল জল আনয়ন জন্য সেই উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। উদ্যানরক্ষক জিজ্ঞাসা করিল "আপনারা কে এবং কি জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছেন" লোক সকল বলিল—"পাতসাহ আকবর সাহা মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন। পথিমধ্যে পিপাসায় কাতর হওয়াতে জল অন্বেষণার্থে এই উদ্যানে আসিয়াছি" উদ্যানরক্ষক আর কিছু বলিল না। লোক সকল যথেচ্ছা জল পান করিল এবং পাতসাহের জন্য পানীয় জল লইয়া আসিল। ঐ উদ্যান মধ্যে যে শিব মন্দির ছিল, তন্মধ্যে এক সাধু পূজা করিতেছিলেন। ঐ সাধু বীণাবাদন কার্য্যে একজন অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার বীণাযন্ত্রটী মন্দিরের দ্বারদেশে স্থাপন করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে বসিয়া পূজা করিতেছিলেন। যে সময় আকবর পাতসাহের জন্য জল আনয়ন করা হয়, ঐ সময় কয়েক জন লোক ঐ বীণাযন্ত্রটী দেখিয়া পাতসাহকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। পাতসাহ বীণাযন্ত্রের নাম শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্য ঐ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু পূজান্তে মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পাতসাহের পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। তখন আকবর পাতসাহ সাধুকে বীণ বাজাইতে অনুরোধ করিলেন। সম্রাট্ আকবর সাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সাধু বীণ যন্ত্রে পূরবী আলাপ করিলেন। পাতসাহ বীণ শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং এ সময়ে তানসেন উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া পাতসাহ সাধুকে দিল্লী লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি সাধুকে বলিলেন "আপনি সন্ন্যাসী, কোন স্থানান্তরে যাইবার কি আপনার কোন বাধা আছে"? সাধু বলিলেন—"আমি ফকীর মানুষ, আমার আর বাধা কি? তবে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছি, সহরের দিকে যাইতে আর রুচি হয় না, এই জঙ্গলের ধারে আমি অতিশয় আনন্দে আছি, কোন কোলাহল নাই, কোন উপদ্রব নাই। আপনার পরিপাটী শাসনে নিরুদ্বেগে এইস্থানে বাস করিতেছি। ইচ্ছা হইলে সময়ে সময়ে তীর্থ পর্য্যটনও করিয়া থাকি, আপনি আমায় লইয়া যাইতে চাহিতেছেন বটে কিন্তু যাইয়া কি করিব, আমার কোন রূপ ঐশ্বর্য্যে প্রবৃত্তি নাই কারণ, অতুল ঐশ্বর্য্য খুয়াইয়াছি।" আকবর পাত-

সাহ এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরূপে অতুল ঐশ্বর্য্য খুয়াইলেন ?" সাধু বলিলেন—"সে কথায় আর আবশ্যক কি ? সে কথা উত্তোলন করিলে কেবল নির্ব্বাপিত দুঃখানল প্রজ্বলিত করা হইবে এবং আপনি হয়ত দুঃখিত না হইয়া কুপিত হইবেন। সেইজন্য সে সকল কথা তুলিবার আর প্রয়োজন দেখা যায় না।" পাতসাহ এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ব্যগ্র হইলেন এবং কি বিষয় ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অধিকতর কৌতূহল জন্মিল। পাতসাহ বলিলেন "যদি আমার কোপোদ্ভবের কারণ হয় তাহা আমি ক্ষমা করিব, অতএব কি ঘটনা হইয়াছিল বলুন।" তখন সাধু নির্ভীক চিত্তে বলিতে লাগিলেন যে,—"আমার নাম মিশরি সীং। আমি—আজমীরের সন্নিকট কিষণ-গড়ের ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব মহারাজ সমুখন সিংহের পুত্র। যখন আমার পিতা যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন, তখন হইতেই আমি সন্ন্যাসী। যখন রাজ্য পদ সকলই গেল তখন আর সংসারে থাকা প্রয়োজন বোধ করিলাম না। সংসারের দারুণ যন্ত্রণা ভোগাপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রম সহস্র গুণে সুখপ্রদ। আমি এক্ষণে পরমানন্দে আছি সুতরাং আপনার সঙ্গে যাইবার বাঞ্ছা করি না।"

আকবর সাহা এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া (মিশরি সিংহকে) সাধুকে বলিলেন,—"আর তোমার সন্ন্যাস ধর্ম্মে প্রয়োজন নাই, তুমি রাজকোষ হইতে মাসিক ২০০০ দুই সহস্র মুদ্রা খরচ করিতে পারিবে। কোন কার্য্যের ভার তোমাকে অর্পণ করিব না, কেবল আবশ্যক হইলে বীণাবাদন করিবে মাত্র।" সাধু ভাবিলেন, যে যদি অমত করি, তাহা হইলে পাতসাহের যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন সুতরাং অমান্য করিয়া বিপদ গ্রস্ত হইবার আবশ্যক কি ? এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, যদি আপনার একান্ত অভিপ্রায় হয় তবে যাইব। তখন আকবর পাতসাহ মিশরি সিং সাধুকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। ইত্যবসরে তানসেন বিলক্ষণ সুস্থ হইয়াছিলেন। তানসেন শুনিলেন যে, একজন উৎকৃষ্ট বীণাবাদক পাতসাহের সঙ্গে আসিয়াছেন। পাতসাহ মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তানসেনের সংবাদ লইলেন এবং বীণা যন্ত্র শুনিবার জন্য এক সভা করিলেন। তানসেন এই সভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন এবং অন্যান্য গায়ক গুণীলোক সকলও ছিল। এই সভার অধিবেশন হইলে সকলেই মিশরি সিংহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। মিশরি সিং সংগীত বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন, তৎকালে তাঁহার মত বীণাবাদক আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। তিনি আকবর

পাতসাহের সঙ্গীতসভার একজন প্রধান গুণী বলিয়া গণ্য হইলেন। মিয়া তানসেন যে সকল ধ্রুপদ রচনা করিয়া গান করিতেন, মিশরি সিং তাহা বীণাযন্ত্রে ঠিক সেই মত গীত বাজাইয়া দিতেন। মিয়া তানসেন কিছুতেই মিশরি সিংহকে হঠাইতে পারেন নাই। তানসেন মিশরি সিংকে কিছুতে পরাস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে এরূপ এক ধ্রুপদ রচনা করিলেন যে তাহা বীণাযন্ত্রে আসিল না। মিশরি সিং ইহাতে অপমান বোধ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন যে আমাকে ঠকাইবার জন্য তোমার এই রচনা হইয়াছে। এইরূপে দুই এক কথায় তানসেনের সহিত মিশরিসিংহের বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। মিশরিসিংহ জাতিতে ক্ষত্রিয়, ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কক্ষস্থিত তলবার নিষ্কোষিত করিয়া তানসেনের শিরোদেশে আঘাত করিলেন। তানসেন এই আঘাতে রক্তাক্তকলেবর হইয়া সংজ্ঞাহীন হইলেন। মিশরিসিং সেই তলবার হস্তে পলায়ন করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন।

এই আঘাত হইতে আরোগ্য লাভ করিতে তানসেনের ছয়মাস সময় লাগিয়াছিল। মিশরিসিং পলায়ন করিয়া পূর্ব্বমত বনে জঙ্গলে বেড়াইতে লাগিলেন। তিন বৎসর অতীত হইলে, আকবর পাতসাহের উজীর নবাব খানখানার সহিত মিশরিসিংহের সাক্ষাৎ হইল। উজীর তাঁহাকে অভয় দান করিয়া আপন বাটীতে লইয়া আসিলেন। পরে পাতসাহকে বলিলেন যে,— "মিশরিসিংহকে পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে আমার আশ্রয়ে আছে। হজুরের যদি আদেশ হয় তাহা হইলে তাহাকে দরবারে আনয়ন করি।" পাতসাহ মিশরিসিংহের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অবশ্য পুলকিত হইলেন; কারণ, তৎকালীন এরূপ বীণাবাদক আর কেহ ছিল না; কিন্তু কি করিবেন, মিশরিসিং দণ্ডার্হ, দোষীকে দণ্ড দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সুতরাং পাতসাহ উজীরকে বলিলেন,—"একথা এক্ষণে প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই কারণ, তানসেন জানিতে পারিলে উহার নামে অভিযোগ আনয়ন করিবে। তাহা হইলেই আমাকে দণ্ডবিধান করিতে হইবে। এক্ষণে এরূপ কোন উপায় স্থির কর যাহাতে মিয়া তানসেন উহার উপর ক্রোধ পরিত্যাগ করে।" পাতসাহের এই মন্তব্য বিষয় জ্ঞাত হইয়া উজীর পরস্পরের সম্মীলনের উপায় চিন্তনে মগ্ন হইলেন। অবশেষে এই স্থির করিলেন যে, কোনরূপে তানসেনকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া উত্তরের

মিলন করাইতে হইবে। এই স্থির করিয়া রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে, তাঁহার বাটীতে এক সুযোগ্য স্ত্রীলোক বীণাকার আসিয়াছে। লোক পরম্পরায় তানসেন শুনিলেন যে, মন্ত্রীর বাটীতে এক স্ত্রীলোক বীণাকার আসিয়াছে। তখন তানসেন তাহার বাজনা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাহাকে দরবারে আনিবার নিমিত্ত পাতসাহের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। উজীর পাতসাহের সমক্ষে বলিলেন যে সে স্ত্রীলোক, পরদানবীস, সে কিরূপে দরবারে আসিবে। যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে একার্য্য হইতে পারে। এই কথায় অগত্যা সকলে স্বীকৃত হইলেন। দিনস্থির হইল। পাতসাহ আকবর সাহা, মিয়া তানসেন ও অন্যান্য গায়কগণ সকলেই উজীরের বাটীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইলেন। উজীর সাহেব মিশরি সিংহকে স্ত্রীবেশ করাইয়া আসরে পরদামধ্যে নিয়োজিত করিলেন। বীণাবাদন আরম্ভ হইল। সকলেই একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলেন। তানসেন বলিলেন যে "এ আওরৎ নেহি হায়! এ হামারা চোট্টা হায়" অর্থাৎ এ ব্যক্তি মিশরিসিং, যে আমাকে মারিয়াছিল। উজীর একথা শুনিয়া বলিলেন "কভি নেহি, এ আওরৎ হায়" "আপ মিশরিসিংকা কসুর মাপ করদেও তো পরদা উঠায়কে দেখলায়ে দেয়ে।" এই সময় পাতসাহ আকবর সাহা বলিলেন যে,—"তানসেন! তোম মিশরিসিংকা জোড়া লা দেও তো ইনকো পরদান হাম লে লেয়।" তানসেন বলিলেন,—"যব হজুরকে দীল এয়সাই হোয়া তো হামারা গোষাসে কেয়া কাম হামবি মাপ কর দিয়া।" তানসেন এই কথা বলিলে উজীর পরদা উত্তোলন পূর্ব্বক স্ত্রীবেশধারী মিশরিসিংকে বাহিরে আনিলেন এবং তানসেনের সহিত মিলন করাইলেন। আকবর পাতসাহ বলিলেন যে,—"এ মিল পাক্কা নেহি হুয়া, তোমারা বেটীকো ইনকো সাদী দেকর ইন্‌কো দামাদ করলেও, আপবি হিন্দু থে, এ মিশরিসিং হিন্দু হায়, আপবি গুণী হায়, এ মিশরিসিং বি গুণী হায়। তোমারা বেটীকাওয়াস্তে ইন্‌কো বরাবর বরাৎ আওর কাঁহা মিলেগা। তোম ইন্‌কো দামাদ করলেও।" পাতসাহের এই কথাতে তানসেন সম্মত হইলেন এবং আপনার কন্যা সরস্বতীকে মিশরিসিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই সময় হইতে মিশরি-সিংহের নাম নবাৎ খাঁ হইল। মিশরি অর্থে নবাৎ এবং সিংহ অর্থে খাঁ (১৯)।

---

(১৯) নবাৎ খাঁর দুই পুত্র—শের খাঁ ও হাঁসান খাঁ। দুই পুত্রই

তানসেন একাকী ছিলেন, তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব কেহ ছিল না। এক্ষণে নবাৎ খাঁ তাঁহার আত্মীয় হইল। তানসেন চারিটী পুত্র ও একটী কন্যা লইয়া এতদিনে রীতিমত সংসারী হইলেন। তানসেন পুত্রচারিটীকে আকবর পাতসাহের দরবারে প্রবেশ করাইবার জন্য উত্তম রূপে সংগীত শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং প্রায়ই বাদসাহকে বলিতেন যে, আমার পুত্র চতুষ্টয়কে আপনার পুত্রের ন্যায় দেখিবেন। আমার পরলোক হইলে যেন উহারা আপনার নিকট একমুষ্টি অন্ন প্রাপ্ত হয়। তানসেন আকবর পাতসাহের নিকট হইতে মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা বৃত্তি পাইতেন। ইহা ব্যতীত সময়ে সময়ে অন্যান্য পারিতোষিকী প্রাপ্ত হইতেন। তানসেন বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পাতসাহের দরবারে থাকিয়া প্রায় এককোটি টাকার সমাবেশ করিয়াছিলেন। যখন তানসেনের বয়ঃক্রম প্রায় ৭৫।৭৬ বৎসর হইয়াছিল তখন

জাহাঙ্গীর পাতসাহের বীণাকর ছিলেন। শের খাঁর পুত্র হয় নাই, হাঁসান খাঁর দুই পুত্র গোলাব খাঁ ও হোসেন খাঁ। দুইভ্রাতা সাজাহাঁ বাদসার দরবারে ছিলেন। গোলাব খাঁর এক পুত্র খোসহাল খাঁ এবং হোসেন খাঁর এক পুত্র বাজিৎ খাঁ। এই দুই ভ্রাতা পাতসাহ সাজাহানের পরে আরঙ্গজেব বাদসার গায়ক ও বীণাকার ছিলেন। খোসহাল খাঁ অপুত্রক এবং বাজিৎ খাঁর এক পুত্র নাজার খেসাল খাঁ। ইনি বাহাদুর সার গায়ক এবং বীণবাদক ছিলেন। খেসাল খাঁর পুত্র লাল খাঁ। ইনি ফেরোকসার দরবারে ছিলেন। লাল খাঁর পুত্র নিয়ামৎ খাঁ। ইনি মহম্মদ সার গায়ক ছিলেন। ইহাঁর উপাধি সা সদারঙ্গ ছিল। নিয়ামৎ খাঁ সা সদারঙ্গের দুই পুত্র, ফেরোজ খাঁ ও ভূপৎ খাঁ। মাহম্মদ সা পাতসাহের দরবারে দুই ভাই থাকিতেন। ফেরোজ খাঁ আদারঙ্গ খেতাব পাইয়াছিলেন। আদারঙ্গ নিঃসন্তান ছিলেন। ভূপৎখাঁর দুইপুত্র জীবনসা ও প্যারখাঁর অংলীকটু। প্যারখাঁর সন্তান ছিল না জীবনসার তিনপুত্র ছোট নবাৎখাঁ, নির্ম্মল সা ও আসৎখাঁ। ছোট নবাৎখাঁর একপুত্র ওমরাওখাঁ। নির্ম্মলসার একপুত্রী ওমরাওখাঁর সহিত বিবাহ হয়। আসৎখাঁর একপুত্র মহম্মদআলীখাঁ, ইনি নিঃসন্তান। ওমরাওখাঁর দুইপুত্র আমীরখাঁ ও রহিমখাঁ। রহিমখাঁ নিঃসন্তান। আমির খাঁর দুই পুত্র মহম্মদ উজীর খাঁ ও ফৈদাদালী খাঁ ইঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ২০ বৎসর। মহম্মদ উজীর খাঁর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৩৬।৩৭ বৎসর। ইঁহার একপুত্র নাজীর খাঁ বয়ঃক্রম ১০ বৎসর

তিনি পুত্রচতুষ্টয়কে বলিলেন যে,—"তোমরা কিরূপ সংগীতশিক্ষা করিয়াছ তাহা জ্ঞাপনার্থ আকবর বাদসার নামে গীত প্রস্তুত করিয়া আন এবং আমাকে শুনাও। কারণ পাতসাহের সম্মুখে তোমাদিগকে গাইতে হইবে। পাতসাহ তোমাদিগকে, আপন সংগীতসভায় গায়ক নিযুক্ত করিবেন।" পিতার আজ্ঞানুসারে জ্যেষ্ঠ শরতসেন, মধ্যম সুরতসেন, তৃতীয় তরঙ্গসেন এবং কনিষ্ঠ বিলাস খাঁ এই চারিজন চারিটী গান প্রস্তুত করিলেন। এবং পিতার সম্মুখে গান করিয়া শুনাইলেন। যে সকল স্থান শ্রীহীন হইয়াছিল, তানসেন সেই সকল স্থান পরিপাটী করিয়া দিলেন। চারিজনে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া পাতসাহকে গান শুনাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে তানসেন পাতসাহের মন্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। পাতসাহ তানসেনের অভিপ্রায় বুঝিয়া আপন দরবারে পুত্রদিগকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তানসেনের পুত্রগণ সরকারে বাহাল হইবে এবং তানসেন অবসর লইবেন। এই কথা গাওয়া গুণী মহলে আন্দোলন হইতে লাগিল। নির্দ্ধারিত দিবসে তানসেন প্রাতঃকালে পুত্র চারিটীকে সঙ্গে লইয়া দরবারে উপস্থিত হইয়া পাতসাহকে আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন যে,—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার শক্তির হ্রাস হইয়াছে অতএব আমাকে অবসর দিয়া এই পুত্র চারিটীকে অন্নদান করিতে আজ্ঞা হয়।" আকবর বাদসা বলিলেন,—"আচ্ছা তানসেন! তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক।" তখন তানসেন পুত্রদিগকে বলিলেন,—"তবে তোমরা এইবার পাতসাহকে গান শুনাও।" প্রথমে শরতসেন গান আরম্ভ করিলেন যথা—

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—তকত বৈঠো মহাবলী ঈশ্বর হোয়ে অবতার।
অন্তরা—দেশ দেশকে সেবা করতেহৈঁ বক্‌সত কাঞ্চন থার॥
সঞ্চারী—যোই আবত সোই ফল পাবত মন ইচ্ছা পূরণ আধার।
আভোগ—শরতসেন কহে সাহ জিলাল উদ্দীন আকবর, গুণীজননকে কাজ করনেকোঁ কিয়ো কর তার॥

শরতসেন।

শরতসেনের গান শুনিয়া সমস্ত গুণীলোক ও আকবর পাতসা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সুরতসেনকে গান করিতে আজ্ঞা দিলেন। সুরতসেন গাইলেন যথা—

রাগিণী আশাবরী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—দিল্লীপতি নরেন্দ্র আকবর সাহ জাঁক ডরে ডরে
ধরণী পাওয়নি হেলতহে হেলায়ে।
অন্তরা—দিল সাহে মহিমা গাওরে পারকোঁ যাঁহা গুণী-
জন বিদ্যা তাঁহা কিও আর॥
সঞ্চারী—নাদ বিদ্যা গাওয়ে গুণী শুনি আইলা মেদিনীয়া
তোঁহি প্রতাপ শুনি আয়য়ে হো।
আভোগ—কহত সুরত চীরঞ্জীবী রহো সাহ আকবর
মোবারক রহে তোমারো রাজ॥

সুরতসেন।

সুরতসেনের গানে সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়াছিলেন তৎপরে তানসেন তরঙ্গসেনকে গান করিতে বলিলেন। তরঙ্গসেন গাইলেন যথা—

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী—যব চলত চতুরঙ্গ দলে সাজে আকবর প্রবল
প্রতাপে থরথরায়ে মেদিনী ভার সহত নাহি
শেষ।
অন্তরা—হলাহল উগারত দিকপাল ভাগল খল ভলিত
সংসার চক্রে ভব চক্রিত॥
সঞ্চারী—ঝাঁকে বেতে ভুবপাল বিশাল আগে আবতে
ঝঝঝমতা গজমুকুতা তুরঙ্গ উরঝে।
আভোগ—কহত তরঙ্গসেন, আগে বাঢ়ে আকবর,
উঁরসেমে ভাগ গেও, লঙ্কা তেজি লঙ্কেশ॥

তরঙ্গসেন।

তরঙ্গসেনের গান শ্রবণ করিয়া আকবর বাদসা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তানসেন বিলাস খাঁকে গাইতে বলিলেন। বিলাস খাঁ গাইলেন যথা—

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—রাজতকতে বৈঠে ধুরপদ বাদসা সপ্ত সুর কর
পোষাক অচ্ছর মুকুতা তাল বুঁদ পহনু হার।
অন্তরা—শ্রুতি মুকুট পরেহেঁ শিরে, লয়দণ্ড করেহেঁ
করে, সুরহোয়ে জীবপায়ে লাগ ডাঁট চৌপদার॥
সঞ্চারী—হুকুম করত তিনগ্রাম, একইশ মুরছনা উন-
পঞ্চাশ কোট তান চাঁওর করত নিকেশ কর
নেহার।
আভোগ—ধারু ধুয়া প্রবন্ধ ছন্দ, দেশ দেশনকে সুবা
শোহে, খেয়াল তেলেনা কোতয়াল, এয়সি
শোভা সুঘর সাজে কহে বিলাস নাদবিদ্যা
ছায়ে দেখো আকবর॥

বিলাস খাঁ।

বিলাস খাঁর গানে প্রকৃত পক্ষে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন কারণ এরূপ গান কেহ কখনও শুনেন নাই। আকবর বাদসা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে গায়ক গুণীলোকদিগের প্রশংসাধ্বনিতে যেন দরবার নৃত্য করিতে লাগিল। পাতসাহ বলিলেন,—"তানসেন! তোমার এই পুত্রই তোমার নাম বজায় রাখিবে" তানসেন হস্ত উঠাইয়া বাদসাহকে সেলাম করিলেন। তখন আকবর সাহা চারিটী পুত্রকে মাসিক ৫০০৲ টাকা করিয়া প্রত্যেকের বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া আপন সংগীতসভার গায়ক রূপে নিযুক্ত করিলেন। উপস্থিত উৎসাহ দিবার নিমিত্ত চারি পুত্রকে চারি সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিলেন এবং তানসেনকে বলিলেন,—"তুমি ঘরে বসিয়া আনন্দে দিন যাপন কর, প্রতিমাসে তোমার গুজরানের নিমিত্ত রাজকোষ হইতে পাঁচশত টাকা দেওয়া হইবে।"

তানসেন আকবর পাতসাহের অনুগ্রহে পুলকিত হইয়া গান গাই-লেন, যথা—

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—শুভ নখত তকত বৈঠো রাজত ছাজত হৈ সব
মুলুক খলক যে বিধ না কিয়ে সব ছত্র ধরে তে
সব লাগে সব সেবা করণ।
অন্তরা—ধন ধন চক্রব্রত নারশ আকবর দুঃখ হরণ তান-
সৈন এসো সুরো পুরো নর নরেন্দ্র নরণ॥

তানসেন।

তানসেন এই গান গাইয়া পাতসাহকে অভিবাদন করিলেন। পাতসাহ বলিলেন—"তানসেন! তুমি আমাকে যেমন সন্তুষ্ট রাখিয়াছ বৃদ্ধ বয়সে তুমিও আর বাটী হইতে বাহির না হইয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হও"। তানসেন তখন পাতসাহকে সেলাম করিয়া পুত্রগণ সমভিব্যাহারে বিদায় হইলেন। তানসেন বিদায় হইলেন বটে কিন্তু আবশ্যক মতে পাতসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং সময়ে সময়ে আকবর পাতসাহও তানসেনের বাটীতে যাইয়া তত্ত্ব লইতেন। এইরূপ কিছুদিন যাতায়াতের পর তানসেন ক্রমে অথর্ব্ব হইয়া পড়িলেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় জরাগ্রস্ত হইয়া দীর্ঘকাল কষ্টভোগ হওয়াতে আকবর পাতসাহ তানসেনকে লইয়া আগরা যাত্রা করিলেন। তথায় কএক মাস থাকিয়া কিছুই আরোগ্য লাভের আশা হইল না। তখন তানসেন আর আগরায় থাকিতে চাহিলেন না। গোয়ালিয়ার যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা এত মন্দ হইরাছিল যে, গোয়ালিয়ার যাইতে গেলে হয়ত পথেই মারা যাইবার সম্ভাবনা। হাকীম লোক এজন্য এ কথায় অনুমোদন করিলেন না। তানসেন তথাপি যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তানসেনের পুত্রেরা এইরূপ খেদ দেখিয়া পাতসাহকে সংবাদ দিলেন। পাতসাহ সংবাদ পাইয়া তানসেনকে দেখিতে আসিলেন। তানসেন আকবর পাতসাহকে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন—"খোদাবন্দ আর কি দেখিতেছেন, আমার অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমাকে আর এস্থানে না রাখিয়া গোয়ালিয়ারে প্রেরণ করুন"। আকবর পাতসাহ অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, এ অবস্থায়

গোয়ালিয়রে পাঠান অনুচিত। তানসেন বুঝিয়াছিলেন যে, এ যাত্রা আর রক্ষা হইবে না, এজন্য তিনি গোয়ালিয়ার যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। তিনি পাতসাহকে বলিলেন যে—"আমার অন্তকাল হইলে আমার কবর যেন গোয়ালিয়ারে হয়"। পাতসাহ বলিলেন—"তোমার ভয় নাই, এক্ষণে তোমার মৃত্যু হইবে না"। এই বলিয়া পাতসাহ চলিয়া গেলেন। তানসেন ক্রমে আরও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। আকবর পাতসাহকে সংবাদ দেওয়া হইল, পাতসাহ আসিলেন। তানসেন পাতসাহকে দেখিয়া এই শেষ গান মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া পড়িয়া গাইলেন, যথা—

রাগিণী গন্ধার টোড়ী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আয়ও আয়ও মেরো গ্রহ ছত্রপতি আকবর মন
　　ভাঁয়ও করম যোগ আয়ও।
অন্তরা—পাছেলি পুণ্য মেরো প্রগট ভয়ো ইরাদ ধর্ম্ম অর্থ
　　কাম মোক্ষ মনে ভয়ো চারো ফল পায়ও॥
সঞ্চারী—কছু কহনে ইঞ্ছা রহি তোমারি দরশ দেখে পাপ
　　ত্যাজি ধর্ম্মরাজ আচর কর পাঠায়ও।
আভোগ—কহে মিয়া তানসেন শুন হো সাহা আকবর
　　মৃত্যু ফেরে যম পুরে পাঠাও॥

তানসেন।

তানসেনের এই শেষগান শুনিয়া পাতসাহের চক্ষুঃ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। পাতসাহ আর থাকিতে পারিলেন না কাঁদিয়া ফেলিলেন। পাতসাহের সহিত তানসেনের এই শেষ দেখা হইল। তানসেন পাতসাহকে আর কিছু বলিলেন না, সেলাম করিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। পাতসাহ আর কিছু বলিলেন না, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

যখন তানসেনের আসন্ন কাল উপস্থিত হইল, তখন তিনি পুত্রদিগকে ও অন্যান্য গায়ক গুণিগণকে বলিলেন যে, আমার সময় হইয়াছে, তোমা-দিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমরা এই গানবিদ্যার চর্চ্চা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ কর। আর আমার মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহ মধ্যস্থলে রাখিয়া চতুঃপার্শ্বে সঙ্গীত পারদর্শী গুণীলোক সকলে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া

গান করিবে। যাহার গানে আমার হস্ত উত্থিত হইবে তাহার বংশাবলী ক্রমে এই গানবিদ্যা জাজ্বল্যমান থাকিবে। এই কথা বলিয়া তানসেন ইং ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে, মুসলমানী ১৭ই রোমজান ১০০৩ হিজরী, বাঙ্গালা মাহা ফাল্গুন সন ৯৯২ সালে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তানসেন ইহলোক পরিত্যাগ করিলে সমস্ত গাওয়াইয়া, গুণীলোক একত্র সমবেত হইয়া তাঁহার মৃত শরীর মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া সকলে চতুঃপার্শ্বে ঘেরিয়া বসিল এবং আপন আপন ইচ্ছানুসারে একে একে সকলেই গান করিলেন কিন্তু তানসেনের হস্ত উত্থিত হইল না, পরিশেষে তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ গান করিলেন যথা—

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মেরে তো আল্লা নাম আধার জিন্‌নে রচা সংসার,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মায়া ত্যাজো জঞ্জার।
অন্তরা—জিন্‌নে রচা অরস কোরস জমীন আশমান নিরঞ্জন
নিরাকার সাঁচ্চা কেঁওনা রহো পরয়ার দিগার॥
সঞ্চারী—কাহেকো হুঁজে গুণাগার, কাহেকো লিজে
এত্তাভার, নহি সো সমঝে, কেঁও না তু লিজে,
যাকো নাম ভজগার।
আভোগ—প্রভু বিলাস কহে সব রহিয়ে তৈয়ার জনম মরণ
নহি বার বার॥

বিলাস খাঁ।

এই গান শেষ হইলে তানসেনের হস্ত উত্থিত হইয়া ছিল। সমস্ত গাওয়াইয়া গুণীলোক বিলাস খাঁকে ধন্যবাদ দিয়াছিল। তাহাতে বিলাস খাঁর টোড়ী রাগিণীর উপর বিশেষ আস্থা জন্মিল, বিলাস খাঁ সেই অবধি যে সকল গান বিন্যাস করিয়াছিলেন প্রায় সে সমস্তই টোড়ী রাগিণীতে। সেই জন্য বিলাস খাঁর বিন্যস্ত টোড়ী রাগিণীর গানগুলিকে বিলাসখানী টোড়ী বলে।

বিলাসখানী টোড়ী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—গুণ চর্চ্চা করিয়ে গুরণ সোঁ যামে কুছ হোয়ে লাভ,
তব জানিয়ে বিলাস তানসকে লক্ষ্য যার।

অন্তরা—সঙ্গতকী কুসঙ্গত সোঁ ডরিয়ে আপনে কহে আওর
কিঁ না মানে বিলাস ওনকো কেয়া পরেখা ॥

সঞ্চারী—বরাজোরী করত ধরত কুছ পরখ বেকো
বাত করত।

আভোগ—বরাজোরী গুণকি খান মানো কহে বিলাস
সাচে স্মরণকো ভর ॥

বিলাস খাঁ।

গাওনা ভঙ্গ হইলে তানসেনের মৃতদেহ গোয়ালিয়রে প্রেরিত হইয়া হজরত মহম্মদ গওসের কবরের নিকটবর্ত্তী স্থানে কবর দেওয়া হইল। আকবর সাহা সেই কবরের উপর একটী সুন্দর চাঁদনী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এই চাঁদনী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। জনশ্রুতি আছে যে, তানসেনের কবরের পার্শ্বে একটী অম্লী (তেঁতুল) বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। কালক্রমে সেই তেঁতুল বৃক্ষটী প্রকাণ্ড কলেবর প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিল কেহ কেহ বলেন, অদ্যাপি জীবিত আছে। প্রবাদ আছে যে, অনেক গাওয়াইয়া গুণীলোক সুস্বর প্রাপ্ত হইবার আশায় সেই তেঁতুল বৃক্ষের পত্র খাইয়া থাকেন। একথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক প্রবাদ এইরূপ আছে। প্রকৃতপক্ষে তানসেন সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার নাম অদ্যাপি অক্ষয়রূপে বিদ্যমান আছে। তানসেন মৃত হইয়াও জীবিত আছেন। তাঁহার নাম করিয়া গাওয়াইয়া গুণীলোক অদ্যাপি গর্ব্ব করিয়া থাকেন। তানসেনের বংশাবলী মধ্যে কেবল বিলাস খাঁর বংশই বিখ্যাত (২০)। অন্যান্য পুত্রের বংশ থাকিতে পারে তাহা আপাততঃ সন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না।

---

(২০) বিলাস খাঁর পুত্র—উদয়সেন ও দয়ালসেন। উদয়সেনের পুত্র—করীমসেন, দয়ালসেন অপুত্রক। করীমসেনের পুত্র—মজাফর খাঁ ও রাজারস খাঁ মজাফর খাঁর পুত্র—হাসন খাঁ। তিনি অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে সফেদ দেও বলিত। রাজারস খাঁর পুত্র—মসীত খাঁ সেতারী ও একটী কন্যা। এই কন্যার গর্ভে মীরনসীর আহম্মদ খাঁ জন্ম গ্রহণ করেন।

তানসেন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হওয়া গেল যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রবাদ ভিন্ন ভিন্ন রকম। মথুরানিবাসী শ্রীলশ্রীযুক্ত গুরু গণেশপ্রসাদ চতুর্ব্বেদী (যিনি পাকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের গুরুদেব) লিখিয়াছেন যে "তানসেনকা নাম বাসুদেব থে, উনকো পিতাকা নাম ইক্রম পাড়ে থে, উন্নু ক্ষেতি করতেথে আওর মথুরাসে ৭ ক্রোশ আগে ভরতপুরকা রাস্তেমে গাঁও রাভারগুলপুরকা রহনেওয়ালেথে। যব্ ইক্রম পাঁড়ে মরগেয়া তব উবো লেড়কা শ্রীমথুরাশিরোমণি স্বামী শ্রীহরিদাস জীকে পাস গেয়া, স্বামীজীনে কৃপা করকে উস্কোঁ আপনা শিষ্য কিয়া। গানেকি শক্ত ঘোশে চিজ্ উস্কে গলেমে উতার দিথি, ইয়ে কুছ্ পড়া নাহিথা ইস্‌বজেসেঁ ইসকুঁ সঙ্গীত শাস্ত্র নহি পড়ায়াথা। সপ্তচক্রকে সাথমে সপ্তস্বরোঁকা উপদেশ কিয়া উসকে সাধন করনেসে বাসুদেব যোগী হোগেয়া। তব্ রীমাওয়ালা রাজারাম ইস্‌কো বৃন্দাবনসে রীমাকু লেগয়া। যব্ আকবর বাদসানে রীমাকু ফতেকিয়া তব রাজারামসে বাসুদেবকুঁ মাংগা তব রাজানে পালকীমে বৈঠায়কে রাজা রাণীনে কান্ধা লাগায়া আওর বাদসাহাকে ক্ষেমেমে পহুঁছা দিয়া। আকবর

ইনি একজন দুর্দ্দান্ত গায়কছিলেন। ইঁহার পুত্র মীরকল্যাণ খাঁ, মীরকল্যাণের পুত্র আছে কি না জানা গেল না। মসীত খাঁর পুত্র—বাহাদুর খাঁ সেতারী, বাহাদুর খাঁর পুত্র আছে কি না জানা গেল না। সফেদদেও হাসানখাঁর পুত্র—গোলাব খাঁ। গোলাব খাঁর পুত্র—ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ, জীবন খাঁ। ছজ্জু খাঁর পুত্র—জাফর খাঁ, প্যার খাঁ, বাসৎ খাঁ। জ্ঞান খাঁ অপুত্রক। জীবনখাঁর পুত্র—বাকর খাঁ, হায়দার খাঁ, ও বাহাদুর খাঁ। জাফরখাঁর পুত্র—তাজাম আলী খাঁ, সাদাক আলী খাঁ, আহমদ আলী খাঁ ও নিসারালী খাঁ। প্যার খাঁ অপুত্রক। বাসৎখাঁর পুত্র—আলী মহম্মদ খাঁ, মহম্মদ আলী খাঁ ও রেয়াসৎ আলী খাঁ। তাজাম আলী খাঁর পুত্র—কাসাম আলী খাঁ ও তিনটী কন্যা এই তিনটী কন্যার মধ্যে দ্বিতীয় কন্যার পুত্র মহম্মদ উজীর খাঁ বীণকার, যিনি কলিকাতার চাঁদনী গুমঘড় লেনে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। সাদাক আলী খাঁ, আহাম্মদ আলী খাঁ ও নিসারালি খাঁর ও রেয়াসৎ আলীখাঁর বংশ কিসনগড়ে থাকিতে পারে, আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আলী মহম্মদ খাঁর এক কন্যা মাত্র আছে, মহম্মদআলী খাঁ অপুত্রক। ১৩০৩ সাল।

ইসকুঁ দিল্লীমে লে আয়েথে আওর সভামে ইসকুঁ দীপক গানেকুঁ কহা। পিছু হরিদাস স্বামীকি চেলী রূপবতীনে মেঘরাগ গায়কর ইনকো শান্তি কিয়া।" হরিদাস স্বামী চতুর্ব্বেদী মাথুরথে আওর ভদাবরমে হত্তকাঁতকে রহনেবালেথে। আওর কৃষ্ণদত্ত স্বামীকে শিষ্যথে, উন্‌হিসে সংগীতবিদ্যা অধ্যয়ন কিয়িথি, বৃন্দাবনমে নিবাস করতেথে। আওর ওভি বালব্রহ্মচারীথে, ইন্‌কোভি কোই পুত্র নাহিথা, শিষ্যথে, আওর উন্‌হিনে সংগীতকে গ্রন্থ বনায়ে আপনে শিষ্যকোঁ পড়্‌হায়ে আওর গান শিখ্‌লায়া। উন্‌কে শিষ্য পরিপাটী অবহিতক চলিআথেহেঁ, যো উন্‌কে গ্রন্থোঁকে মুতাবিক গান করতাহাঁয় বিসব উন্‌কে শিষ্যগণোমেহৈঁ আওর সংগীতবিদ্যাকে যো আশ্চর্য্যহৈঁ সো হাম্‌নে সব আপ্‌নে গ্রন্থোঁমে লিখেহৈঁ, শ্রীহরিদাস স্বামীজীকি সংগীতবিদ্যা হামারা ঘরকে সওয়ায় অন্যত্র নাহি হায়।

মহারাজা গোয়ালিয়রের ল্যাণ্ডরেকর্ড ডিপার্টমেণ্টের পার্শনেল্ এসিষ্ট্যাণ্ট শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অফিসিয়েল রেকর্ড হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তানসেননে শাপুরকে রহনেবালেথে লাড়কা-পনমে হিন্দুথে যব্ গোয়ালিয়র আয়ে তো মহম্মদ গওস সাহিবকে মুরীদ হোগয়ে। আওর গানেমে কমাল মহারত রখ্‌তেথে এহ দযই আম আকবর বাদসাহকি জিন্‌হোনে ইন্‌কে অপ্‌নে নওরতনোমে মশাহর কর্ রাখাথা ইন্‌হোনে গানবিদ্যানে বড়ী তরক্কী কী, যহাঁতক কি অভিকে যোগ উন্‌কে কবরকে ইম্‌লীকে বৃক্ষকি পত্তী ববজহ তরক্কী করনে গানবিদ্যাকে খাতেহৈ রহে ৮০ বরষকী উমরমে সন ৯৮৯ হিজরীকে তাং ১৩ রোমজানকো বফাৎ পাই। আগরৈমে মরে, কবর গোয়ালীয়রমে বনিহৈ, ইনকি সাদী নহীহুই ইসবজহসেকি ইহ মুজরীদথে ফক্কর অর্থাৎ ফকীর ছিলেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আরও অনুসন্ধান করিয়া বিবিধ পারস্য গ্রন্থ হইতে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তানসেন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

TRANSLATION FROM PERSIAN BOOK.

Tansen whose original name was *Tantea Seinna* was born in 1549 His birth place has been diversely described by the historians. Some say that he was born in Italy, and other Hindostan. Certain it is that he was brought up and educated at Cashmere. The ancestors of Tan-Sen were Italian and for several generations back music was their sole occupation. In 1567 he came over to Lahore from Cashmere. And embraced Mohamedanism at the hands of one Mulla Salamat—his age at that time being 18 years. In 1569, he came to Peshawar in Company with Mulla Salamat and thence to Delhi and subsequently to Agra. Some time afterwards *Tan-Sen* left for Bengal, his training in music had not till then attained to perfection. Here he met a mendicant named *Kajkol Shah* who was famous for his deep knowledge in music. *Tan-Sen* remained for one year in the service of this mendicant with a view to accomplish his training. When disturbance arose in Bengal *Tan-Sen* left for Agra where he gradually gained access in the Darbar of Akbar. By virtue of his high qualifications in music he achieved highest honors in the Darbar. His merits were put to test on several occasions and were met with unanimous applause. He died in 1595. and was buried in Agra. Some of the historians say that he died at Cashmere and others describe at Lahore, but his death at Agra is more authentic. The narrative current at Gwalior is that having become a deciple of *Sah Ghous* at Agra, he (*Tan-Sen*) reached Gwalior in company with him. Here as a token of his favour Sah Ghous appointed him as *Khalifa.* He is said to have died at Gwalior, and a tomb erected near that of Shah Ghous is looked upon with reverence in commemoration of the great musician—*Tan-Sen.*

তানসেনের মৃত্যুর পর আকবরসাহ সংগীতবিষয়ে আর ততোধিক আস্থা রাখিলেন না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার বিলক্ষণ মনোভঙ্গ হইয়াছিল। যদিও তাঁহার সঙ্গীতসভায় গায়ক গুণী জনের অভাব ছিল না তথাপি তিনি এ বিষয়ে একপ্রকার নিরস্ত হইয়াছিলেন। হেতু এই যে, তানসেন তাঁহার কর্ণকুহর একেবারে পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন। গায়ক কৃষ্ণজীবন ও লচ্ছীরাম দুই সহোদরে আকবর পাতসাহের নিকট তানসেনের মত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবার আশয়ে একটী প্রাতঃকালীন গান প্রস্তুত করিয়া পাতসাহকে শুনাইয়াছিলেন। সেই গানটী এই—

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—প্রাতঃ উঠ চলি প্যারে পৈয়াঁ পহি মনাবকোঁ
নবশত সিঙ্গার কিয়ে বারে আ ভূষণ পহিরে
বনায়ে।

অন্তরা—প্রথম মঞ্জন আশ্নান কর অঞ্জন দশন বিরী
অধর পান সিন্দুর ভরে অঙ্গে কেশর কর
করায়ে॥

সঞ্চারী—যাবক পাবন হাথ মেহঁদী সাহ আকবর সুগন্ধ
অঙ্গ অঙ্গ লায়ে। শ্বেত সারী পোহপমাল
চলি স্তন চুড়ি বাঁহ গরে মুক্তমাল সুহায়ে।

আভোগ—শীশ ফুল শ্রবণ তা টঙ্ক ভুজ বাজু বন্দ ফন্দ
সুহায়ে নথ বেসর সুধার কনক কিঙ্কিণী ছুদ্র
ঘণ্টিকা নূপুর বিচবানকী ধূনী জেহরি শুনায়ে,
কৃষ্ণজীবন লচ্ছীরামকে প্রভুকোঁ রস বস কর
নৈনন সোঁ লাভায়ে॥

কৃষ্ণজীবন লচ্ছীরাম।

পাতসাহ গান শুনিয়া বলিলেন,—"গান বহুত আচ্ছা ভয়া লেকেন ভি ভজন সওয়ায় দোসরা গান নহি শুন্‌তেঁহে"। তখন দুই সহোদরে মনের ভাব জ্ঞাত হইয়া বলিলেন,—"হুজুর কাল শুনাওয়েঙ্গে"।

এই বলিয়া দুই সহোদরে বিদায় হইলেন। পরদিবস দুইটী ভজন গান প্রস্তুত করিয়া সংগীতসভায় উপস্থিত হইলে আকবর পাতসাহ ভজন শুনিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন দুই সহোদরে গাইলেন, যথা—

রাগিণী কেদারী—তাল ধিমা তেতালা।

আস্থায়ী—বেনোয়ারী হো ব্রজবঁধু বশ করবেকোঁ নিপট
সরসে।
অন্তরা—পানিঘাট যায় শুনায় তান রস করত ব্যাকুল
মন ভরহিনে আওয়ে সরস কল কলসে॥
সঞ্চারী—যাঁহা যায়ে তাঁহা রঙ্গ উপজাওয়ত লাগ রহি
চিন্তা বরসে।
আভোগ—কৃষ্ণজীবন হর লচ্ছীরাম প্রভুরঙ্গ সরস বরসে॥

কৃষ্ণজীবন লচ্ছীরাম।

রাগিণী নায়কীকানড়া—তাল ধামার।

আস্থায়ী—নৃত্যত কানহ মধুমণ্ডলে, গ্রীবাতোল দীর্ঘ
লোল, গোলকুণ্ডল ঝলটা ঝলত মধুমণ্ডলে।
অন্তরা—আতে সোহত মোহত মৃদঙ্গ তার তান সমঝত
মধুমণ্ডলে॥
সঞ্চারী—কহত বাত তুতরাত যাত হায় চিত চৌধত
মান দশন ধমকে মধুমণ্ডলে।
আভোগ—কৃষ্ণজীবন হর লচ্ছীরামকো দেখো মাই এ
আওয়ত মানুমথ জীমদ মধুমণ্ডলে॥

কৃষ্ণজীবন লচ্ছীরাম।

কৃষ্ণজীবন ও লচ্ছীরামের গান শেষ হইলে কৃষ্ণজীবন বিষ্ণুদাসের দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—জঁহাপনা! "হামলোকনকো সাথমে ইহ সাধু আপকুঁ ভজন শুনানেকো ওয়াস্তে আয়া" আকবর বলিলেন,—"বহুত আচ্ছা" তখন বিষ্ণুদাস পাতসাহকে ভজন শুনাইবার জন্য গাইলেন—

রাগিণী ভৈরবী—তাল তেতালা।

আরে মন কিন বাতনমেঁ অটকত যত সুভাবন সটকো।
সাধুসঙ্গত অউরকথা ভজনকোঁ নাম শুনতহি সটকো॥
নিশাবাসর মত বারোহী তোলে রূপ দেখ কর সটকো।
রঙ্গরূপহ থির ন রহসি অন্ত যায় গো ভটকো॥
তাতে তোরো পায় পরতহোঁ অব ঘর ঘর জিনভটকো।
যোতুঁ চাঁহে মুক্ত আপনো মেট মদনকোঁ ষটকো॥
দারাসুত সম্পতকো সাথী বিপত পার নাই,ছটকো।
অন্ত সমৈকোই কামন আটব যব যম দেগো ঝটকো॥
কাম ক্রোধ মদ লোভ মোহমেঁ আট প্রহর রহে লটকো।
বারম্বার তোহৈ সমঝাবোঁ অপনিপুরী হটকো॥
কাল বলি তোর শিরপর খেলে তিনসগরো জগ গটকো।
মানুষজনম বহোরণহি পাবৈ লাখতরে শিরপটকো॥
চলিয়ে বেগ বিলম্ব ন করিয়ে সুখ লখ বংশীবটকো।
শ্যামসুন্দরকো সুমরণ করলে ধরলে ধ্যান মুকটকো॥
পরম পুনিত বৃন্দাবন বসবো কালিন্দীকে তটকো।
বিষ্ণুদাস নিশ্চৈ কর পাবৈ দরশন নাগর নটকো॥

বিষ্ণুদাস।

আকবর পাতসাহ বিষ্ণুদাসের ভজন শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন "আওর এক ভজন শুনাও" তখন বিষ্ণুদাস পুনরায় গাইলেন—

রাগিণী ভৈরবী—তাল তেতালা।

মনহরি সুমরনসোঁ লাগরে অরে অউরবাতনসোঁ ভাগরে।
মানুষ জন্ম বৃথাকোঁ খোরৈ জন্মজাত জৈসে ফাগরে॥
ইয়া সংসার রৈণকি সপনা সোবৈ কহা আব জাগরে।
বিষয় বাসনা স্বাদ জগতকে সব জিয়তেতুঁ ত্যাজরে।
বিষ্ণুদাস সুখো যোঁ চাহে হরিচরণ ন চিত পাগরে॥

বিষ্ণুদাস।

এই ভজন গান শুনিয়া পাতসাহ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কিছু পারিতোষিকও দিয়াছিলেন। এই সময় অনেক সাধক ব্যক্তি পাতসাহকে ভজন গান শুনাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, পাতসাহও বিশেষ সম্মানের সহিত সাধকদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। যে সকল সাধক পাতসাহকে ভজন গান শুনাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই সকল সাধকগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—লচ্ছীরাম, বিষ্ণুদাস, সুরদাস, মাধোদাস, প্রেমরঙ্গ, জ্ঞানদাস, চরণদাস, সুখদেব, বল্লভদাস, কৃষ্ণদাস, মিরাবাই, কবীর, দামোদরদাস, গোবিন্দদাস, আশকরণ, কৃষ্ণরঙ্গ, জানকীদাস, সুখদাস, নন্দদাস, জীবন-গিরিধর, চতুর্ভুজদাস, রৈণকরণ, শ্যামরাম, তানতরঙ্গ, বংশীধর, রাজদাস, মদনরাও, ও বিঠ্ঠলদাস ইত্যাদি। এই সকল সাধকগণ প্রকৃত গায়ক ছিলেন। এই সকল সাধক গায়কদিগের মধ্যে মীরাবাই কেবল একমাত্র সাধিকা ছিলেন। তানসেনের জীবদ্দশায় আকবর পাতসাহ মীরাবাইয়ের গান শুনিতে গিয়াছিলেন। মীরাবাই একজন ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। ইনি রাজস্থানের জনৈক রাঠোর বংশীয় রাজার তনয়া ছিলেন। মেরতা গ্রামে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর হৃদয়ে ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। মিবরাধিপতি মহারাজ কুম্ভের সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তিরস বিস্মৃত হয়েন নাই। ইনি স্বামিগৃহে শক্তির উপাসনা দেখিয়াও শক্তির উপাসিকা হইলেন না। কৃষ্ণ-উপাসনা ইহাঁর বাল্যকাল হইতেই দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছিল। রাজ-মাতা ইহাঁকে শক্তির উপাসিকা হইতে আদেশ করেন, কিন্তু ইনি তাহা না করিয়া রাজ-অন্তঃপুরে বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অষ্টপ্রহর তাঁহারই সেবায় নিযুক্তা থাকিতেন। যথা—

"নৃত্য গীত বাদ্য করে বৈষ্ণব সহিত।
কৃষ্ণ রস রঙ্গে বাই সদা আনন্দিত॥
গানশক্তি অসম্ভব অমৃত নিন্দিত।
যাহে দ্রবীভূত হয় শ্রীকৃষ্ণের চিত"॥

ভক্তমাল।

আকবর পাতসাহ মীরাবাইজীর গানের প্রশংসা শুনিয়া কোন সময় তাঁহার বাটীতে তানসেনকে সঙ্গে লইয়া গান শুনিতে গিয়াছিলেন। যথা—

"বাইজীর গানশক্তি আকবর সাহ।
শুনিবারে মনে বড় করিলা উৎসাহ॥
তানসেন সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেশে।
বাইজীর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে॥
বৈষ্ণব জানিয়া বাই সমাদর কৈল।
গান শুনিবারে তবে পাতসা কহিল"॥

ভক্তমাল।

মীরাবাই পাতসাহ ও তানসেনকে সাধুবৈষ্ণব মনে করিয়া ঠাকুরের অগ্রে গান করিতে লাগিলেন, যথা—

রাগ ভৈঁরো—তাল একতালা।

আস্থায়ী—আজ সখীমোরা আনন্দ ভয়োহৈ ঘরমে মোহন
লাধোরী, বনযোই বৃন্দাবন যোই যোই বিরাজে
সব বাধোরী।

অন্তরা—সতবে মলিয়ে অজব ঝরোখে তেহি ঠাঁহরি
মাধোরী, মেরেতো ঘরমে মহি ঘনেরো চোর চোর
দধি খাধোরী॥

আভোগ—অপনে দ্বারমে কবটী ঠাঢ়ি বাঁহ পকর হরি
সাধোরী, মীরানে প্রভু গিরিধর মিলিয়া বিরহ
বাজনে বাঁধোরী॥

মীরাবাই।

ঠাকুরের সম্মুখে বাইজী এইরূপ গান করিতে লাগিলেন। তানসেন মীরা বাইয়ের গান শুনিয়া আপনাকে অতি অপকৃষ্ট মনে করিলেন। যথা—

"ঠাকুরের আগে বাই গাইতে লাগিলা।
গান শুনি তানসেন আপনা নিন্দিলা"॥

ভক্তমাল।

আকবর পাতসাহ ও তানসেন চলিয়া গেলে রাজমাতা মীরাবাইকে যৎপরো-নাস্তি ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, এমন কি শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন। যথা—

"পাতসা চলিয়া গেল তবে রাজা রাণী।
অন্দরে বৈষ্ণব যাইতে নিষেধে আপনি॥
বধূ ভ্রষ্টা হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হয়ে।
ছুটিয়া কাটিতে গেলা তলয়ার লয়ে॥
বাইজীর উপরে গিয়া অস্ত্র যে হানিল।
কাটিবারে থাকুক যে অঙ্গে না ফুটিল॥
বিষ আদি খাওয়াইল কিছু নাহি হয়।
হরির ভকত জনে বিঘ্ন কে করয়॥
বৈষ্ণব আসিতে যবে বারণ করিল।
বাইজী অন্তরে কিছু ক্ষোভিত হইল॥
গৃহ হইতে নিকাশিয়া গেলা বৃন্দাবন।
রাজা পাছে পাছে পাঠাইল দ্বিজগণ॥
ধরিয়া আনিতে চাহে ছুঁইতে না পারে।
আগুণের কণা যেন দেহ দগ্ধ করে॥
ফিরিয়া আইল সবে যত গিয়াছিল।
তখন চমকি রাজা মরম বুঝিল॥
অপরাধ মানি আর কিছু না করিল।
কৃষ্ণ প্রিয়জন এই নিশ্চয় জানিল"॥

ভক্তমাল।

মীরাবাই বাটী হইতে বহির্ভূত হইয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। তথায় উপনীত হইয়া রূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয়কে সংবাদ দিলেন। গোস্বামী মহাশয় প্রত্যুত্তর দিলেন যে, তিনি স্ত্রীলোকের মুখাব-লোকন করেন না। এই কথা শুনিয়া মীরাবাই বলিয়া পাঠাইলেন, যে—

"এত দিন শুনি নাহি শ্রীমান বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে"॥

ভক্তমাল।

গোস্বামী মহাশয় এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন এবং সাদরে মীরাবাইকে আহ্বান করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। এমন কি মীরার নিকট রূপ গোস্বামীকে প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা করিতে হইয়াছিল।

তদনন্তর মীরাবাই স্বামিদত্ত অর্থে অনাথা দীন দরিদ্রদিগের জন্য একটী ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া দ্বারকায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

মীরাবাই ব্যতীত অন্যান্য সাধকগণের জীবন বৃত্তান্ত ভালরূপ পাওয়া যায়না, যাহা পাওয়া যায় তাহা এত সংক্ষেপ যে এস্থলে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য নহে। ভক্তমাল গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে সন তারিখ ও আকবর পাতসাহের সহিত কোন প্রসঙ্গ নাই। এজন্য উদ্ধৃত করিলাম না। কেবল তাঁহাদিগের বিরচিত কয়েকটী মাত্র গান সংগ্রহ করিয়া এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

সাধক সুখদাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আদি জগতমায়ী রুদ্রাণী বাণী বেদ বাখানী চরণ যো ধ্যায়াওয়ে তেরো অচল শরণ পাই মাই। অন্তরা—মহিষাসুর বিমর্দ্দিনী রক্তবীজ সংহারিণী গলে পৈহেরে মুণ্ডমাল দামিনী এসি ঝরকাই মাই॥ সঞ্চারী--কালী কালনিবারিণী সকল সঙ্কটহারিণী দেহি মেহে এহি জ্ঞান। আভোগ--স্তুত করতা সুখদাস ঘড়ি পলছন নিশ দিন নাম না বিস্মরহি মাই॥ সুখদাস।

রাগিণী সিন্ধু—তাল সুরফাঁকতাল।

আস্থায়ী—আদি মহাদেব বীণা বাজাই করে ধরে ডউঁরু আওরে অঙ্গে বিভূতি রে মায়ে। অন্তরা—সপ্তসুর তিন গ্রাম একইস মুরছনা উনপঞ্চাশ কোটি তান আপনা মুখে গাওয়ে॥ সঞ্চারী—রামগুণ গাওয়েতা মৃদঙ্গ বাজাওয়েতা মগন হোতে সুর নর মুনিগণ। আভোগ—সুখদাস উল্লাসে হরগুণ গাওয়েতা জপ কর নিশিদিন নাম না বিস্মরাই॥ সুখদাস।

সাধক সুরদাস।

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—তে নিশা লাল সঙ্গ খাত মানি মায় জানি পাগ ডগ মগ পরতননা সুধে। অন্তরা—শিথিল বসন কোটিকে শরাঙ্কত আনন সুদে সব বোলত কছু অটপটীত বাণী॥ সঞ্চারী—এহ ছবি মোমন ভই মিটিহোই চঞ্চল তাই পীক লীক পল কল গানী। আভোগ—সুরদাস প্রভু রি ঝি রহি ধন্য ধন্য নব কুঞ্জরাণী॥ সুরদাস।

রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মায় জানি যাঁহা রীত মানি আয়েহো লালন যব চীরিয়া চুহ চানী। অন্তরা—এয়সে পর আঁখিয়া রস মসানী, আওর পাগ লটপটানী ভাল যব করঙ্গ চিহ্লানী॥ সঞ্চারী—অধর-অঞ্জন প্রগটানী বিনগুণ মাল বনানী সব অঙ্গ অঙ্গে উলটে নিশানী। আভোগ—সুরদাস গুণ নিধানী ধনব্রিয়াজো তুমকুঁ সুখদানী সঙ্গ জগত রৈন বিহানী॥ সুরদাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

আস্থায়ী—দাধ কেমত বারে কামহ খোলা প্যারে পলকে। শীশ মুকুট লটা ছুটী আউর ছুটী অনেকে॥ অন্তরা—সুরনর মুনী দ্বার ঠাঢ়ে দরশ কারণ কীলকে, নাসিকাকে মতি সোহৈ বীচ লাল ললকে। সঞ্চারী—কটপীতাম্বর মুরলীকর শ্রবণ-কুণ্ডল ঝলকে। আভোগ—সুরদাস মদনমোহন দরশ দেহোঁ মিলকে॥ সুরদাস।

রাগিণী ভৈরব—তাল একতালা।

আস্থায়ী—শ্রীকৃষ্ণনাম রসনা রটত সোই ধন্য কলিমে। যাকে পদ পঙ্কজকী রেণুকি বলিমে। সোই সুকৃত সোই পুণীত সোই কুলবন্তা। জাকোঁ নিশি দিনা রহে শ্রীকৃষ্ণ নাম চিন্তা। যোগ যজ্ঞ তীরথ ব্রত কৃষ্ণ নাম মাহি। বিনা কৃষ্ণ নাম কলি উদ্ধার অউর নাহি। সব সুখনকো সার কৃষ্ণ কবহুঁ ন বিস্মরৈয়ে। কৃষ্ণনাম লৈলৈ ভব সাগরকোঁ তরীয়ে। শ্রীগোবরধন ধরণ পরম-মঙ্গলকারী উদ্ধার জন সুরদাস কৃষ্ণকি বলিহারি॥ সুরদাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল জলদ তেতালা।

আস্থায়ী—পাল নাগঢ দেরে বঢৈয়া। অগর চন্দন কোঁ পলনো বনাউঁ ঝুলত কৃষ্ণ কনহৈয়া॥ অন্তরা—মতিয়নকো পলঙ্গ বনাহুঁ সুন্দর রতন জড়ৈয়া। সুরদাস প্রভু পলনা ঝুলে যশমতি লেত বলৈয়া॥ সুরদাস।

রাগিণী খট্—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—চিরঞ্জীবী যশোদা তেরো লালামে যোগী আশীশ শুনায়ো, তেরে সুতকে দরশন কারণ মায়, কাশীসে আয়া। অন্তরা—লেহো ভিচ্ছা তুম পাট পটাবর বালক মেরা জাত দিঠায়া। তিন লোকয়াকে ডরতে মাই নরসিংহ নাম ধরায়া॥ সঞ্চারী—ভিতরতে লাই যশোদা হরনে দরশন পায়া। আভোগ—সুরদাস প্রভু কৃষ্ণরঙ্গী রঙ্গে শিব শঙ্কর নাম বাতায়া॥ সুরদাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—কৃষ্ণনাম সুমরো মন মেরে কাটে কলেশ দুঃখ পাপ জরে তেরে। অন্তরা—ব্রহ্মকে ব্রহ্ম ঈশ ঈশানকে তন মন জপ লে সাঁঝ সবেরে॥ সঞ্চারী—ইহ সংসারমে এক নাম হ্যাঁয় তাসোঁ হোয়ে ভব সাগর পারবেরে। আভোগ—সুরদাস সুমরণ কর নিশ দিন আনন্দ হোয়ে শরণ হরি লেরে॥ সুরদাস।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

আস্থায়ী—বাঁশরী বজাই আজ রঙ্গ সোঁ মুরারী। শিব সমাধী ভুলি গই মুনি মন তারী॥ অন্তর—বেদ পঢ়ত ব্রহ্মা ভুলে ব্রহ্মচারী। শুনতহী আনন্দ ভয়ো লাগি হৈ করারী॥ সঞ্চারী—রম্ভা সব তাল চুকি ভুলি নৃত্যকারী। যমুনা জল উলট বহে সুধিন সম্ভারী॥ আভোগ—শ্রীবৃন্দাবন বংশী বাজি তিন লোক প্যারী। গোয়াল বাল মগন হোয়ে ব্রজকী সবনারী॥ দ্বিতীয় আভোগ—সুন্দর শ্যাম মনোহর মুরত নটবর বপু ধারী। সুর কিশোর মদন মোহন চরণা বলীহারী॥ সুরদাস।

রাগিণী কল্যাণ—তাল তেওরা।

আস্থায়ী—কান কহাহো চাহত ডোলত পুছেহুঁতে নয়ন দূরাবত সুখে নাহি বোলত। অন্তরা—দয়ে নিকট আনি শুনে গ্রহ দধি ভোজনমে তহাত। অবহারি কা কোতর করিহোঁ কৌউ নহি সাথ॥ সঞ্চারী—হো জানো হমারো হ্যাঘরু হৈ তাতে হো হ্যা আয়ও। ঘো সমহী আহিতে মাথমু কাড়ত হো কর ঘায়ো॥ আভোগ—শুনি মৃদুবচন বোলি মোহন মুখ-গোপী মুহ মুসকয়ানী। সুরদাস সাঁই রতি নাগর জাহু নহি মৈ জানি॥

সুরদাস।

সাধক জ্ঞানদাস।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সেবো চরণ রঘু নাথকো নেতবে হোতহৈ জগতারণ। অন্তরা—দীন উদ্ধারণ করুণা সাগর গাবত চারো শ্রুত আদি অনাহদ কারণ॥ সঞ্চারী—সীতা রাবন বিহরত তনক্রসান তেজ কিহো কেবা জন সাধ হীত ধারন। আভোগ—জ্ঞানদাস আচরণ কমলকী বান সদা চিত সারণ॥ জ্ঞানদাস।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল!

আস্থায়ী—সেবো চরণ রঘুনাথ কুঁ বরকে সকল জগত তারণ। অন্তরা—দীন দয়াল করুণাসাগর গাবত চারো শ্রুতি আদি অনাহদ কারণ॥ সঞ্চারী—সীতানাথ দশরথনন্দন দাশরথী ভক্তিহিত স্বরূপ ধারণ। আভোগ—জ্ঞানদাস অনাথনকে কৃপাসিন্ধু তুঁহী জগত আধারণ॥ জ্ঞানদাস।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

আস্থায়ী—মোহন মেরি মটকী ফোরী শুন যশোদা মাই হো, এসো লড়কো দধিকো ফড়চো মাঙ্গতো দুধ মলাই হো। অন্তরা—মটকী ঝটক পটক ফের সটকী আব নাহি দেত ধরাই হো, লে কর লঠীয়া যশোদা উঠি কি ভতৈনে ধুম মচাই হো॥

সঞ্চারী—ভোরহি মেকোঁ দেত উরহনা সব গাললে ঘর আইহো, শুনরি মাই বাবা তুহাই বাঁকী দধি নহি খাই হো॥ আভোগ—সব গবালনী নট খট হো হামকো বরবস মুখল পঠাই হো, তনক মুরলীয়া টের দইরে সবকি মত বোরাই হো, জ্ঞানদাস বলিহারী ছবকী মোহন কি চতুরাই হো॥ জ্ঞানদাস।

রাগিণী খট—তাল জৎ।

আস্থায়ী—মীত পিয়রবা মোরি বহিয়াঁ জিন গহোরে, রৈনকে জাগেনে নয়ন মধবা ভরিহে তিহারে ভোরে। অন্তরা—কহুঁ চন্দন কহুঁ বন্দন ভুখন কহুঁ বনমাল কহুঁ পয়হেরে॥ সঞ্চারী—পটভুল পরে আয়য়ে মেরে ঘরবা বিনতী করত নিহোরে। আভোগ—জ্ঞানদাস সব বলিহারী জৈয়ে বাকি প্রীত রহি কছু মনমে উলটী গহে ধরিয়ে ব্রজমোহন জৈহে বাহু ওরে॥ জ্ঞানদাস।

সাধক রৈণকরণ।

রাগ ভৈরব—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—রাম হময়েঁাহি ভলে অবয়েঁাহি ভলে হো রাং। অন্তরা—যো গত পেই সো গত আই তুমারি সেবা সোঁ অব-মোহিতো রৈণ দিন অহ কাম রাং॥ রৈণকরণ।

রাগ ভৈরব—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—প্রথম আদেশ গুরুকোঁ গুরুকে পরম গুরুকো। অন্তরা—রৈণকরণ প্রভু এক সহস সখি মহিমা পাবৈ তবহ বিধ দিনো দুত অতি পতি সুরকো। রৈণকরণ।

সাধক প্রেমরঙ্গ।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—রৈণ গবায় আয়েহো মেরে কহাচক ইমোহে কিনী। অন্তরা—কবন নবল বনিতা সঙ্গ জাগে সিখ সন্দেসো ইদানী॥ সঞ্চারী—নিশি জাগি সঙ্কেত সন্দেসোঁ নেক পল নহি লীনী। আভোগ—প্রেমরঙ্গকে মনকী নজানি মুখ বকবেকী কিনী॥

প্রেমরঙ্গ।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—এয়সে ক্যায়সে বনেগী প্রীত রীতকী মিলতনাহী মন লায়। অন্তরা—কবহুঁক দেখত বংশীবট পেঁগাল বাল মিড রায়॥ সঞ্চারী—বিন দেখে কল পলন পরত পল সুন্দর শ্যাম লোভায়। আভোগ—প্রেমরঙ্গ তন মন ধন বারো বিন দেখে রহা ন জায়॥ প্রেমরঙ্গ।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

আস্থায়ী—নীলকণ্ঠ গিরিজাপতি শঙ্কর শশিশেষ হরি তব শরণা।
ব্যাঘ্রাম্বর বৃষ বাহন শশিধর ভূষণ শিরৈ গঙ্গা ধরণা।
কৈলাশাচল অচল নিবাসী ভস্ম অঙ্গ করুণা করণা।
চন্দ্রহাস শশীচন্দ্র পিনাকী শূলপাণি ডমরু বরণা।
গজমুখ সন্মুখ কৃতমুখ দূরমুখ নন্দীভৃঙ্গী মুখ আচরণা।
ভাংগ অফীম অউর আগ ধুতুরা অমলথায় আনন্দ ভরণা॥
কাশীনাথ পশুপতি প্রভু মোর প্রেমরঙ্গ প্রভু তব চরণা॥
প্রেমরঙ্গ।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

আস্থায়ী—চিরহীন কেচু চহাত প্রাতঃ জাগী দুলহী। গুরুজনকি শঙ্কা মনে উঠ যাগী ভোরহী॥ অন্তরা—রুনক ঝুনক আয়কে যশোদাকে পায় লাগি। দেত আশীষ নন্দরাণী অব চল সুহাগী॥ আভোগ—চিরজী রহো যুগল জোরী প্রেমরঙ্গ পাগী। শ্যামা শ্যাম ছবি দেখ বলি বলি অনুরাগী॥ প্রেমরঙ্গ।

সাধক চতুর্ভুজদাস।

রাগ ভৈঁরো—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—ভোর ভয়ে আয়ে লাল ধরত পাগ ডগমগাত। অন্তরা—পাগ লটাপটী শীশ বিরাজত নৈন উনীদে গতি ঝম্পি জাত॥ সঞ্চারী—অধরণ অঞ্জন পীক কপোলন নথকে চিহ্ন দেখি অতগাত। আভোগ—চতুর্ভুজ দাস প্রভু গিরি ধরন ভলে তুম আয়ে হো মোহে দেখাবত প্রাতঃ॥ চতুর্ভুজ দাস।

সাধক নন্দদাস।

রাগ ভৈঁরো—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—অনতুরীত মান আয়েহো জু মেরে গৃহ অরসীলে নৈন বৈন "তোত রাত। অন্তরা—অঞ্জন অধর ধরে সোহৈ পীক লীকত হই কাহেকুঁ লজাত ঝুটী সৌঁহৈ খাত॥ সঞ্চারী—পেচহু সবারত পেচহু ন আবত এতে পরতি রচ্ছী ভোঁহই চিতবত গাত। আভোগ—নন্দদাস প্রভু প্যারী হিয়মে বসতে আতে ভুল নাম বাহিকো নিকস জাত॥ নন্দদাস।

সাধক তানতরঙ্গ।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—রৈণ গঁমায় আয়েহো লালন কাঁহা জাগে সগরী রাত বাত কহো প্যারে। অন্তরা—নব কিশোর নব লতিয়া সঙ্গ জাগে পাগে অঙ্গ অঙ্গকে চিহ্ন ন্যারে ন্যারে॥ সঞ্চারী—সব নিশা মোহে ভুল পত বীতি ভোর ভয়ে আয়ে ললারে। আভোগ—তানতরঙ্গ রঙ্গ রস ভীনে কীনে নথ চিহ্ন ভাগ জাগে আজ হামারে॥ তানতরঙ্গ।

সাধক বিঠলদাস।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—এমন ভোরহি কেশব কৃষ্ণ কহিয়ে লইয়ে শ্রীহরিনাম। অন্তরা—গোবিন্দ গিরিধারী মধুসুদন বনবারী জগন্নাথ জগৎকে ধাম॥ সঞ্চারী—মুকুন্দ মাধো মুরারী বিহারী বামন বৈকুণ্ঠ-নাথ শ্যাম। আভোগ—শ্রীবিঠল বাসুদেব দ্বারকানাথ বদ্রিনাথ রমানাথ গুণসাগর পূরণ কাম॥ বিঠলদাস।

সাধক দীন।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

আস্থায়ী—সোই শান্ত কুলবন্ত কহাবত গাবত গোবিন্দ গীতারে। নরদাবৈ নারায়ণ সুমরে যে জন জগমে জীতারে।

সুরত মুরত কর সঙ্গ সাধনকী হোয় সকল সুখবিদীতারে॥
অরথ গরথ সবহৈ হরি মাহী সহজ শুভাব শুনি তারে।
সবহী কাম সরিষা মানে অন্তর নহী অনি তারে॥
অন্তর মন্তর কছু নহী জানে সমঝে প্রেমসু মীতারে।
সম দৃষ্টি সোঁ দেখে সাহব ভরমে শোচন চিন্তারে।
পুরা ঘড়া ঝলকে নহি কবহুঁ ঝলকে আধারী তারে।
গাবৈ বেদ পুরাণ শাস্ত্র সব পাবৈ জ্ঞান গুণী তারে।
দীনকহে সোই তিনলোক পর অনভৈ অলখ অতি তারে॥
দীন।

সাধক সুখদেব।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

আস্থায়ী—চীরা ফেঁটা তুর রাস জকেনকি বুলাকি অধর মটকী।
অন্তরা—মন্দ মন্দ মুসক্যাত কনহৈয়া কুণ্ডল চপলা সীচটকী।
সঞ্চারী—সবতন আছে সাজে অনুপম কটি উপর জুলফে লাটকী।
আভোগ—চরণদাস সুখদেব কহতহৈ চিতচোহটমে মটকী পটকী॥
সুখদেব।

সাধক মাধোদাস।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

প্রাতঃ সময় রঘুনাথ জগাবৈ কৌশল্যা মহতারী।
উঠো লালজী ভোর ভয়োহৈ সুর নর মুনি হিতকারী।
শনকাদিক ব্রহ্মাদিক ঠাড়ে রঘুবর যশ বিস্তারি।
বন্দীজন গুণী গন্ধর্ব্ব গাবৈ নাচে দেই দেই তারী।
শুন প্রিয় বচন উঠে রঘুনন্দন নৈনন লাল উধারী।
চিত বত অব করে চিত চোরী মুদিত ভয়ে নরনারী।
ভরত শত্রুঘণ চাঁওর ছত্র লিয়ে কর কাঞ্চন কি ঝারি।
মেবা পান লিয়ে কর লছমন জনকসুতা লিয়ে ঝারী।
কর আস্নান দান প্রভুকীনে ভক্তনকো সুখকারী।
মাধোদাস আস চরণনকী তন মন ধন সব বারী॥
মাধোদাস।

সাধক বংশীধর।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সব মিলি গাবো বাজাবো মৃদঙ্গ আজ হামারে লাল-নকি বরস গাঁঠ কনক থার ভর মুক্তা হল কর করিনো ছাবর পায়ও। অন্তরা—নব নব পল্লবনকী মালা দ্বারন দ্বার বঁধায়ও॥ আভোগ—বংশীধর প্রভুকোঁ যশ শুনিয়ত হৈ সবহিকো লাগত সুহায়ও॥　　　বংশীধর।

সাধক জানকীদাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

আস্থায়ী—বার বার সমঝাও রহি মৈ মান লৈরে অনমেরি কহিকুঁ। অন্তরা—সুখ দুঃখসেঁ। বিতিসেঁ। বিতিআঁ দনকর বরবাদ বহীকুঁ॥ সঞ্চারী—একব্রহ্ম দেখো সব জগমে ছেড়ে কপটকী গাঁঠ গহিকুঁ। আভোগ—জানকীদাস সুমর শ্রীরঘুবর গইসো গই অব রাখ রহীকুঁ॥　　　জানকীদাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ধিমাতেতালা।

আস্থায়ী—গাবত হরিকো যশ প্রাণী যে জগমে ধন ধন গুণি জ্ঞানী। সোই সুখিয়া সোই বড় ভাগী জিনকি প্রতি হরি সোঁসানী লাগি। সোই পণ্ডিত সোহি দানী। মিঠৈবচন অমৃতকো বাণী। তজকে কপট একব্রহ্ম মানী। তে কুলবন্ত পরম সুজ্ঞানী। প্রভু পদ রতি মনব জিনকি। চরণধুলা রাখুঁ শিরতিনকি। জানকী দাস পরম হিতমানী। হরি চরণন চিত লপটানী॥　　　জানকী দাস।

রাগিণী আড়ানা—তাল ধামার।

আস্থায়ী—হোরি কে নয়ে ছয়েল ভয়ে হো করত ফিরত ঘর ঘর সয়েল। অন্তরা—কহুঁসো ডরত আওর লরত কাহুকোঁ ভরত ভূজ কাহুকোঁ করত হো চপায়েল॥ সঞ্চারী—আবীর গুলালে উড়ত গায়ত ওপহি বাজত হো গয়েল। আভোগ—জানকী-দাস নট নাগর বর হরি গিরধির সুন্দর যৌবন রসকে চথেল॥

জানকীদাস।

সাধক জীবন গিরিধর।

রাগ ভৈরব—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—লোচন ঝুম রহেরী হরিসঙ্গ রজনী জাগত কমল *
প্রফুল ছীন ভয়ে মৃগ জোঁলো জায় গয়ে সফরি দুরি দেখত্ত খঞ্জন
ভাজত। অন্তরা—তিয় † সব সকেলি চসকে চাথেহু সইঁস কানন
কোনে লাগত ॥ আভোগ—জীবন গিরিধর প্রভু প্রেম সমুদ্র তরঙ্গ
ঝকোরণ সাজত ॥ জীবন গিরিধর ॥

সাধক শ্যামরাম।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—ভৈরোঁ ভয় হরতা সুখ করতা সবনকে অভয় বর
দাতা। অন্তরা—ভৈরবী অরধঙ্গ অরুণ অঙ্গ কোটী ইন্দুসন ছবি
দামনি দ্যুতি গাতা॥ সঞ্চারী—বাম কর খপ্পর ত্রিশুলধর গরে
মুণ্ডমাল নৈনা জ্বাল ফিরত মাতা। আভোগ—বাণীবর বিলাস
শ্যাম রামকো দিজে চারো ফল ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রাত
হোত জগত্রাতা॥ শ্যামরাম।

সাধক কৃষ্ণরঙ্গ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ধিমাতেতালা।

আস্থায়ী—কৃষ্ণলাল শরণাগত তেরী রাখো লাজ অপনে জন কেরী।
অন্তরা—অশরণ শরণ তুমে জগ জানত দীন দয়াল দয়া কর হেরী॥
সঞ্চারী—তুজো ঔরণ কোউ সমরথহৈ যাকে নাম কটে ভববেরী।
আভোগ—কৃষ্ণরঙ্গ প্রভু প্রণত পাল শুনি তরীয়ে কটাক্ষ কমল
দৃগফেরী॥ কৃষ্ণরঙ্গ।

---

* দ্বিপাঠ—কমল প্রফুল ছীন ভয়ে ডগমগাত গাতচ হৈ দুর দুর
দেখত লাজ সাজত। † অন্তরা—রতি রস বস কেলী চসকে।

সাধক কবীর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

আস্থায়ী—আজু সোহাগে কি রয়নারে প্যারী, ক্যায়সো বেশা মিলনেকি বারি। অন্তরা—আওয়েতে ঢোল বাজাবত বাজনা, বন ঠাঁঠা পরহি মুখ লাজন। খোল ঘুঁঘটা মুখ দেখেগা সাজন॥ সঞ্চারী—শিরসোহৈ সেহ রাহত সোহৈ কঁগনা, ঝুমত আবৈ-নোশা মোরে অঁগনা। আভোগ—কহত কবীর হাথ দর্পণ। লিজে দরশন মে ঝুলবা দিজে, অবমন মানে সোই সোই কিজে॥

কবীর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—জাগো পিয়ারী অব ক্যায়েসোবৈ। রৈণগৈ দিন কাহেকুঁ খোবৈ॥ জিন যাগা তিন মানক পায়া। হম বিরহন সব খোয় গমায়া॥ পিয়া চাতুর হম মুরখ অনারী। কবহুঁন পিয়াকি সেজসঁবারী॥ মৈ বৌরী বৌরা পনকীন হো। ভর-যৌবন পিয়া নহী চিন্‌হো॥ কহে কবীর শুনো মান মনৈয়া তজ অভিমান মিলেঙ্গে রমৈয়া॥

কবীর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

আস্থায়ী—সইয়া বুলাবৈ মৈ জৈই হুঁস সুরে জল দিসেঁ মহরা ডোলিয়া কসরে। অন্তরা—নৈ হরকে সবলোগ ছুটত হৈ কহা করু অব কছু নহী বসরে, বিরণ আবগরে তেরে লাগুফের মিলবহো নজানু কসার॥ সঞ্চারী—চলন হার ভই মৈ আচান করহে বাবুল তোরি নগরীমু বসরে। সাত সহেলি তাপে অকেলি সঙ্গ নহি কোউ একন দশরে॥ আভোগ—গবনা চালা তুরা বল গোহৈ যোকো উরোবৈ বাঙ্গন হসরে। কহে কবীর শুনো ভাই সাধো সইয়াঁকে মহলমে বসহুঁ সুযশরে॥

কবীর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

আস্থায়ী—সমঝদেখ মনমীত পিয়রবা, আশক হোয় করসো নাক্যা। রূখা শুকা গমকা টুকড়া ফিকা অউর সলো নাক্যা॥

পায়া হোতো দেলে প্যারে পায় পায় ফেরখো নাক্যা।
গুল যোহি যো গুলকো জানে ভর্কীয়া অউর বিছো নাক্যা॥
সুখ দুঃখ দোনো সমকর জানো অউর মান অভিমানাক্যা।
কহে কবীর শুনো ভাই সাধো শীশ দীপা তব রোনাক্যা॥

কবীর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ধিমাতেতালা।

আস্থায়ী—সমঝ বুঝকে দেখো গুঁইয়া ভিতর ইহকো বোলতাহৈ। অন্তরা—বল বল যাঁউ অপনে গুরুকি তিন ইহ ভেদকোঁ খোলতা হৈ॥ সঞ্চারী—আদমমেবো আপ সমায়া যো সব রঙ্গমে ঘোলতা হৈ। আভোগ—কহত কবীর গুঙ্গে কাসপনা কহে নসকে বা বোলতা হৈ॥ কবীর।

সাধক পুণ্ডরী।

রাগিণী লচ্ছমী টোড়ী—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—করাল বদণী কালী কল্যাণী ত্রিশূল খড়্গা খর্পর অসুর সংহারিণী করনী। অন্তরা—বঙ্কাসুর মহেশ্বরী মান কর্ম্ম যাঁহা রক্তবীজ পতি তিলানী বারণী॥ সঞ্চারী—নারায়ণী নিরন্ধ কাশিনী নাশিনী সর্ব্ব দুঃখ জারনী কালিন্দী যাঁহা চক্র চতুর্ভুজ হরিদাস হেতু দয়ানী। আভোগ—পুণ্ডরীকাকো দেহো খড়্গা বর যো জীতে আওয়ে মারণী॥ পুণ্ডরী।

সাধক বিলাসখাঁ।

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—রামচন্দ্র চড়ি যায় ত্রিকুট পর, লঙ্কা গড়া ডগমগাত যবহি বম্বা বাজেরি। অন্তরা—প্রথম শ্রবণ টঙ্কোপরে, রাবণ ঘন নাদ মারে, কুম্ভকরণ রণ বিদারে দেবগণ গাগেরি॥ সঞ্চারী—দশদিশ সোরভেন সুতল বিতল তল তলাও পাতাল তল রসাতল। আভোগ—কিও কাজ চাউ বিমান সৈন্য সাজে কোটি কোটি বন সাজে অবদ ভূপ আশ বিলাস দেবগণ গাগেরি॥ বিলাসখাঁ।

রাগ সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—আদিত্য ত্রিসুর সুরজ তারণ মে কিঞ্চিৎ ভানু দ্বাদশ সুরজ ধাম নিধি, তুমেরে হরণ জ্যোতিশ্বর শুক্ল ত্রি তিন দিন

মন পূরণ সববিধি। অন্তরা—হংস সহস হংসস ফুনি বিভু কর্ম্ম সাঁচো জগ যাগ যবে স্তা রবি জ্যোতি বোহে মেরে সিদ্ধি ॥ আভোগ—বিলাস তু অস্তুতি করহো বিবন বরে বহুত তাঁতে নরকে মেহেরবান তাহে দেও রিদ্ধি। বিলাসখাঁ।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—জৈ সারদা ভবানী ভারতী বিদ্যাদানী যশ গাবে। অন্তরা—বাণী ঘাকৈড়া দেবী সরস্বতী মন ভাঁবে। সঞ্চারী—মঙ্গলা জ্ঞানরূপা বরণ মালনী বিনা পুস্তক ধারনী যে তোহে ধ্যায়াবে। আভোগ—কহে বিলাস চইতাপ মিঠে নির বুধ বুধ হোবে বাঞ্ছিত ফল পাবে ॥ বিলাসখাঁ।

সাধক মদনরাও।

রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—বোল পোন তাতে যো নাদ হোত মেরে জান করতার কো ইহো মগ্। অন্তরা—যেঁও যেঁও রিঝে তেঁয়ো তেঁয়ো মান বিদ্যাকে নিরজ হেবেকোঁ ধারিয়ে হো ডগ্ ॥ সঞ্চারী—মোহি মেয়ারেঁা পজাত পাকজাত পাওত নাহি ইয়াতে রহুঁ এক টগ্। আভোগ—মদন কহে এয়সো আনন্দ রাগ জামে পাইয়ে হো আলথ নগ্ ॥ মদনরাও।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মুরত জা অলী বলী সাঁচে সাহ বদিবান। অন্তরা—অহ সেবক বিনতী করত তুমসে তুমহি নৈন কায় মরথা প্রাণ ॥ সঞ্চারী—তুম রহো উতুমে ছোড়কি তজাউ পাঁউ মান ইঞ্জা ফল সুলতান। আভোগ—মদন সেবককী অরজ দীন দুনিয়াঁ মত অচল করহো দান ॥ মদনরাও।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—মাধো মধুসূদন মুকুন্দ মুরলীধরে মুখ সোহত মৃদু হাঁস। অন্তরা—কমল নয়ন বাসুদেব পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বিষ্ণুপূরণ আস ॥ সঞ্চারী—নারায়ণ নিরাকার বনওয়ারী বামন বিঠল শঙ্খ চক্র

গদাপদ্ম সোহতহৈ পাস। আভোগ—পতিতপাবন বিরদ যাকো কৃপাল দয়াল ভক্তবৎসল মদনরায়কে নিত জিয় আস॥

মদনরাও।

সাধক রাজদাস।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—সর্ব্বানী সর্ব্বকলশক্তি সারদা সরস্বতী শ্যামাসুন্দরী দুঃখ দলনী সুখকরণী। অন্তরা—কামরূপা কামাখ্যা কামদায়িনী কালী কল্যাণী দুষ্ট দরনী॥ সঞ্চারী—কমল বদনী করণ কারণী কাশ্মীর রাণী কৈলাসী কাল হরণী। আভোগ—পরমেশ্বরী পার্ব্বতী পরম পূণ্য পাবণী জুগরাজদাস শ্যামবরণী মহাকালী তারণ তরণী॥

রাজদাস।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—লালন আজু সখী একন বল বাল নাচত সকল তিয় নম ধগতি সুধঙ্গ। অন্তরা—ঝলকত তন যৌবন জিম শশি মধ সুরঙ্গ দেহু বদন হঁসন দশন দামিনী দূতি সম ভৃকুটী ধনুষ চিত বন শর মারত মন কুরঙ্গ॥ সঞ্চারী—ঘেরদার ঘুঁটন লোবা ঘর ঘুমের দার চুনরী চটক লসত ভূষণ সকল অঙ্গ। আভোগ—যুগ রাজদাস প্যারে এসী তী মৈন দেখি বোলনি চলনি চিতকী হরণী অধর অমৃত বচনী কর পদ নীরজ সুনে বচ মসর বসলে করে রসকে তরঙ্গ॥

রাজদাস।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—স্মরত শুভট চিহ্ন জাগে রৈণ আতেঁ রৈণ উনীদে ভোর ভয়ে আয়ে শ্যাম মেরে সদন। অন্তরা—নখর দছ দছায় লাগে পাগে রসবীর বিহ দয়াতেঁ লখি পরত অরুণ বরণ বদন॥ সঞ্চারী—সো ভীত গাত অর সাত বাতনমে অরব রাত শয়ন করো তুম সেবা পগন। আভোগ—তন মন ধন যুগ রাজদাস পরবারো আয়ও জীত সমর সমর কদন॥

রাজদাস।

সাধক কৃষ্ণানন্দ।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

আস্থায়ী—ভোরকে হি মেরে ভাগ যাগে সাঁবার সজন আয়া। সোহনী সুরত ভঙ্গী আঁখিয়া চটিয়া রঙ্গ সবায়া॥ অন্তরা—

সোঁধে ভিনে বাল সজনদে সখিয়াঁ গর লায়া। মনদী মুরাদ পূজীয়াঁ সব পিয় খুশাল পায়া॥ আভোগ—তন মন ধন সদকে কিতী জিবড়া ঘোল ঘুমায়া। রঙ্গ রঙ্গিলী মাধুরী মূরত কৃষ্ণানন্দ ভয়া॥　　কৃষ্ণানন্দ।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

আস্থায়ী—ভোর ভয়ে নারায়ণ গাবো তন্‌কো কলুষ বহাবোরে। অন্তরা—যা সোরে ভবপার পরে গো কোঁ্য নাহক জনম গমাবোরে॥ সঞ্চারী—লক্ষ চৌরাশী ভটকত ভটকত শরণ সুমের তুম পাবোরে। আভোগ—কৃষ্ণানন্দ আনন্দমে ডোলো হরিকে শরণ তুম যাবোরে॥　　কৃষ্ণানন্দ।

সাধক বল্লভদাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ধিমাতেতালা।

আস্থায়ী—অধম উদ্ধারিণী জয় শ্রীগঙ্গা ত্রিপথগামী বিষ্ণুপদাপ্রসঙ্গা। অন্তরা—দরশ পরশ অঘ দূরহোতহৈ সদা রহত শিবকে সহসঙ্গা॥ সঞ্চারী—বামন চরণ পরশকে ধায়ে শগর বংশ পাবন ভয়ে অঙ্গা। আভোগ—শ্রীবল্লভ নিহাল করে তবহিতে ছবি নিরখত মন উঠত তরঙ্গা॥　　বল্লভদাস।

সাধক কৃষ্ণদাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ধিমাতেতালা।

আস্থায়ী—ভলি রতিয়াঁ সখিয়াঁ আজ সুন্দর অঙ্গসোঁ অঙ্গ জুরে যদুরাই। অন্তরা—মনমোহন বড় ভাগিন পায়ে আজ রঙ্গিলী রাত সোহাই॥ সঞ্চারী—সববিধ আস পুজী মোরে মনকি অখিল লোক পতি পীতম পাই। আভোগ—কৃষ্ণদাস কি ইচ্ছা পূজি ছতিয়াঁ হরিকে হাথ ছুবাই॥　　কৃষ্ণদাস॥

সাধক গোবিন্দদাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—কুটীল কুন্তল কুণ্ডল কাছনি কান্তি কুবলয় ভাষরে। কিম্বে কুঞ্চিতা ধর কুমুদ কৌমুদী কুন্দ কৈরব হাসরে॥ অন্তরা—কানহ কালিন্দী কুল কাননে কুঞ্জে কুঞ্জর রাজার।

কিবে কামিনী কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত কাম কোটি বিরাজরে॥
সঞ্চারী—কনক কিঙ্কনী কোকনদ কুণ্ডলাঞ্চিত অংশরে।
কেলি কোকিল কণ্ঠ কুণ্ঠক কাকলি কৃত বংশরে॥
আভোগ—কেশরী কটি কম্বু কন্দর কুঞ্জ কেশর দামরে।
কলিকাল কালীয় কমলে কম্পিত দাস গোবিন্দ নামকরে॥
গোবিন্দ দাস।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—ভোরহী কুঞ্জ মহলকে অগন মধ ললিতা বীণ বাজাবত গাবত। অন্তরা—পিয় প্যারী সোবত কছু জগত রস ভরি তান শুন শুন সুন্দর মুদে নয়ন মুসুক্যাবত॥ সঞ্চারী—গোর শ্যাম অভিরাম পরস্পর অতি আনন্দ কছু বহুতম আবত। আভোগ—রসিক গোবিন্দ যুগল ছব উপর এন তোরত বার বার বলি যাবত॥ গোবিন্দদাস।

সাধক আশকরণ দাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—করত ফিরত মীত মেরা তেরো করতাহৈ রাম গরীব নিবাজ। অন্তরা—সপ্তদ্বীপ তিহুঁ লোক সকল মধভর তিহারোহি একছত্র রাজ॥ সঞ্চারী—লখ চৌরাশী জীব জোন জোত চরাচর সবনকোঁ কাজ। আভোগ—দাস আশকরণ শরণ আয়ো রাখি সবনকী লাজ॥ আশকরণ দাস।

সাধক দামোদর দাস।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

আস্থায়ী—শ্রীনাথজীকো ধ্যান মেরে নিশদিনারী মাই। মাধরী মূরত সোহনী সুরত চিত লিও চোরাই॥ অন্তরা—লাল পাগ লটকী ভাল, চিবুক বেসর কণ্ঠ মাল, করণ ফুল মন্দ হাস, লোচন সুখদাই। মোরপঙ্খ শীশ ধরে, মতিয়নকো হার গরে, বাজু বন্দ পহোঁ চীনকরে, মুদ্রিকা সোহাই॥ সঞ্চারী—ছুদ্র ঘণ্টিকা যেহর, নূপুর কিছু আগু দেশ, অঙ্গ অঙ্গ দেখত উর, আনন্দন সমাই। মুরলী অধরে ধরে শ্যাম, ঠাঢ়ে ব্রজ যুবতী মাঁহ সপ্ত সুরণ

তান গান, গোবর্দ্ধন রাই ॥ আভোগ—নিরখ রূপ অতি অনুপ, ছাকে সুরনর বিমান, বল্লভ পদ কীঙ্কর, দামোদর বল যাই ॥

দামোদর দাস।

সাধক বিষ্ণুদাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ধিমা তেতালা।

আস্থায়ী—কাঁই গুণ হামৈ থারেঁ। কিয়োজী কোঁউ হমসে দিল এ চলিয়ো জী। অন্তরা—কোন লগারি পুকান তিহারে জিন তুমকুঁ বহু কার দিয়ো জী ॥ সঞ্চারী—সাঁচ কহো তুম এ মন মোহন কি তকশির লখিহৈ প্রিয়া জী। আভোগ—বিষ্ণুদাস তেরী বরদী কহাঁদী এসান কিজে কঠোর হিয়া জী ॥ বিষ্ণুদাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ধিমা তেতালা।

আস্থায়ী—এরি এক সপনা মায় দেখা পোচত পোচত প্রভাত আজ। শুন সজনী মৈ তোসোঁ কহতহুঁ ধ্যান লগা মেরি বাত আজ ॥ অন্তরা—ঝুঁঠ কহুঁতো রাম দোহাই সাঁচী সোহোঁ ভাতকী থাত। লাল লাডলী বৈঠে পরস্পর হঁস হঁস করবত বাত ॥ সঞ্চারী-রবি শশি কোটি বদনকী শোভা যুগল মূরত লখি মদন লজাত। জবর জু শ্যাম শোভা সুখ সাগর যো ঘনমে দামিনী দরশাত ॥ আভোগ—অঙ্গ অঙ্গ ভূষণ সোহত সুন্দর বেণী নিরখ নাগিন সর মাত। অলকন দেখ না গমুর ঝায়ো লোচন পৈ মির গলো ভাত ॥ দ্বিতীয় আভোগ—কটিকে হর নাসিকা সুখ শ্রবণনকে পল্ল জাত। নখ এসে দমকত নাগন সে চমকত অধরণ লাল সে লগাত ॥ তৃতীয় আভোগ-পীতাম্বর সারী পাঁচরঙ্গী পগীয়া সুরঙ্গ পরিয়া রঙ্গমে চুবাত। করসোঁ কর যোরে অঙ্গুরী মরোরে অঙ্গ বাই জোরলে জম্ভাত ॥ চতুর্থ আভোগ—অঙ্কন ভর ভর লেত লাল জুঙ্গ সুমসে জকে রহে কুমলাত। কর বিনোদ বিহার বিহারী মন্দ মন্দ মুসক্যাত ॥ পঞ্চম আভোগ—এহ সুখ দেত নীদ উচট গই জাগত ভইত বনজ রণ আত। বিষ্ণুদাস প্রভু প্রিয়াবিন দেখে নিশি দিন কছু ন সোহাত ॥

বিষ্ণুদাস।

সাধক সুরশ্যাম।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ধিমা তেতালা।

আস্থায়ী—বাত কহো সাঁচী মোরে প্যারে আজকি রৈণ কাঁহা যো সিধারে। অন্তরা—অঞ্জন অধর ভাল মহাবর পীত বসন ত্যাজ নীলাম্বর ধারে॥ সঞ্চারী—হার চুভে মতীয়ন উর উপর কঙ্কণ পীঠ প্রগট চুভারে। আভোগ—সুরশ্যাম প্রভু বহাঁ হী জাবো যাকে তন মন অঙ্গ নাগারে॥ সুরশ্যাম॥

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

আস্থায়ী—হরে হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম রাম। নারায়ণ নারায়ণ বাঁসুদেব বাসুদেব গিরিবর ধর গিরিবর ধর শ্যাম শ্যাম শ্যাম। অন্তরা—দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু বৈকুণ্ঠ হৈ ঠাম। হোত প্রাতঃ বড় পুণীত লেত হরিকো নাম॥ সঞ্চারী—দামোদর দামোদর চক্রপাণি চক্রপাণি নর হরি হরি নর হরি হরি মুররিপু ঘনশ্যাম। মধুসুদন মধুসুদন বনবারী বনবারী যমুনাকে নীরে তীরে বৃন্দাবন ধাম। আভোগ—ভোর ভয়ে সুমরণ করো হোয় সবহী কাম সুরশ্যাম রটত রাধা বর নাম॥ সুরশ্যাম।

সাধক সুরতসেন।

রাগ ভৈরব—তাল তেতালা।

আস্থায়ী—অব সঙ্গ সখা সবলিয়ে ফিরত মাই এঁ ডোরী এঁডো। অন্তরা—জল থল বন ঘন আউর ব্রজ বীথন আয়ে রোকত আঁগন বৈঁডো॥ সঞ্চারী—ন কাহুকী কান করত না ডরত এ সোহী উচ গরোউ মৈঁডো। আভোগ—প্রভু সুরতকো কহা-থোর দিজে আলিরী পৈ গোকুল গাঁবকো ন্যারোহী পৈঁডো॥ সুরতসেন।

সাধক খড়্গসেন।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—গৌরী শঙ্কর রাধা কৃষ্ণকো নাম লিনে সকল সিদ্ধ কাম। অন্তরা—নিশি দিন সুমরণ সোবত জাগত উঠ প্রাতঃ কহ সীতারাম॥ সঞ্চারী—মীন কচ্ছপ বরাহ নরসিংহ বামনরূপ পরশুরাম হরি হলধর বুদ্ধ কল্কী ঘনোয়া শ্যাম। আভোগ—এতে প্রভু রক্ষ প্রাণ খড়্গসেন শিব কৃপালহু জীবে সহায় অষ্টযাম॥ খড়্গসেন।